সূচিপত্র

ভ্রমসংশোধন—ভ্রম ক্রমে ৭১ ও ৭২ পৃষ্ঠা সংখ্যা উপর্য্যুপরি দুইবার ছাপা হইয়াছে। পাঠ্য-বিষয় সম্বন্ধে কোন ভুল নাই।

যাঁহারা প্রথম বসবাস করিবার জন্ত আমেরিকায় আসিয়া নামেন তাহাদের নাম "Pilgrim fathers." ধর্ম্মমতের অনৈক্য হওয়ায় তাহারা অন্যান্য দেশ হইতে আমেরিকায় আসেন

কলম্বাস প্রথম আমেরিকায় অবতীর্ণ হইয়াছেন

আমেরিকা

প্রথম অধ্যায়

আমেরিকা-আবিষ্কার

"দেবতারা আমাদিগকে দেখিতে আসিয়াছেন, ভাই সব, কে কোথায় আছিস্ ছুটে আয়।"

দেখিতে দেখিতে দলে দলে আমেরিকার আদিম অধিবাসীরা একদিন প্রভাতে আসিয়া সমুদ্র-তীরে সমবেত হইল। তাহারা শ্বেতকায় ইয়োরোপ-বাসীদিগকে দেখিয়া প্রথমে বিস্মিত হইয়া এইরূপ বলিয়াছিল, কলাম্বাস ও তাঁহার সহচরগণকে দেখিয়া মনে করিয়াছিল, স্বর্গ হইতে দেবতারা বুঝি তাহাদিগের অবস্থা দেখিবার জন্য মর্ত্তে অবতরণ করিয়াছেন।

আমেরিকার অধিবাসীরা তখন ঘোরতর অসভ্য ও নর-মাংসাশী ছিল। তাহারা ইয়োরোপের শ্বেতাঙ্গ অধিবাসীদিগকে দেখিয়া বিস্মিত ও চমকিত হইয়া ঐরূপ কথা উচ্চারণ করিয়া দেশবাসী সমুদয় স্ত্রী-পুরুষকে আহ্বান করিয়া সমুদ্রতীরে আনয়ন করিল। আদিম অধিবাসীদের কাছে ইয়োরোপীয়দের

সব জিনিষই নূতন ও বিস্ময়কর বলিয়া মনে হইতেছিল। তাহারা বন্দুককে বজ্র এবং বন্দুক ছুড়িবার সময় যে অগ্নিশিখা বাহির হয় তাহাকে বিদ্যুৎ এবং তজ্জনিত শব্দকে বজ্রধ্বনি মনে করিয়াছিল। এ হইল চারিশত বৎসর আগেকার কথা।

চারিশত বৎসর আগে কলাম্বাস আমেরিকা আবিষ্কার করিয়াছিলেন। আমেরিকা-আবিষ্কারের ইতিহাসের সহিত ভারতবর্ষের ইতিহাসের একটু সংযোগ আছে। ইয়োরোপের অধিবাসীরা ভারতবর্ষের অতুল ধন-ঐশ্বর্য্যের কথা শুনিতেন এবং পশ্চিম এসিয়ার ও পূর্ব্ব এসিয়ার কোন কোন জাতি ভারতবর্ষে বাণিজ্য করিয়া যে ধনী হইয়াছিলেন, সে কথাও তাঁহাদের অজ্ঞাত ছিল না। খ্রীষ্টের জন্মের বহু পূর্ব্ব হইতেই ভারতবর্ষের উৎপন্ন বহুদ্রব্য ইয়োরোপে আদরের সহিত ব্যবহৃত হইত। কাজেই ইয়োরোপীয়েরা ভারতে বাণিজ্য করিবার জন্য ব্যস্ত হইলেন। কিন্তু কি ভাবে সমুদ্র-পথে ভারতবর্ষে আসিতে হয়, তাহা তাঁহারা জানিতেন না। স্থলপথে আসিতে হইলে অনেক বড় উঁচু পাহাড় ও অনেক মরুভূমি পার হইয়া আসিতে হয়, কাজেই তাঁহারা জলপথে ভারতবর্ষে আসিবার পথের সন্ধান করিতে লাগিলেন। ১৪৯২ খৃঃ অঃ ক্রিষ্টোফার কলাম্বাস স্পেনের রাজার সাহায্যে ভারতবর্ষে যাইবার সমুদ্র-পথ খুঁজিতে যাইয়া এ্যাট্‌লাণ্টিক মহাসাগর উত্তীর্ণ হইয়া ভারতের পরিবর্ত্তে আমেরিকায় উপনীত হন।

এই কলাম্বাস্ ইটালির অন্তঃপাতী জেনোয়া নগরে জন্মগ্রহণ

করেন। কলাম্বাস যখন তরুণ বয়স্ক বালক তখন পর্টুগালের অধিবাসীরা আফ্রিকা মহাদেশের দক্ষিণ প্রান্ত ঘুরিয়া ভারতবর্ষে উপনীত হইবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছিলেন। ভাস্কো-ডা-গামা নামক একজন পর্ত্তুগীজ নাবিক ভারতবর্ষ খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য বহির্গত হইয়া এগার মাস কাল সমুদ্র-পথে ঘুরিয়া ১৪৯৮ খৃঃ অঃ ২০শে মে কালিকাট নগরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। এই ভাস্কো-ডা-গামাই সর্ব্বপ্রথমে ইয়োরোপীয়-দের মধ্যে ভারতবর্ষে জলপথে আসিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

কলাম্বাসের পৃথিবীর আকার সম্বন্ধে ধারণা ছিল যে, পৃথিবী কদমফুলের ন্যায় গোলাকার, সুতরাং ক্রমাগত পশ্চিমাভিমুখে গমন করিলে আট্‌লাণ্টিক মহাসাগর উত্তীর্ণ হইয়া আফ্রিকা মহাদেশ পরিবেষ্টন না করিয়াও ভারতবর্ষে আসিতে পারা যায়। কলাম্বাস মনে মনে এইরূপ স্থির-সঙ্কল্প করিয়া প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি এবং জাহাজ ইত্যাদি সংগ্রহের জন্য ইয়োরোপের তৎকালীন বহু রাজার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। কোন একটা নূতন বিষয়ের আলোচনা করিলে যেরূপ হয়, এক্ষেত্রেও তাহাই হইল, কোন দেশের রাজাই তাঁহার কথায় কর্ণপাত করিলেন না। কেহ তাঁহার মুখে ঐরূপ প্রস্তাব শুনিয়া বলিলেন, "লোকটা বাতুল।" কেহ বা বলিলেন—"এমন একটা কাজ ধর্ম্ম-বিগর্হিত।"—কারণ সেকালের লোকের বিশ্বাস ছিল যে আট্‌লাণ্টিক মহাসাগর অপার!

পৃথিবীতে যাঁহারা কিছু নূতন কাজ করিয়া যান, তাঁহারা

কিছুতেই ভগ্নমনোরথ হন না। কলাম্বাসও পুনঃ পুনঃ রাজা-রাজড়াদের নিকট হইতে নিরাশার বাণী শুনিয়াও ভগ্নোৎসাহ হইলেন না। বৎসরের পর বৎসর কাটিয়া যাইতে লাগিল, অর্থ নাই, অভাবের দারুণ নির্য্যাতনে প্রপীড়িত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তথাপি দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ ও অসীম অধ্যবসায়ী কলাম্বাস স্বকীয় সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিলেন না। অধ্যবসায়ের কোন কালেই পরাজয় হয় না। অবশেষে কলাম্বাসের মনের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইবার সুযোগ আসিয়া উপস্থিত হইল। এ সময়ে স্পেনের অধীনতা দূর হইয়াছিল। স্পেনের ইতিহাস পড়িলে জানা যায়, স্পেন দীর্ঘকাল মুসলমানদের অধিকারে ছিল।

স্পেনের অধিবাসীরা স্বদেশ হইতে মুসলমানদিগকে বিতাড়িত করিয়া ধীরে ধীরে দেশের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি করিতে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। স্পেনের রাজ্ঞী মহিমময়ী ইজাবেলা ছিলেন শিল্প, বিজ্ঞান ও আবিষ্কারকগণের উৎসাহদাত্রী। তিনি কলাম্বাসের প্রার্থনায় নীরব রহিলেন না। রাজ্ঞী ইজাবেলা ১৪৯২ খৃষ্টাব্দে নিজব্যয়ে কলাম্বাসকে তিন খানি জাহাজ নির্ম্মাণ করিয়া সুসজ্জিত করিয়া দিলেন। কলাম্বাস এই তিন খানা জাহাজে চড়িয়া ক্রমাগত দেড়মাস কাল জলপথে পরিভ্রমণ করিয়া প্রথমতঃ গুয়ানাহানা নামক দ্বীপে উপনীত হইয়াছিলেন। কলাম্বাস কল্পনাও করিতে পারেন নাই যে তাঁহার যাত্রাপথে স্থলভাগ পড়িবে এবং ঐ স্থলার্দ্ধ সুমেরু হইতে কুমেরু পর্য্যন্ত

বিস্তৃত থাকিয়া তাঁহার গতিরোধ করিবে। প্রথমতঃ কলাম্বাস আমেরিকার পূর্ব্বোপকূলবর্ত্তী দ্বীপসমূহকে ভারতবর্ষের সন্নিহিত কোন স্থান বলিয়া বিবেচনা করিয়াছিলেন। কারণ তাঁহার লক্ষ্য ছিল ভারতবর্ষ আবিষ্কার। এই জন্যই তদীয় নামাকরণানুযায়ী আজ পর্য্যন্ত ঐ সকল দ্বীপসমূহ "পশ্চিম ভারতবর্ষের দ্বীপপুঞ্জ" নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছে।

কলাম্বাসের এইরূপ আবিষ্কারের ছয়বৎসর পরে ভাস্কো-ডা-গামা আফ্রিকার দক্ষিণ-প্রান্ত পরিক্রমণ পূর্ব্বক ইয়োরোপ হইতে ভারতবর্ষে আসিবার জলপথের আবিষ্কার করিয়াছিলেন, সেকথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

এ যুগে ইয়োরোপের মধ্যে একটা হুজুগ পড়িয়া গিয়াছিল, কে কোথায় যাইয়া কোন্ দেশ আবিষ্কার করিবেন, কে কোন্ দেশটি অধিকার করিয়া আপনাদের প্রাধান্য বিস্তার করিবেন। কলাম্বাসের আবিষ্কার-কথা যেমন ইয়োরোপে প্রচার হইল, অমনি চারিদিকে একটা সাড়া পড়িয়া গেল। ইয়োরোপের প্রধান প্রধান জাতিসমূহ আট্লান্টিকের তরঙ্গ-সঙ্কুল বুকে তরী ভাসাইয়া পশ্চিম-দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। পর্ত্তু-গালের অধিবাসীরা যাইয়া ব্রাজিল আবিষ্কার ও অধিকার করিলেন, ইংরেজেরা লাব্রাডার উপদ্বীপে উপনীত হইয়া সেখানে হইতে ক্রমশঃ দক্ষিণাভিমুখে রাজ্য বিস্তার করিলেন। ফরাসীরা ক্যানাডা ও মিসিসিপির দক্ষিণ পাশের উপকূল ভাগের কিয়দংশ অধিকার করিলেন, স্পেনবাসীরা কারিসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ, মেক্সিকো

ও পেরু-রাজ্য অধিকার করিলেন। এই ভাবে আমেরিকার নানা দেশ ইয়োরোপীয়দের করতলগত হইল।

'আমেরিকা' নামটির উৎপত্তির ইতিহাস এইবার বলিতেছি। এই আবিষ্কারের অল্পকাল পরে আমেরিগো ভেস্পুচি নামক ইটালির একজন শিক্ষিত ভদ্রলোক এই নবাবিষ্কৃত দেশ-সমূহের পরিচয় লিপিবদ্ধ করিয়া এক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এই আমেরিগোর নামানুসারে নূতন মহাদ্বীপের নাম হইল আমেরিকা। হায়রে অদৃষ্ট! যে কলাম্বাস কত ক্লেশ সহ্য করিয়া আমেরিকা আবিষ্কার করিলেন তাঁহার নাম এই নবাবিষ্কৃত কোন দেশের সহিতই সংযুক্ত হইল না। পৃথিবীর ইতিহাসে এইরূপ ঘটনা বড় বিরল নহে। কোন কোন ঐতিহাসিক বলেন যে কলাম্বাসের পূর্ব্বে ১০০১ খৃঃ অঃ লিফ (Leif) নামক একজন নর্থমেন্ উত্তর আমেরিকা আবিষ্কার করেন। এই আবিষ্কার-কাহিনী দীর্ঘ পাঁচশত বৎসর কাল একরূপ অজ্ঞাত অবস্থায় ছিল।

এইবার আমেরিকার শ্বেতাঙ্গ-জাতির উপনিবেশ-স্থাপনের পূর্ব্বের ইতিহাসটা লিপিবদ্ধ করিব। আমেরিকার আদিম অধিবাসীরা পৃথিবীর অন্যান্য স্থানের আদিম অধিবাসীদের ন্যায়ই অসভ্য ও বর্ব্বর ছিল। সত্য সত্যই তাহাদের 'গায়েতে রং, মাথায় পালক, লোমের জুতা পায় থাকিত!' তাহারা বনজঙ্গলে ও গিরিগহ্বরে বাস করিত। বন্য পশু-পক্ষী শিকার করিয়া ক্ষুধা-নিবৃত্তি করিত। ইয়োরোপীয়দের

আগমনের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের সহিত দ্বন্দ্ব আরম্ভ হইয়া গেল। শ্বেতাঙ্গ অধিবাসীরা চাহিলেন আদিম অধিবাসীদিগকে দেশ হইতে তাড়াইয়া দিয়া বাস করিবার জন্য। তাঁহারা ধীরে ধীরে আদিম অধিবাসীদিগকে বিতাড়িত, নিহত, কিংবা পার্ব্বত্যদেশে দূর করিয়া দিতে লাগিলেন। আবার আদিম অধিবাসীরাও সুযোগ পাইলে অতর্কিত ভাবে শ্বেতকায় লোকদিগকে সপরিবারে হত্যা করিয়া প্রতিহিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করিতে লাগিল। সবলে ও দুর্ব্বলে দ্বন্দ্ব হইলে চিরদিনই সবলের জয় ও দুর্ব্বলের পরাজয় হইয়া থাকে, এক্ষেত্রেও তাহাই হইল। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আদিম অধিবাসীরা সংখ্যায় ক্রমশঃ ক্ষীণ হইতে আরম্ভ করিল।

রাজ্ঞী এলিজাবেথ্ যখন ইংলণ্ডের রাজ্ঞী, সে সময় হইতেই ইংরেজ-জাতির চারিদিক্ দিয়া সুখ ও সৌভাগ্যের সূত্রপাত হইতে থাকে। তাঁহার সময়ে ব্যবসা-বাণিজ্য, ললিতকলা, জ্ঞান-বিজ্ঞান সর্ব্ববিষয়েই ইংরেজ জাতির উন্নতি হইয়াছিল। রাজ্ঞী এলিজাবেথ্ যখন ইংলণ্ডের রাজ্ঞী, সে সময়ে মোগল সম্রাট্ আকবর ভারত-সম্রাট্ ছিলেন। এ সময়ে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী নামক একটী বণিক্-সমিতি গঠিত হইয়াছিল এবং তাহারা ভারতবর্ষে বাণিজ্যাধিকার লাভ করিয়া ভারতের সহিত সম্বন্ধ-স্থাপনের সূত্রপাত করিয়াছিলেন। এ সময়ে সার ওয়ালটার রেলি নামক রাজ্ঞী এলিজাবেথের একজন প্রিয়পাত্র আমেরিকার পূর্ব্বোপকূলে ভার্জ্জিনিয়া নামক একটী জনপদ প্রতিষ্ঠা করেন।

সেই সময় হইতেই ইউনাইটেড্ ষ্টেট্স্ বা যুক্ত-রাজ্যের ভিত্তি প্রতিষ্ঠাপিত হয়।

রাজ্ঞী এলিজাবেথের সময়েই সার্ ওয়ালটার রেলি আমেরিকার পূর্ব্বোপকূলে ভার্জিনিয়া নামক জনপদ প্রতিষ্ঠিত করিয়া বর্ত্তমান 'ইউনাইটেড্ষ্টেটস্' বা যুক্ত-রাজ্য-সমূহের ভিত্তি স্থাপন করেন। এলিজাবেথ ছিলেন চিরকুমারী, রেলি রাজ্ঞীর মনস্তুষ্টি করিবার জন্য নব-প্রতিষ্ঠিত জনপদের 'ভার্জিনিয়া' অর্থাৎ কুমারী এই নাম রাখেন। ইংরাজীতে 'ভার্জিন' শব্দে 'কুমারী' বুঝায়। পূর্ব্বে প্রাচীন মহাদ্বীপে গোল আলু ও তামাক ছিল না। রেলি সর্ব্বপ্রথম আমেরিকা হইতে এই দুই দ্রব্য আনয়ন করিয়া সভ্য-জাতির গোচর করেন।

এখানে ইংলণ্ডের ইতিহাসের কথা একটু বলিতে হইবে। ইলিজাবেথের মৃত্যুর পর প্রথম জেম্স্ ইংলণ্ডের রাজা হইলেন। এ সময়ে ইংলণ্ডে খৃষ্টধর্ম্মের উপাসনা-বিধান লইয়া একটা মতভেদ চলিতে আরম্ভ করিয়াছিল। জেমস্ ছিলেন ক্যাথলিক মতাবলম্বী, তিনি প্রজাদিগকে তাঁহার মতাবলম্বী করিবার জন্য বলপ্রয়োগ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। তাঁহার এইরূপ বলপ্রয়োগে দেশ-মধ্যে একটা অশান্তির বন্যা আসিয়া উপস্থিত হইল। যাঁহারা রাজার মতাবলম্বী হইলেন, তাঁহারা দেশেই রহিয়া গেলেন, আর যাঁহারা রাজার মত মানিয়া চলিতে অস্বীকৃত হইলেন. তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ বিদ্রোহ ও অশান্তির সৃষ্টি

করিলেন। আবার কেহ কেহ দেশ-মধ্যে থাকিয়া স্বাধীনভাবে ধর্ম্মানুশীলন করা যাইবে না ভাবিয়া জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়া আমেরিকায় চলিয়া গেলেন। ১৬০৭ খৃঃ অঃ হইতেই আমেরিকা বা নুতন জগতে ইংরেজ উপনিবেশ স্থাপিত হইতে আরম্ভ করিয়াছিল এবং ১৬২০ খৃঃ অঃ 'মেফ্লাওয়ার' নামক জাহাজে চড়িয়া আর একদল যাত্রী আমেরিকায় যাইয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানকার জলবায়ু ঠিক্ ইংলণ্ডের অনুরূপ ছিল। সেখানে তাঁহারা কৃষিকার্য্য করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে আরম্ভ করিলেন। সেখানে এই ঔপনিবেশিক শ্বেতাঙ্গের দল 'নিউ-ইংলণ্ড' নামক এক জন-পদের প্রতিষ্ঠা করিলেন। এ সকল শ্বেতাঙ্গ অধিবাসিগণের অধ্যবসায়, চেষ্টা, যত্ন ও পরিশ্রম-বলে বন-জঙ্গলাকীর্ণ পার্ব্বত্যভূমি লোকজন-পরিপূর্ণ সুন্দর নগরে ও পল্লীতে সুশোভিত হইল। ঔপ-নিবেশিকের দল একে একে তেরটি ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে বাস করিতে লাগিলেন এবং ক্রমশঃ এই দেশকেই তাঁহারা মাতৃ-ভূমিরূপে বরণ করিয়া লইলেন। আমেরিকাই তাঁহাদের আপনার দেশ হইয়া গেল। এতদিন পর্য্যন্ত ইংলণ্ড হইতে এক একজন শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইয়া প্রত্যেক প্রদেশ শাসন করিবার জন্য আমেরিকায় গমন করিতেন—তাঁহারাও ঔপ-নিবেশিকদের সহিত মিলিতভাবে সে দেশ শাসন করিতেন। ক্রমে এমন দিন আসিল যখন আমেরিকার শ্বেতাঙ্গ ঔপ-নিবেশিকদের নিজ ইংলণ্ডের সহিত কোনরূপ বন্ধনই আর

ভাল লাগিল না, তাঁহারা এক সময়ে ইংলণ্ডের অধীনতা স্বীকার পূর্ব্বক যে উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছিলেন, এক্ষণে তাহাই ছিন্ন করিবার জন্য প্রবৃত্ত হইলেন। সে সব কাহিনী পরবর্ত্তী অধ্যায়ে আলোচনা করিতেছি।

দ্বিতীয় অধ্যায়

জর্জ্জ ওয়াশিংটন

"কে আমার বাগানের চেরী গাছটি কাটিয়াছে? আমার যদি এক হাজার টাকাও হারাইয়া যাইত, তাহা হইলেও বোধ হয় এত কষ্ট হইত না।"

আগষ্টিন্ একদিন তাঁহার স্বহস্ত নির্ম্মিত বাগানে যাইয়া দেখিলেন, তিনি বহু ক্লেশ স্বীকার করিয়া ইংলণ্ড হইতে যে চেরী গাছটি আনাইয়াছিলেন, কে যেন সেই গাছটি কুঠার দ্বারা কাটিয়া ফেলিয়াছে। ইহাতে তিনি মর্ম্মান্তিক ক্লেশ পাইয়া গৃহে ফিরিয়া ঐরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। ঠিক্ এই সময়ে তাঁহার পুত্র জর্জ্জ কুঠার হস্তে সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পিতা জিজ্ঞাসা করিলেন, "জর্জ্জ, তুমি কি বলিতে পার, আমার এই চেরী গাছটি কে কাটিয়াছে?"

জর্জ্জ বলিলেন—"বাবা, আমিই তোমার চেরা গাছটা কাটিয়া ফেলিয়াছি।"

বিস্মিত হইয়া পিতা বালকের মুখের দিখে চাহিয়া রহিলেন। ব্যাপারটি হইয়াছিল এই ;—জর্জ্জের পিতা অগষ্টিন্ জর্জ্জের জন্মোৎসব উপলক্ষে একখানা সুন্দর ছোট ধারাল কুঠার উপহার দিয়াছিলেন। বালক কুঠারটি পাইয়া অত্যন্ত খুসি হইয়া ওখানা হাতে করিয়া বাগানের দিকে গিয়াছিল। জর্জ্জের বাবা বাগানে একটী চেরী গাছ পুতিয়াছিছেন। তিনি অনেক যত্নে ইংলণ্ড হইতে এই চেরী বৃক্ষের কলম আনয়ন করিয়া রোপণ করিয়াছিলেন। বালক বাগানে যাইয়া সেই গাছটির উপর দিয়াই কুড়ালের ধারটা পরীক্ষা করিল। জর্জ্জের এইরূপ সত্যবাদিতায় পিতা অত্যন্ত বিস্মিত ও পুলকিত হইলেন, তিনি বালককে কোলে লইয়া বলিলেন "বাবা, আজ হাজার চেরী গাছ পাইলে আমার যে সুখ হইত, তোমার ব্যবহারে তার চেয়েও বেশী সুখী হইলাম। দোষ করিয়া অনেক বালকই মিথ্যা কথা বলিয়া সে দোষ ঢাকিবার জন্য চেষ্টা করে, কিন্তু তুমি যে সেইরূপ দুর্ব্বলতা প্রকাশ না করিয়া সত্য কথা বলিয়াছ, সেজন্য আমি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি, আশীর্ব্বাদ করি, তুমি সত্যবাদী হও।" সময়ে এই সত্যবাদী বালকের অসাধারণ বীরত্ব-প্রভাবেই আমেরিকা স্বাধীন হইয়াছিল। এই বালকেরই নাম জর্জ্জ ওয়াশিংটন। এখানে একটু ইতিহাসের কথা আলোচনা করিয়া পরে জর্জ্জ ওয়াশিংটনের

জীবন-কথা বলিব। কেন একই জাতি এবং একই দেশের লোকের মধ্যে ঝগড়া বাধিল এইবার সে ইতিহাস বলিব।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে আমেরিকা অধিকারের পর ইংরেজেরা সেখানে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। প্রথম জেম্‌সের রাজত্ব সময় হইতে আরম্ভ করিয়া অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত ইংলণ্ড হইতে সহস্র সহস্র ইংরেজ-সন্তান আমেরিকায় যাইয়া ঘর-বাড়ী প্রস্তুত করিয়া বসবাস করিতেছিলেন। প্রায় তেরটি দেশ লইয়া ইংরেজদের এই উপনিবেশ গঠিত হইয়াছিল। এই উপনিবেশই এখন ইউনাইটেড্‌ ষ্টেট্‌স্‌ বা যুক্তরাজ্য নামে পরিচিত।

ইংরেজ ও ফরাসীদের মধ্যে বরাবরই বিদ্বেষভাবে চলিয়া আসিতেছিল। আমেরিকার ইংরেজেরা যেমন অধিকার স্থাপন করিয়াছিলেন, ফরাসীরাও কোন কোন অঞ্চলে সেইরূপ করিয়াছিলেন। ক্যানাডা প্রদেশ ছিল ফরাসীদের অধিকারে। ইংরেজরা বরাবরই ফরাসীদের হাত হইতে ক্যানাডা দেশটা কাড়িয়া লইবার জন্য চেষ্টা করিতেছিলেন। অবশেষে জেম্‌স্‌ উল্‌ফ নামে একজন তরুণ যুবক ১৭৫৯ খ্রীষ্টাব্দে একদল ইংরেজ-সৈন্য লইয়া ফরাসীদের নিকট হইতে উহা কাড়িয়া লইবার জন্য সেদেশে গিয়াছিলেন। উল্‌ফ্‌ অপূর্ব্ব বীরত্বের সহিত ফরাসীদিগকে পরাজিত করিয়া ক্যানাডা অধিকার করিলেন। উল্‌ফ জয়ী হইলেন বটে, কিন্তু যুদ্ধে তিনি এমন গুরুতর ভাবে আহত হইয়াছিলেন যে যুদ্ধে জয়ী

হইয়াছেন এই সংবাদটুকু পাইয়াই বিজয়-গৌরবে চির-দিনের জন্য নয়ন মুদিত করিলেন। এই ভাবে ক্যানাডা ইংরেজের করতলগত হইল।

এদিকে ফরাসীরা এই পরাজয়ের প্রতিশোধ লইবার জন্য নানারূপ ছল-চাতুরী করিতেছিলেন। তাঁহারা ভার্জিনিয়ার পশ্চিমে ওহিয়োনদীর তীরবর্ত্তী বনভূমির অধিকার লইয়া কলহ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ফরাসীরা বলিলেন—'আমরা সকলের আগে এদেশ আবিষ্কার করিয়াছি, অতএব ভূভাগ আমাদের।' ইংরেজ বলিলেন—'আদিম অধিবাসীদের নিকট হইতে আমরা উহা ক্রয় করিয়াছি, অতএব ইহা আমাদের।' আদিম অধিবাসীরা বলিলেন—'বাপু, তোমাদের কাহারো কথা ঠিক্ নয়, আমরা এদেশের প্রাচীন অধিবাসী, তোমরা ইংরেজ ও ফরাসী উভয়েই নবাগত, অতএব এই ভূমি কাহারও নহে। ইহা আমাদেরই বটে।' এরূপ ক্ষেত্রে কি ফল হয়, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়,—'যার লাঠি তার মাটি।' তিন পক্ষে যুদ্ধ অনিবার্য্য হইয়া উঠিল।

এসময়ে ইংলণ্ড আর এক মুস্কিলে পড়িয়াছিলেন। ঔপনিবেশিকদের রক্ষার জন্য আমেরিকায় একদল ইংরেজ-সৈন্য ছিলেন। কারণ ক্যানাডা ইংরেজরা জিতিয়া লইলেও এবং অন্যান্য অনেক দেশ তাঁহাদের হাতে আসিলেও, ফরাসীদিগকে ইংরেজরা একটু সন্দেহের চক্ষে দেখিতেন। কি জানি পাছে কখন কি বিপদ ঘটাইয়া ফেলে।

ফরাসীরা তখনও ঐ অঞ্চল হইতে সেনানিবাস তুলিয়া লয় নাই। কাজেই পাছে আবার একটা বিভ্রাট বাঁধে এজন্য ইংরেজেরাও তাঁহাদের সৈন্যদল রাখিয়া দিয়াছিলেন। সৈন্যদিগকে বসাইয়া রাখিলে ত আর চলে না, তাহাদের রক্ষা করিতে হইলে ব্যয়-বাহুল্যের প্রয়োজন। এই ব্যয় ভার কে বহন করিবে? পার্লিয়ামেণ্টের কোন কোন সভ্য বলিলেন যে, যখন আমেরিকায় ইংরেজ ঔপনিবেশিকদিগকে শত্রুর হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য সৈন্য রাখা হইয়াছে, তখন এই ব্যয়-ভার ঔপনিবেশিকেরাই বহন করিবেন এবং সেজন্য একটা ট্যাক্স বসান হইবে। পার্লিয়ামেণ্টে এই প্রস্তাব উত্থাপিত হইলে ঔপনিবেশিকেরা বলিলেন—"আমাদের পক্ষের কেহ পার্লিয়ামেণ্টে সভ্য নাই, কাজেই ট্যাক্স বসান উচিত কি অনুচিত সে বিষয়ের আলোচনার কোন অধিকারই আমাদের নাই—এরূপস্থলে আমাদের উপর ট্যাক্স বসান যাইতে পারে না।" পার্লিয়ামেণ্টের অনেক সভ্য তাঁহাদের কথা সঙ্গত মনে করিলেন। তাঁহারাও বলিলেন,—ট্যাক্স বসান ঠিক হইবে না। কিন্তু রাজা ও তাঁহার কয়েকজন মন্ত্রী ট্যাক্স বসানই স্থির করিলেন। চায়ের উপরও একটা ট্যাক্স বসিল। এই ট্যাক্স বসান হইলে ঔপনিবেশিকেরা খুব চটিয়া গেলেন।

১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে কতকগুলি জাহাজ চা বোঝাই হইয়া বোষ্টন-বন্দরে যাইয়া পৌঁছিবা মাত্র কতকগুলি ঔপনিবেশিক আমেরিকার আদিম অধিবাসী রেড্ ইণ্ডিয়ানদের

বেশে সজ্জিত হইয়া জাহাজের উপর হইতে সমুদয় চায়ের বাক্স সমুদ্র-মধ্যে ফেলিয়া দিল।

এই ঘটনার অব্যবহিত পরেই ঔপনিবেশিকদলের সহিত ইংলণ্ডের যুদ্ধ আরম্ভ হইয়া গেল। কয়েক দিন যুদ্ধের পর ইংরেজেরা হারিয়া গেলেন—ঔপনিবেশিকেরা যুদ্ধে সম্পূর্ণ ভাবে জয়লাভ করিলেন। ১১৭৬ খ্রীষ্টাব্দে ঔপনিবেশিক ইংরেজেরা আপনাদিগকে স্বতন্ত্র এবং স্বাধীন বলিয়া ঘোষণা করিলেন। সেই সত্যবাদী বীর জর্জ্জ ওয়াশিংটন খুব সাহসিকতা ও নিপুণতার সহিত সৈন্য-পরিচালনা করিয়া ইংরেজদিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিয়াছিলেন। ফরাসীরাও যুদ্ধে ঔপ-নিবেশিকদের নানা ভাবে সাহায্য করিয়াছিলেন। ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে ইংরেজরাও যুদ্ধ ছাড়িয়া দিয়া—ঔপনিবেশিকদলের স্বাধীনতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন। ইহাই হইতেছে—আমেরিকার স্বাধীনতালাভের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। জর্জ্জ ওয়াশিংটনের জীবনকাহিনীর সঙ্গে সঙ্গে একে একে এই যুদ্ধের আনুপূর্ব্বিক কাহিনীও জানা যাইবে।

জর্জ্জ ওয়াশিংটনের বাল্য জীবন

জর্জ্জ ওয়াশিংটনের পূর্ব্বপুরুষেরা ইংলণ্ডের উত্তরাংশে বাস করিতেন। ওয়াশিংটন-পরিবার রাজভক্ত ছিলেন, এজন্য রাজা চার্লস যখন ক্রমওয়েলের দ্বারা পরাজিত ও অবশেষে চরম দণ্ডে দণ্ডিত হইলেন, তখন জন্ ও লরেন্স ওয়াশিংটন নামক দুই ভাই, রাজার পক্ষপাতী হইয়াছিলেন বলিয়া ক্রমওয়েলের বিষ-নজরে পড়িলেন। এইরূপ অবস্থায় দেশে বাস করিতে হইলে পুনঃ পুনঃ বিপদে পড়িতে হইবে এবং এমন কি জীবনও সংশয়জনক হইতে পারে মনে করিয়া ১৬৫৭ খৃষ্টাব্দে তাহারা ইংলণ্ড পরিত্যাগ করিয়া আমেরিকার অন্তঃপাতী ভার্জ্জিনিয়া প্রদেশে বাস করিতে গমন করিলেন।

ওয়াশিংটন-পরিবার সাধারণ শ্রেণীর ইংরেজ-পরিবারের মত ছিলেন না, দেশে ইঁহাদের বংশ-মর্য্যাদা, মান-সম্ভ্রম, খ্যাতি-প্রতিপত্তি এবং জনসমাজে বিশেষ সমাদরই ছিল। ক্রমওয়েলের ও রাজা চার্লসের মধ্যে যখন কলহ চলিতেছিল, দেশের সেই রাষ্ট্রবিপ্লবের সময়ই তাঁহারা বাধ্য হইয়া দেশত্যাগ করিয়াছিলেন, কারণ তখন ভাই ভাইয়ের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছিল, পিতা পুত্রের বুকের রক্তে তরবারি সিক্ত করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছিলেন।

জর্জ্জ ও লরেন্স দুইভাই এদেশে আসিয়া পটোমাক্ নামক নদীর তীরে কয়েক হাজার বিঘা জমি ক্রয় করিয়া বাস করিতে থাকেন। ক্রমে তাঁহাদের অনেক সন্তান-সন্ততি

জন্মগ্রহণ করিল। জন্ ওয়াশিংটনের পৌত্র অগষ্টিন্ জর্জ্জ ওয়াশিংটনের পিতা। অগষ্টিন্ প্রথমা পত্নীর মৃত্যুর পর দ্বিতীয় বার দারপরিগ্রহ করিয়াছিলেন। প্রথমা পত্নীর গর্ভে তাঁহার তিনপুত্র ও এক কন্যা জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। তাহাদের মধ্যে পুত্র লরেন্স উত্তর কালে খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। দ্বিতীয়া পত্নীর গর্ভে অগষ্টিনের পাঁচটি পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। জর্জ্জ ওয়াশিংটনই সর্ব্ব-জ্যেষ্ঠ। ১৭৩২ খৃষ্টাব্দের ২২ শে ফেব্রুয়ারী তাঁহার জন্ম হইয়াছিল।

জর্জ্জের জন্মকালে অগষ্টিন্ রাপাহ নামক নদীর তীরে কিছু ভূ-সম্পত্তি ক্রয় করিয়া তথায় বাস করিতেছিলেন। তখন আমেরিকায় মাত্র নূতন শ্বেতাঙ্গ-উপনিবেশ স্থাপিত হইয়াছে, কাজেই জমির মূল্য অতি সামান্যই ছিল। তারপর সে সকল স্থানে লোকজনের বসতি না থাকায় অধিকাংশ স্থানই ছিল জঙ্গলাকীর্ণ। আদিম অধিবাসীদের সহিত কলহও একটা নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনার মধ্যেই ছিল, এজন্য অতি সুলভে প্রচুর পরিমাণে জমি পাওয়া যাইত। এসকল কারণে প্রথম যাঁহারা এদেশে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের জীবন এক দিকে যেমন নানা প্রকারে বিপদসঙ্কুল ছিল, তেমনি কৃষি-আবাদ করিয়া সে সকল উর্ব্বর ভূমিখণ্ডে প্রচুর পরিমাণে শস্য উৎপন্ন করিতেন। এজন্য তাহাদের মোটা ভাত মোটা কাপড় ও পানভোজনের কোনরূপ অভাব-অভিযোগ ছিল না। এই সকল ঔপনিবেশিকেরা অত্যন্ত অতিথিসেবক

ছিলেন! যে অতিথি আসিত তাহাকেই সাদরে বরণ করিয়া লইতেন, কোন অতিথি কোন দিন তাহাদের নিকট হইতে ভগ্ন-মনোরথ হইয়া ফিরিত না। বিপদ ছিল ঐ আদিম অধিবাসী-দিগকে লইয়া—কারণ চারিদিক বেড়িয়া ধূসর গিরিশ্রেণী, বনাকীর্ণভূমি, মাঝে মাঝে ঔপনিবেশিকদের দ্বারা পরিস্কৃত কৃষি-ভূমি!। গভীর রাত্রিতে হয় ত ঔপনিবেশিকেরা স্ত্রী-পুত্র-পরিবার সহ আরামে নিদ্রা গিয়াছেন, এমন সময়ে আদিম অধিবাসীরা সম্পূর্ণ অতর্কিত ভাবে আসিয়া আক্রমণ করিয়া হয় ত কোন পরিবারের স্ত্রী-পুরুষ সকলকেই নিহত করিয়া চলিয়া গেল। এইরূপ বিভীষিকার মধ্য দিয়া সেকালের ঔপনিবেশিক দলের জীবন অতিবাহিত করিতে হইত।

পিতামাতার চরিত্র-প্রভাবেই সন্তানের চরিত্র গড়িয়া উঠে। পিতা-মাতা যদি বিদ্বান্, বুদ্ধিমান্, চরিত্রবান্ এবং নিঃস্বার্থপরায়ণ হন ও ঈশ্বর-বিশ্বাসী হন, তাহা হইলে সেই আদর্শে সন্তানের চরিত্রও ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠে। জর্জ্জের পিতামাতা কর্ত্তব্যনিষ্ঠ, ধার্ম্মিক এবং চরিত্রবান্ ছিলেন, সর্ব্বোপরি তাঁহাদের দূরদৃষ্টি এবং ঈশ্বরে বিশ্বাস ছিল অসাধারণ। কি ভাবে তাঁহারা জর্জ্জের চরিত্র গঠন করিয়াছিলেন, এখানে তাহার কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিতেছি।

একদিন শরৎকালে পিতা অগষ্টিন্ জর্জ্জকে লইয়া নিকটবর্ত্তী আতার বাগানে বেড়াইতে গেলেন। জর্জ্জের হৃদয় আনন্দে ভরিয়া গেল। দেখিলেন বাগানে অসংখ্য আতার গাছ; প্রত্যেক গাছে

আতা ফলিয়া আছে। গাছের তলায়ও রাশি রাশি আতা পড়িয়া আছে। তাঁহার ঐ অতটুকু বয়সে কোন দিন কোথাও এত আতার গাছ ও রাশি রাশি এত আতা পড়িয়া থাকিতে দেখেন নাই, বালক মনের আনন্দে আতা কুড়াইয়া খাইতে আরম্ভ করিলেন। এইবার অগষ্টিন্ বলিলেন—"জর্জ্জ, গত বৎসর আমাদের একজন আত্মীয় তোমাকে একটী বড় আতা খাইতে দিয়াছিলেন, তুমি সেই আতাটি একাই খাইবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়াছিলে, তুমি অতি অনিচ্ছায় আমার ভয়ে উহার অতি সামান্য অংশ তোমার ভ্রাতা ও ভগ্নীদিগকে খাইতে দিয়াছিলে। সে সময়ে আমি তোমাকে বলিয়াছিলাম, 'যদি তুমি আমার কথা শোন, তাহা হইলে ঈশ্বর আগামী বৎসর তোমাকে পুরস্কারস্বরূপ প্রচুর আতা দিবেন।' এখন দেখ, গাছে গাছে কত আতা ফলিয়াছে, আর বৃক্ষতলায়ই বা কত আতা পড়িয়া আছে, তোমার সাধ্য নাই যে তুমি সারাজীবন বসিয়া খাইলেও এত আতা খাইয়া শেষ করিতে পার।"

বালক জর্জ্জ পিতার কথায় লজ্জিত হইয়া কহিলেন—"বাবা, আমি জীবনে কোন দিন আর ঐরূপ স্বার্থপর হইব না।" পিতা এইরূপ কৌশলে স্বার্থপরায়ণতা যে অতি বড় হীনতা সে বিষয়ে পুত্রকে শিক্ষা দিলেন।

পৃথিবীর সকল জিনিষই যে ঈশ্বরের সৃষ্টি—ঈশ্বরের করুণা ব্যতীত কিছুই হইতে পারেনা এ বিষয়েও তিনি কিরূপ কৌশলের সহিত পুত্রকে শিক্ষাদান করিয়াছিলেন সেই গল্পটি বলিতেছি।

একদিন বসন্তকালে অগষ্টিন্ উদ্যানের এক পার্শে ভূমি-কর্ষণ করিয়া তন্মধ্যে যষ্টি-দ্বারা "জর্জ্জ ওয়াশিংটন" এই কয়েকটি কথা অঙ্কিত করিয়াছিলেন এবং চিহ্নগুলির উপর কফির বীজ ছড়াইয়া মাটি দিয়া ঢাকিয়া রাখিয়াছিলেন। যথা কালে বীজ অঙ্কুরিত হইল। জর্জ্জ একদিন উদ্যানে গিয়া দেখিতে পাইলেন, কে যেন সুন্দর সুন্দর হরিদ্রাক্ষরে "জর্জ্জ ওয়াশিংটন" এই দুইটি শব্দ লিখিয়া রাখিয়াছে। তিনি অতিমাত্র বিস্মিত হইয়া পিতার নিকট দৌড়াইয়া গেলেন এবং বলিলেন, "বাবা, দেখে যাও, কি অদ্ভুত ব্যাপার!" অগষ্টিন্, ব্যাপার কি, বুঝিতে পারিলেন এবং পুত্রের সহিত উদ্যানে উপস্থিত হইলেন। জর্জ্জ কহিলেন "বাবা! তুমি আর কখনও এরূপ আশ্চর্য্য কাণ্ড দেখিয়াছ কি? এ কে লিখিল বাবা?"

"কেন? গাছগুলি ওখানে ঐ ভাবেই জন্মিয়াছে।"

"না বাবা, কেহ নিশ্চয়ই উহাদিগকে ঐ ভাবে সাজাইয়া রাখিয়াছে।"

"তবে কি তুমি মনে কর যে, ওগুলি আপনা হইতে ঐ ভাবে জন্মে নাই?"

"না, তাহা কখনই হইতে পারে না; দেখ না, অক্ষরগুলি কিরূপ সুন্দর ভাবে সজ্জিত; যেটির পর যেটি হইবে, সেটি ঠিক্ সেইভাবে বসিয়াছে, মাত্রায় পর্য্যন্ত ব্যতিক্রম হয় নাই; ইহাও কি আপনা হইতে ঘটিতে পারে? বাবা, তুমি কি ইহা লিখিয়া রাখিয়াছ?"

"হাঁ জর্জ্জ, তুমি ঠিক বুঝিয়াছ; আমি তোমাকে একটী উপদেশ দিবার নিমিত্ত এইরূপ করিয়াছি। দেখ, যখন তোমার নামের অক্ষর কয়েকটিও আপনা হইতে এরূপ ভাবে সজ্জিত হইতে পারে না, তখন জগতের লক্ষ লক্ষ পদার্থ, —আকাশে চন্দ্র, সূর্য্য ও নক্ষত্রগণ, পৃথিবীতে জল-বায়ু, নদ-নদী, ভূচর, খেচর ও জলচর জন্তু-সমুহ কিরূপে যথাস্থানে সজ্জিত হইল? কে আমাদিগকে দেখিবার জন্য চক্ষু, শুনিবার জন্য কর্ণ, আঘ্রাণ পাইবার জন্য নাসিকা, খাইবার জন্য মুখ, চিবাইবার জন্য দন্ত, কাজ করিবার জন্য হস্ত, চলিবার জন্য পদ, ভাবিবার জন্য মন, স্নেহ করিবার জন্য মাতাপিতা, ভালবাসিবার জন্য ভ্রাতাভগিনী দিয়াছেন? আমরা দিনের বেলায় আলোক পাইয়া প্রফুল্ল হই, রাত্রিকালে অন্ধকারে বিশ্রাম ভোগ করি। জলে পিপাসা শান্তি করে, অগ্নিতে উত্তাপ দেয়—এসমস্ত কে সৃষ্টি করিয়াছেন? তুমি কি বিবেচনা কর যে, এই সমস্ত পদার্থ আপনা হইতেই তোমার ইচ্ছা ও অভাব পূর্ণ করিতেছে?" জর্জ্জকে আর বলিতে হইল না, তিনি তখনই উত্তর দিলেন, "না বাবা, এসমস্ত কখনই আপনা হইতে হয় নাই। ঈশ্বর সকল পদার্থের সৃষ্টিকর্ত্তা। আমরা যাহা কিছু ভোগ করি, সমস্তই সেই দয়াময়ের দান।"

এইভাবে ওয়াশিংটনের বাল্য-চরিত্র গঠিত হইয়াছিল। জর্জ্জ যে সময় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন সে সময়ে আমেরিকায় উচ্চশিক্ষার কোনও বিধান ছিল না, ছেলেদিগকে উচ্চশিক্ষা দিতে হইলে ইংলণ্ডে প্রেরণ করিতে হইত। জর্জ্জের বৈমাত্রেয় ভাই

লরেন্স ইংলণ্ড হইতে শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন—অগষ্টিন্ জর্জ্জকে শিক্ষা দেওয়ার এইরূপ ব্যয়সাধ্য ব্যাপার সম্ভব হইবে কি না তাহা বিশেষ সন্দেহজনক বিবেচনা করিয়া তাহাকে স্থানীয় পাঠশালায় ভর্ত্তি করিয়া দিয়াছিলেন। জর্জ্জ যে সময়ে পাঠশালায় ভর্ত্তি হইলেন, তখন তাঁহার বয়স ছিল মাত্র ছয় বৎসর। এ বিদ্যালয়ের গুরুমহাশয়ের জ্ঞান তেমন বিশেষ না থাকিলেও চরিত্র-গঠন যে বাল্য জীবনের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় এবিষয়ে তাঁহার বিশেষ লক্ষ্য ছিল। মাষ্টার মহাশয় পূর্ব্বে সৈনিকবিভাগে কাজ করিতেন, একবার একটা কামানের গোলা লাগিয়া তাহার একটী পা উড়িয়া যাওয়ায় যখন একেবারে কার্য্যে অক্ষম হইয়া পড়িলেন, তখন তিনি একটি বিদ্যালয় খুলিয়া বসিয়াছিলেন।

জর্জ্জ গুরুমহাশয়কে অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিতেন। এক দিকে যেমন তাঁহার চরিত্র-গঠনের দিকে বিশেষ লক্ষ্য ছিল, তেমনি বালকগণের হাতের লেখা যাহাতে সুন্দর হয় সেদিকেও তিনি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতেন। জর্জ্জও অতি সুন্দর ভাবে লিখিতে শিখিলেন, তাঁহার হস্তাক্ষর মুক্তার ন্যায় সুন্দর হইল। পড়ার দিকেও তাঁহার অসাধারণ মনোযোগ ও একাগ্রতা ছিল। জর্জ্জের এই গুরুমহাশয়ের নাম ছিল হবি। গুরুমহাশয় যেমন জর্জ্জকে ভালবাসিতেন, জর্জ্জও তেমনি তাঁহাকে শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিতেন। বাড়ীতে সন্ধ্যার সময় পিতা গ্রীস, রুস, ইংলণ্ড ও সুইট্জ্‌ল্যাণ্ডের বিবিধ ইতিহাসের কাহিনী ছেলের নিকট মুখে মুখে বলিয়া যাইতেন। পিতার নিকট ঐ সকল বীর-কাহিনী

শুনিয়া তাঁহার হৃদয় আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিত, শৈশবের কল্পনানেত্রে রণক্ষেত্রের বিচিত্র ছবি ফুটিয়া উঠিত। জর্জ্জ যেমন পড়াশুনায় ভাল ছিলেন, তেমান তাঁহার চরিত্রও অতি সুন্দর ছিল, সহপাঠীরা তাঁহাকে প্রাণপ্রিয়তম ভাবে ভালবাসিতেন।

বালক জর্জ্জের সত্যবাদিতা, ক্রীড়া-কৌতুক প্রভৃতি সকল বিষয়েই অসাধারণ অনুরাগ ছিল। ব্যায়াম করিয়া তাঁহার শরীর সুশ্রী ও সবল হইয়াছিল। জর্জ্জের বয়স যখন আট বৎসর, তখন কারিব সাগরের দ্বীপপুঞ্জ লইয়া স্পেনদেশীয় লোকদের সহিত ইংরেজদের বিবাদ হয়। আমেরিকার এই ঔপনিবেশিকেরা ইংরেজদিগকে সাহায্য করিবার জন্য কয়েক দল সৈন্য গঠন করিয়াছিলেন। কিন্তু যাঁহারা সৈন্যদলভুক্ত হইলেন, তাঁহাদের অনেকেই যুদ্ধ কি তাহা ভাল করিয়া জানিতেন না। এজন্য এসকল নবগৃহীত ব্যক্তিদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য সৈনিক বিদ্যালয় গঠিত হইয়াছিল, প্রতি পল্লীতে পল্লীতে এ সকল সৈনিকদিগকে শিক্ষা দেওয়া হইত। বালক জর্জ্জ এ সকল সৈনিকদের যুদ্ধ-সজ্জা, পরিচ্ছদ, ও সামরিক প্রথার তালে তালে তাঁহাদের পদক্ষেপ প্রভৃতি দেখিয়া বিস্মিত ও বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন, তাঁহারও সৈনিক হইবার বাসনা উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিত। বৈমাত্রেয় ভ্রাতা লরেন্স যে ইংলণ্ড হইতে শিক্ষালাভ করিয়া আসিয়াছিলেন, সেকথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এই সময়ে লরেন্স এক সেনাদলে উচ্চপদ লাভ করিয়া যুদ্ধ করিতে চলিয়া গেলেন। আর জর্জ্জ কি করিলেন? তিনি তাহার সহপাঠী বন্ধুদিগকে লইয়া দুইটা

দল করিলেন। একদল হইল স্পেনিয়ার্ড, অপর দল হইল ইংরেজ; এই ভাবে দুই দলে স্কুলের সম্মুখস্থ খোলা মাঠের মধ্যে যুদ্ধ-কলহ করিত।

লরেন্স যখন যুদ্ধ হইতে ফিরিয়া আসিলেন, তখন তাহার মুখে যুদ্ধের নানা কৌতূহলোদ্দীপক গল্প শুনিয়া জর্জ্জের যুদ্ধ-বিদ্যার প্রতি যথেষ্ট অনুরাগ বৃদ্ধি পাইল। জর্জ্জ মাত্র পাঁচবৎসরকাল গ্রাম্য বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন, এ সময়ে তাঁহার পিতা অগষ্টিনের মৃত্যু হয়। পিতা অগষ্টিন মৃত্যুর পূর্ব্বে উইল করিয়া তাঁহার সমুদয় সম্পত্তি পুত্রদের মধ্যে ভাগ করিয়া দিয়াছিলেন। এই বিভাগ অনুসারে রূপাহা নামক নদীর তীরবর্ত্তী তালুক জর্জ্জের হইল। জর্জ্জ এবং তাহার ভ্রাতারা এ সময়ে নাবালক ছিলেন বলিয়া জননীই সমুদয় সম্পত্তির তত্ত্বাবধান করিতেন। লরেন্স কটোমাক্ নদীর তীরেই বাস করিতে লাগিলেন এবং ঐ সম্পত্তি তাঁহার প্রভুর নামানুসারে রাখিলেন "ভার্ণন শৈল।"

এ সময়ে জর্জ্জের বয়স হইয়াছিল একাদশ বৎসর। এইবার জর্জ্জ উইলিয়ম সাহেব নামক অপর একজন বিচক্ষণ শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে শিক্ষা লাভ করিতে লাগিলেন। উইলিয়ম সাহেবের তত্ত্বাবধানে জর্জ্জ পাটিগণিত, জরিপ ও নক্সা প্রভৃতি প্রস্তুত বিষয়ে শিক্ষালাভ করেন। জর্জ্জ এ সময়ে ভবিষ্যৎ জীবনে যে সকল বৈষয়িক ব্যাপারে জ্ঞানলাভ প্রয়োজন, সে সকল বিষয়ে শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। কি ভাবে চলিলে সমাজে বরণীয় হইতে পারা যায় এ সময় হইতেই তিনি সে সকল বিষয়ে মনোযোগী ছিলেন। চরিত্র-

গঠন সম্বন্ধে তাঁহার অসাধারণ দৃষ্টি ছিল। জর্জ্জের বয়স যখন ষোল বৎসর তখন তিনি এ বিদ্যালয়েরও সংস্রব পরিত্যাগ করিলেন, কারণ এখানে শিখিবার মত যাহা ছিল, সে সমুদয়ই তিনি আয়ত্ত করিয়া ফেলিয়াছিলেন। এই বিদ্যালয়টি হবি সাহেবের পাঠশালা হইতে একটু উচ্চাঙ্গের ব্যতীত আর কিছুই ছিল না।

উইলিয়ম সাহেবের বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়া জর্জ্জ ভার্ণন শলে লরেন্সের নিকট জরিপ ও গণিত সম্বন্ধে বিশেষরূপ ব্যুৎপন্ন হইলেন। এখানে থাকিবার সময় সৈনিক-বিভাগে প্রবেশ করিবার বাসনা তাহারা বিশেষরূপ বলবৎ হইয়া উঠিয়াছিল। লরেন্সের ভূতপূর্ব্ব বন্ধুগণ—(ইহাদের অধিকাংশই যুদ্ধকার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন) মাঝে মাঝে যখন লরেন্সের গৃহে আসিয়া আতিথ্য গ্রহণ করিতেন, যুদ্ধসংক্রান্ত নানা বিষয় আলোচনা করিতেন, অতীত জীবনে তাহারা কিরূপ সাহসিকতার সহিত রণ-রঙ্গে জীবন কাটাইয়াছেন সে সকল গল্প করিতেন, জর্জ্জ সেখানে গল্প শুনিতে শুনিতে একেবারে তন্ময় হইয়া যাইতেন, তাঁহার প্রাণেও রণ-রঙ্গে ঝাঁপ দিবার জন্য আকুল আগ্রহ জন্মিত। জর্জ্জ একদিন লরেন্সকে বলিলেন—"দাদা, আমি সৈনিকবৃত্তি গ্রহণ করিব।" লরেন্সও তাঁহাকে উৎসাহিত করিয়া বলিলেন "বেশ কথা জর্জ্জ"। লরেন্সের চেষ্টা ও যত্নে এসময় জর্জ্জ ইংলণ্ডের রাজার রণতরী-বিভাগের একটী পদে নিযুক্ত হইলেন।

জননী মেরী জর্জ্জের এই কার্য্য গ্রহণ সম্বন্ধে প্রথমে আপত্তি

করিয়াছিলেন। তাঁহার আপত্তির কারণ এই ছিল যে সৈনিক বিভাগে কার্য্য-গ্রহণ করিলে অতি অল্প লোকই চরিত্র ঠিক্ রাখিতে পারে, নানা রূপ কুসংসর্গে মিশিয়া চরিত্র হারাইয়া ফেলে, কিন্তু অবশেষে পুত্রদ্বয়ের একান্ত আগ্রহ দেখিয়া আর কোনরূপ আপত্তি করেন নাই। কিন্তু যখন যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া প্রয়োজনীয় জিনিষপত্রাদি ক্রয় করিয়া জর্জ্জ জননীর নিকট বিদায় গ্রহণ করিবার জন্য উপস্থিত হইলেন, তখন স্নেহময়ী জননী আর আত্মসংবরণ করিতে পারিলেন না, তিনি কাতর কণ্ঠে বলিলেন—"বাবা জর্জ্জ, যদি তুই তোর জননীকে জীবিত দেখিতে চাস্, তাহা হইলে এই চাকরী এক্ষুণি পরিত্যাগ কর।" স্নেহময় জননীর করুণ ক্রন্দনে জর্জ্জের হৃদয় বিগলিত হইল, জর্জ্জও কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন "মা, তোমার প্রাণে যাহাতে ব্যথা লাগে এমন কার্য্য আমি কখনই করিব না।" এইরূপ বলিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ সে কার্য্য পরিত্যাগ করিলেন।

আবার কিছুদিন পরেই জর্জ্জের রণরঙ্গে মাতিবার সময় উপস্থিত হইল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে ফরাসী ও ইংরেজদের মধ্যে একেবারেই সদ্ভাব ছিল না। ইংরেজদের এই আমেরিকান উপনিবেশের অধিকার লইয়া ফরাসী জাতির সহিত যুদ্ধ বাধিল। এ সময়ে ইংরেজ শাসন-কর্ত্তারা উপনিবেশ-বাসীদের সৈন্য-সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। দেশের রক্ষার জন্য ফরাসীদের যাহাতে পদানত হইতে হয় সেজন্য উপনিবেশবাসী প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ দেশের নানা স্থানে ঘুরিয়া ঘুরিয়া সৈন্য

সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ওয়াশিংটন এ সময়ে সৈন্যদলে প্রবিষ্ট হইলেন। জননী মেরী এবার আর কোন প্রতিবাদ করিলেন না। তিনি বলিলেন, "জর্জ্জ, দেশের জন্য এইবার তুমি সৈনিকবৃত্তি গ্রহণ করিতেছ, এ সময়ে আমি তোমাকে বাধা দিব না। যাও বৎস! ঈশ্বরের মঙ্গল বিধান পূর্ণ হউক।"

তারপর ওয়াশিংটন যখন উপনিবেশ-সমূহ ইংলণ্ডের অধীনতা হইতে মুক্ত করিয়া স্বাধীন করিলেন, যখন আমেরিকার সর্ব্বত্র তাঁহার যশ পরিব্যাপ্ত—যখন পৃথিবীর সর্ব্বত্র তাঁহার গুণকাহিনী প্রচারিত, সে সময়েও যদি কেহ ওয়াশিংটনের জননী মেরীর নিকট পুত্রের গুণানুকীর্ত্তন করিত, তাহা হইলে তিনি বলিতেন— "ঈশ্বরের মঙ্গল ইচ্ছাই সংসাধিত হইয়াছে। আমি শুধু চেষ্টা করিয়াছিলাম জর্জ্জকে মানুষ করিতে, চরিত্রবান্ করিতে, ঈশ্বর যে আমার সেই ইচ্ছা পূর্ণ করিয়াছেন এজন্য আমি তাঁহার চরণে কোটি কোটি বার কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। জর্জ্জ তাহার কর্ত্তব্য পালন করিয়াছে এই মাত্র। কর্ত্তব্যই ধর্ম্ম,সে যে তাহার কর্ত্তব্য পালন করিতে পারিয়াছে, এজন্য আমি তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিলাম।"

জর্জ্জের জননী মেরীর বয়স যখন তিরাশী বৎসর, তখন জর্জ্জ ওয়াশিংটন জনসাধারণ কর্ত্তৃক সম্মিলিত রাজ্য-সমূহের সভাপতির পদে বরিত হইয়াছিলেন। এ সময়ে জননী পীড়িতা ছিলেন, জর্জ্জ এমনি মাতৃভক্ত ছিলেন যে তিনি পীড়িতা জননীকে পরিত্যাগ করিয়া যুক্তরাজ্যের সভাপতির পদ গ্রহণ করিতে পর্য্যন্ত অস্বীকৃত হইয়াছিলেন। জর্জ্জের জননী মেরী সে সময়ে

পুত্রকে বলিয়াছিলেন—"বাবা, আজ তুমি দেশের কার্য্যের জন্য আহুত হইয়াছ, আজ দেশ তোমাকে চাহিতেছে, এরূপ স্থলে আমি তোমাকে কোন রূপেই আমার সেবা এবং সুখ-সুবিধার জন্য গৃহে আবদ্ধ করিয়া রাখিব না। আমার জীবন ফুরাইয়া আসিয়াছে, হয়ত আমি আর বাঁচিব না,—তুমি ফিরিয়া আসিয়া আমাকে বোধ হয় দেখিতে পাইবে না, তবু আমি দেশের কল্যাণের দিকে চাহিয়া সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট চিত্তে তোমাকে এই গুরুদায়িত্বপূর্ণ পদ গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিতেছি। আমি তোমাকে সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট চিত্তে দেশের কার্য্যে আত্মশক্তি নিয়োগ করিতে বলিতেছি। আমি আশীর্ব্বাদ করি তুমি সর্ব্বতোভাবে জয়যুক্ত হও।" এ সময়ে জর্জ্জ ওয়াশিংটনের বয়স হইয়াছিল প্রায় ষাট বৎসর। জননীর নিকট হইতে এইভাবে আদেশ গ্রহণ করিয়া তবে তিনি সভাপতির পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

জর্জ্জ ওয়াশিংটনের জননী পুত্রকে বিদায় দিবার পর অতি অল্পদিনই জীবিত ছিলেন। নিউ ইয়র্ক নগরে তাঁহার সমাধিস্তম্ভ বিরাজিত—সেই সমাধি-স্তম্ভের পাদপীঠে শুধু লিখিত আছে —ওয়াশিংটনের মাতা মেরী। জনক-জননীর শিক্ষার প্রভাব যে সন্তানের উপর কতখানি বিস্তার করে, তাহা ওয়াশিংটনের চরিত্রানুশীলন করিলেই সুস্পষ্ট অনুভূত হয়।

ওয়াশিংটনের যোদ্ধৃ জীবন

জর্জ্জের জীবন-কাহিনীর সহিত আমেরিকার স্বাধীনতার যুদ্ধের কাহিনী সংশ্লিষ্ট। জর্জ্জের জীবনের ইতিহাসের সহিত কেমন করিয়া ধীরে ধীরে আমেরিকার স্বাধীনতার সংগ্রাম ঘনীভূত হইয়া উঠিয়াছিল এখানে একে একে সেই কথা বলিব।

জর্জ্জের মা মেরীর ইচ্ছা ছিল যে জর্জ্জ বাড়ী থাকিয়া কৃষি-কার্য্যে দক্ষতা লাভ করিয়া বিষয়-কার্য্যেই মনোনিবেশ করেন। কিন্তু ভ্রাতা লরেন্স এই মতের পক্ষপাতী ছিলেন না, কি জানি কোন্ ভবিষ্যৎ দৃষ্টি প্রভাবে তাঁহার মনে হইয়াছিল যে জর্জ্জ একজন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হইবে। জর্জ্জ পিতার ব্যবসা অবলম্বন করিয়া জীবনাতিবাহিত করে লরেন্স একেবারেই সে মতের পক্ষপাতী ছিলেন না। লরেন্স মাতাকে বুঝাইয়া বলিলেন —জর্জ্জকে দেখিয়া তাঁহার রীতি-নীতি ও লক্ষণ দেখিয়া মনে হয় যে জর্জ্জ একজন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হইবে। মাতা মেরীকে লরেন্স এই বিষয় বিশেষ ভাবে বুঝাইয়া দিলে পর তিনি আর কোনও বাধা দিলেন না। লরেন্স জর্জ্জকে তাঁহার গৃহে লইয়া যাইয়া যথোপযুক্ত ভাবে শিক্ষাদান করিতে লাগিলেন।

লরেন্স জর্জ্জের শিক্ষার বেশ সুবন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। গণিত, ইতিহাস, প্রভৃতি বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গে অস্ত্র-চালনা, বৃহ-

রচনা প্রভৃতি সামরিক বিধান-সমূহের শিক্ষা দেওয়ার জন্য মিউক্ ও ব্রাস্ নামক লরেন্স তাঁহার দুইজন বন্ধুকে নিযুক্ত করিয়া ছিলেন। লরেন্সের মনে আগাগোড়াই ইচ্ছা ছিল যে জর্জ্জ রণ-ক্ষেত্রে যাইয়া যশ অর্জ্জন করেন, এজন্যই তাঁহাকে রণশিক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন। এসময়ে জর্জ্জের পুস্তক-সমূহ পড়িবার ব্যবস্থা-করা হইয়াছিল, তাহার ফলে ঐ সকল গ্রন্থ পাঠ করিয়া ওয়াশিংটন যুদ্ধ বিষয়ে অনুরাগী ও উৎসাহী হইয়াছিলেন। যুদ্ধ-সংক্রান্ত অনেক বিষয়ে তিনি এসকল গ্রন্থ পাঠ করিয়া অসাধারণ জ্ঞানার্জ্জন করিয়াছিলেন। লরেন্স নিজে ভ্রাতাকে গণিত, ইতিহাস প্রভৃতি শিক্ষা দিয়াছিলেন।

লরেন্সের শ্বশুর উইলিয়ম ফেয়ারফক্স একজন বিখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন। ইংলণ্ডের বিখ্যাত ফেয়ারফক্স পরিবার উইলিয়মের আত্মীয় ছিলেন। এই ফেয়ারফক্স পরিবার বেশ সুশিক্ষিত ও সুরুচিসম্পন্ন ছিলেন। জর্জ্জকে লরেন্স এসময়ে এই পরিবারের সহিত পরিচিত করিয়া দেন। এই পরিবারের সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয়ে জর্জ্জ ভদ্র ও শিক্ষিত সমাজের রীতি-নীতিতে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া অল্প দিনের মধ্যেই বেশ সামাজিক লোক হইয়া উঠিয়া ছিলেন। তাঁহার কথাবার্ত্তা ও আচার-ব্যবহারে যে গ্রাম্য ভাবটুকু ছিল তাহা দূর হইয়া গেল।

এ সময়ে এই পরিবারের আত্মীয় লর্ড ফেয়ারফক্সের সঙ্গে ওয়াশিংটনের আলাপ-পরিচয় হয়। লর্ড ফেয়ারফক্স সর্ব্ববিষয়েই দক্ষব্যক্তি ছিলেন। একদিকে যেমন বিদ্যাচর্চ্চা, ব্যায়াম,

অশ্বারোহণ, মৃগয়া, প্রভৃতি নির্দ্দোষ আমোদ-প্রমোদে তিনি বিশেষ অনুরাগী ছিলেন, তেমনি গুণীজনের সমাদর করিতেও জানিতেন। লর্ড ফেয়ারফক্স জর্জ্জওয়াশিংটনের বিদ্যানুরাগ, বিনয়পূর্ণ ব্যবহার, অশ্বারোহণ-পটুত্ব প্রভৃতি দেখিয়া তাঁহাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতে লাগিলেন।

লর্ড ফেয়ারফক্সের ভার্জিনিয়াতে প্রকাণ্ড জমিদারী ছিল। এই জমিদারীর অধিকাংশই নিবিড় বনে সমাচ্ছন্ন ছিল। সে বনভূমিতে বিবিধ হিংস্রজন্তু এবং আদীম নিবাসীরা (রেড্-ইণ্ডিয়ান্‌রা) বাস করিতেন। কাজেই সেই বনভূমি জনহীন অবস্থায় পড়িয়াছিল। এই বিস্তৃত ভূভাগের কোনও নির্দ্দিষ্ট পরিমাপ ছিল না বা কেহ ইহাতে কৃষিকার্য্যও করে নাই। মাঝে মাঝে দুই একজন দরিদ্র শ্বেতাঙ্গ ঔপনিবেশিক গোপনে বনভূমির মধ্যে বাস করিতেন, কিন্তু তাঁহারা ভূস্বামীকে কোনরূপ কর দিতেন না। আবার এদিকে ফরাসীরাও এই অঞ্চলে আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা করিতেছিল। ওয়াশিংটন জরিপ করিতে জানেন, লর্ড ফেয়ারফক্স তাহা জানিতেন, কাজেই তিনি জর্জ্জ ওয়াশিংটনকে এই বন-বিভাগের জরিপের কার্য্যে নিযুক্ত করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। এ বিষয়ে লরেন্স ও মেরীর মত জিজ্ঞাসা করা হইলে তাঁহারাও কোন আপত্তি করিলেন না, কাজেই আমিনীর পদ গ্রহণ করিয়া কতিপয় অনুচরসহ ওয়াশিংটন দুর্গম বনভূমিতে প্রবেশ করিলেন।

জর্জ্জ জমি-জরিপের কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া দেখিলেন যে তিনি

অতি ভীষণ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। দুর্গম বন, হিংস্রজন্তু পরিপূর্ণ, তারপর ভূমি সর্ব্বত্র সমতল নহে, বৃষ্টি হইলে বনপথ এমনি দুর্গম হইয়া উঠিত যে সে পথে কাহারও চলিবার ক্ষমতা পর্য্যন্ত ছিল না। তারপর শীতের প্রকোপেও অসহ্য ক্লেশে ভুগিতে হইত, কত দিন অনিদ্রায় যে দিন অতিবাহিত হইয়াছে তাহার সংখ্যা ছিল না। একদিন তিনি তৃণশয্যায় শুইয়াছিলেন, এমন সময় উহাতে আগুন লাগিয়া গেল। একজন আদিম অধিবাসী-সঙ্গী 'আগুন আগুন' বলিয়া চীৎকার করিয়া তাঁহাকে জাগাইয়া না দিলে হয়ত তিনি সেখানে জীবন্ত অবস্থায়ই দগ্ধ হইতেন।

এইরূপ বিবিধ ক্লেশ স্বীকার করিয়া ওয়াশিংটন লড ফেয়ার-ফক্সের বিস্তীর্ণ জমিদারীর অতি সুন্দর চিঠা প্রস্তুত করিয়া দিলেন। তাঁহার প্রস্তুত নক্সা দেখিয়া সকলেই ভূমির দোষগুণ সহজে বুঝিতে পারিল এবং কোন্ অংশের মূল্য কিরূপ হইবে তাহার মীমাংসাও অতি সহজেই হইয়া গেল।

ওয়াশিংটনের এই জরিপের প্রশংসা ভার্জ্জিনিয়া প্রদেশে শাসনকর্ত্তাদের কাণে গেল, তাঁহারা তাঁহাকে রাজকীয় আমিনের পদে নিযুক্ত করিলেন। তিনি এরূপ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ভাবে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে কাজ করিতেন যে, যে কোন জমির স্বত্ব ও সীমানা লইয়া তর্ক বাধিলে ওয়াশিংটনের চিঠা দ্বারা তাহার মীমাংসা হইত। এই আমিনের কষ্টসাধ্য কার্য্য করার ফলে ওয়াশিংটনের বিশেষ উপকার হইয়াছিল।

উড্রো উইলসন
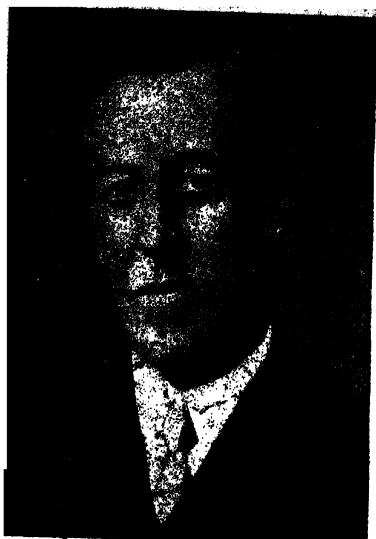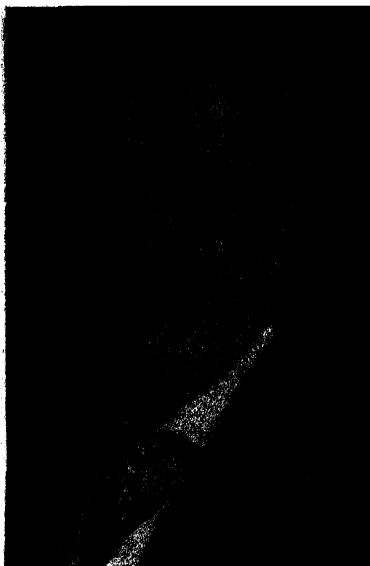
থিওডর রুসভেল্ট (প্রৌঢ় বয়সে)

ওয়াশিংটন স্বভাবতঃই বেশ সরল ও বলশালী ছিলেন। পরিশ্রমে আরও সুস্থ ও শক্তিবান্ হইয়া উঠিলেন। জরিপের কাজ করিয়া তাঁহার দৃষ্টিশক্তি এরূপ প্রখর হইয়াছিল যে অনেক সময় একবার মাত্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াই বলিয়া দিতে পারিতেন কোন্ পাহাড়টা কত দূরে অবস্থিত এবং উহার উচ্চতা কত, নদীটা কত বড় চওড়া। ভবিষ্যতে যিনি যুক্তরাজ্যের সেনাপতি রূপে দেশের অশেষ কল্যাণ সাধন করিবেন, তাঁহার পক্ষে যে এ সমস্ত বিষয়ে শিক্ষালাভ কতদূর কল্যাণকর হইয়াছিল, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়।

ওয়াশিংটনের চরিত্র-মহাত্ম্য ও পরহিতৈষিতা যে কত বড় ছিল, এই আমিণী ব্যাপারে যখন তিনি নিযুক্ত ছিলেন, তখনকার একটী ঘটনায় তাহা পরিস্ফুট হইয়াছিল। একদিন তিনি নদীর তীরে জরিপ করিতেছেন, এমন সময় কিছু দূরে একজন স্ত্রীলোক কাঁদিতেছিলেন। স্ত্রীলোকটি কেন কাঁদিতেছেন, তাহার কারণ অনুসন্ধান করিতে যাইয়া দেখিতে পাইলেন, ঐ স্ত্রীলোকের একটী শিশুপুত্র নদীমধ্যে নিমগ্নপ্রায় হইয়া স্রোতোবেগে ভাসিয়া যাইতেছে। তখন ভীষণ বর্ষাকাল। নদী ভীষণ আকার ধারণ করিয়াছে। দুইকূল প্লাবিত করিয়া তীরবেগে নদীর জল ছুটিতেছে, আর মধ্যে মধ্যে মগ্নশৈলে প্রতিহত হইয়া, ভয়ঙ্কর আবর্ত্ত জন্মাইয়া, দর্শকের মনে ভীতিসঞ্চার করিতেছে। স্ত্রীলোকটি এক একবার নদীগর্ভে ঝাঁপ দিয়া পড়িবার জন্য উদ্যত হইতেছে, কিন্তু দর্শকেরা তাহাকে বল-প্রয়োগ করিয়া সে কার্য্য হইতে নিরস্ত করিতেছে।

ওয়াশিংটন সেখানে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে আর বেশী-ক্ষণ কাল নষ্ট করিলে কোনরূপেই বালকটিকে রক্ষা করা যাইবে না। তিনি এ দৃশ্য দেখিয়া আর নিরস্ত থাকিতে পারিলেন না, অমনি নদীবক্ষে ঝম্প প্রদান পূর্ব্বক নিজের প্রাণ বিপন্ন করিয়া সেই বালকটির জীবন রক্ষা করিলেন। জননী মৃত্যুর কবল হইতে পুত্রকে নিজ-বক্ষে ফিরিয়া পাইয়া প্রাণ খুলিয়া জর্জ্জকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন—"আপনি রাজা হউন।" কালে উহা একরূপ সফল হইয়াছিল বৈ কি!

ভার্জিনিয়ার পশ্চিমে ওহিয়ো নদীর তীরবর্ত্তী প্রদেশ লইয়া ইংরেজ ঔপনিবেশিকদের সঙ্গে ফরাসী ঔপনিবেশিকদের যুদ্ধ বাঁধিবার কারণ ঘটিয়াছিল। ইংরেজ ঔপনিবেশিকগণ ফরাসী-দের সহিত যুদ্ধ অনিবার্য্য মনে করিয়া সৈন্য-সংগ্রহ করিয়া সেই সকল সৈন্যকে সামরিক শিক্ষা প্রদান করিতে লাগিলেন। যুদ্ধ-পরিচালনার জন্য তাঁহারা সমগ্র উপনিবেশটিকে ছোট ছোট ভাগে বিভক্ত করিলেন। লরেন্স যুদ্ধবিদ্যায় অভিজ্ঞ ছিলেন, কাজেই তিনি একটী ভাগের কর্ত্তৃত্বপদে বরিত হইলেন।

লরেন্স কিছুদিন কার্য্য করিবার পরই স্বাস্থ্য হারাইয়া-ছিলেন। তাঁহার দেহে যক্ষ্মা রোগ দেখা দিয়াছিল। কাজেই অল্প দিন কার্য্য করিবার পরই তাঁহাকে একেবারে শয্যাগত হইতে হইয়াছিল। একদিন তিনি জর্জ্জকে ডাকিয়া বলিলেন—"ভাই, আমার শরীর বিশেষ অপটু হইয়া পড়িয়াছে, কাজেই আমি এই গুরুতর দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যভার পরিত্যাগ করিব।

আমার ইচ্ছা তোমাকে এই কার্য্যটি প্রদান করি।" জর্জ্জ বিস্মিত হইয়া কহিলেন—"দাদা, আমার বয়ত সবেমাত্র উনিশ বৎসর, গভর্ণর সাহেব কি আমার ন্যায় বালককে এইরূপ কাজের ভার প্রদান করিবেন ?"

লরেন্স বলিলেন—"ভাই, সকল সময় বয়স দ্বারা লোকের গুণের বিচার হয় না। তোমার ন্যায় কার্য্যদক্ষ ব্যক্তি পাওয়া অসম্ভব। আমি পদত্যাগ করিবার পূর্ব্বেই গভর্ণরের নিকট এ বিষয়ের উল্লেখ করিব।"

"আচ্ছা, এই কাজ পাইলে আমাকে কি কি কাজ করিতে হইবে ?"

"সৈন্যদিগকে কুচ-কাওয়াজ ইত্যাদি রণ-বিষয়ে শিক্ষা প্রদান করিতে হইবে। যাহাতে তাহারা নির্ভীক ও সুনিপুণ যোদ্ধা হয়, সেদিকে সতত লক্ষ্য রাখিতে হইবে। এ কার্য্যের দায়িত্ব গুরুতর। কিন্তু আমার বিশ্বাস, তুমি একার্য্য বেশ ভাল ভাবেই সম্পন্ন করিতে পারিবে। তোমার বার্ষিক বেতন হইবে ১৫০০ টাকা।"

জর্জ্জ বিনীত ভাবে বলিলেন—"দাদা, পরিশ্রম করিতে আমি পশ্চাৎপদ হইব না, কিন্তু আমি এরূপ কার্য্যে অনভিজ্ঞ, এজন্য ভয় হয় যে আমি বোধ হয় ভাল করিয়া কাজ করিতে পারিব না।"

লরেন্স পদত্যাগ করিয়া তাঁহার স্থলে ওয়াশিংটনকে নিযুক্ত করিবার কথা বলিবা মাত্রই রাজপুরুষগণ বিনা আপত্তিতে এই প্রস্তাব সমর্থন করিয়া ওয়াশিংটনকে সুবাদারের পদে নিযুক্ত করিলেন।

লরেন্সের শরীরের অবস্থা এ সময়ে অত্যন্ত খারাপ হইয়া পড়িয়াছিল। চিকিৎসকেরা তাঁহার কোনও উষ্ণ-প্রধান স্থানে যাইবার জন্য ব্যবস্থা করিলেন। তদনুসারে লরেন্স বার্বডোজ নামক দ্বীপে গমন করিলেন। সঙ্গে ওয়াশিংটনও চলিলেন। স্থান-পরিবর্ত্তনে লরেন্সের কোনও উপকার হইল না। সেখানে সে সময়ে বসন্ত-রোগের খুব প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল, ওয়াশিংটন অকস্মাৎ বসন্ত-রোগে আক্রান্ত হইলেন। ভগবানের কৃপায় তিনি রোগমুক্ত হইলেন বটে, কিন্তু বসন্তের দাগ তাঁহার শরীরে বিদ্যমান রহিল। এদিকে লরেন্স যখন বুঝিলেন যে তাঁহার জীবন-দীপ নির্ব্বাপিত হইবার আর বড় বেশী বিলম্ব নাই, তখন তিনি প্রিয়জনের মধ্যে শান্তিতে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিবার জন্যই সমুৎসুক হইলেন। বার্বাডোজ্ দ্বীপ হইতে ভার্ণন-শৈলে ফিরিয়া আসিবার মাসদেড়েক পরে লরেন্সের মৃত্যু হইল। লরেন্সের বয়স এসময়ে মাত্র বত্রিশ বৎসর হইয়াছিল। মৃত্যুর পূর্ব্বে লরেন্স দানপত্রে তাঁহার সম্পত্তি স্ত্রী ও তাঁহার একমাত্র দুহিতাকে লিখিয়া দিয়া গিয়াছিলেন। আর জর্জ্জকে প্রচুর ধন সম্পত্তি দান করিয়াছিলেন। সেই দানপত্রে লরেন্স আরও লিখিয়াছিলেন যে, যদি তাঁহার কন্যার মৃত্যু হয়, তাহা হইলে ওয়াশিংটন ভার্ণন-শৈল এবং সমস্ত সম্পত্তির মালিক হইবেন।

লরেন্সের মৃত্যুর পূর্ব্বেই জর্জ্জ কাজে যোগ দিয়াছিলেন। ফরাসীদের সঙ্গে যুদ্ধ হওয়াটা একরূপ নিশ্চিত হইয়া উঠিল।

ফরাসীরাও যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন এবং ওহিয়ো নদীর তটে একটী দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এ সময়ে ডিন্ উইডি ইংলেণ্ড হইতে ভার্জিনিয়ার গভর্ণর নিযুক্ত হইয়া আসিয়াছিলেন। তিনি আসিয়া ওয়াশিংটনকে উত্তর-বিভাগের কার্য্যভার অর্পণ করিয়াছিলেন। এইরূপ গুরুতর কাজের ভার লইয়াও এক-দিনের নিমিত্তও জর্জ্জ, যত দিন তাঁহার ভ্রাতা জীবিত ছিলেন, তত দিন তাঁহার সেবাশুশ্রূষার কোনরূপ ত্রুটি করেন নাই।

গভর্ণর ডিন্ উইডি মনে করিলেন যে যুদ্ধ করিবার পূর্ব্বে ফরাসীদের সহিত যদি আপোষে মীমাংসা হয় তাহা হইলে বেশ হয়! কিন্তু দৌত্য-কার্য্যের উপযোগী যোগ্যব্যক্তির ছিল অত্যন্ত অভাব। অভাবের কারণও ছিল যথেষ্ট—কারণ ফরাসী দুর্গ দুইশত ক্রোশ দূরে অবস্থিত। এ সময়ে জিষ্ট নামক একজন ইংরেজ ভার্জিনিয়ার পশ্চিম-প্রদেশস্থ বন্য-প্রদেশ ভ্রমণ করিয়া বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন। জিষ্ট সাহেবের নিকট গভর্ণর দূত পাঠাইবার প্রস্তাব উত্থাপন করিলে তিনি বলিলেন—"মহাশয়, এ বড় কঠিন কাজ। পথে ভীষণ বন, দুরধিগম্য পার্ব্বত্য ভূমি, কোথাও জলাবৃত ভূমি। বন-মধ্যে যে সকল আদিম অধিবাসী বাস করিতেছে, তাহারাও অধিকাংশই ফরাসীদের অনুগত। এ কার্য্যভার গ্রহণ করিবার মত উপযুক্ত লোক পাওয়া অসম্ভব।" গভর্ণর সাহেব অনেক দিন চেষ্টা করিয়াও দূত সংগ্রহ করিতে পারিলেন না।

একদিন তিনি নিতান্ত নিরাশ মনে বসিয়া আছেন, এমন

সময় ওয়াশিংটন গভর্ণর সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিলেন, "আপনি যদি আমাকে উপযুক্ত মনে করেন, তাহা হইলে আমি এই দৌত্যকার্য্যে রাজী আছি।"

গভর্ণর সাহেব ওয়াশিংটনের এইরূপ অসম-সাহসিকতাপূর্ণ কার্য্যভার গ্রহণ করিবার সম্মতিতে বিস্মিত হইয়া কহিলেন— "আপনার এইরূপ সাহসিকতায় আমি বিস্মিত হইয়াছি। আপনাকে আমি এই দৌত্যকার্য্যে নিযুক্ত করিলাম, আপনি কবে পর্য্যন্ত রওনা হইতে ইচ্ছা করেন?"

"শীতকালের পূর্ব্বেই রওনা হইব।"

গভর্ণর প্রফুল্ল মনে জর্জ্জকে [illegible] ভারার্পণ করিয়া তাঁহাকে একখানি পত্র দিয়া বলিলেন, এই পত্রখানা ফরাসী গভর্ণরের হাতে দিয়া এই পত্রের উত্তর পাইবার জন্য এক সপ্তাহ কাল তথায় অপেক্ষা করিবেন, ঐ সময়ের মধ্যে উত্তর না পাইলে ফিরিয়া আসিবেন।"

ওয়াশিংটনের জননী পুত্রের এইরূপ প্রাণ-সঙ্কটজনক কার্য্য গ্রহণ করিবার জন্য মনে মনে দুঃখিত হইলেও—মুখে তাহা প্রকাশ না করিয়া বলিলেন—"তোমার ন্যায় বালকের পক্ষে এ অতি কঠিন কাজ। তবু আমি আশীর্ব্বাদ করিতেছি, তোমার কর্ত্তব্য তুমি মহৎভাবেই সুসম্পন্ন করিতে পারিবে।"

ওয়াশিংটন আটজন সাহসী লোক সঙ্গে করিয়া ভার্জ্জিনিয়া হইতে যাত্রা করিলেন। পথ-প্রদর্শকদের মধ্যে কয়েকজন আদিম অধিবাসী ছিলেন। বৃষ্টিপাতে ও অবিরাম তুষারপাতে

সেই পথে অগ্রসর হওয়া একরূপ অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছিল, তথাপি নানারূপ ক্লেশ স্বীকার করিয়া প্রায় আড়াই মাস কাল পরে ফরাসী দুর্গে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। ফরাসী গভর্ণর সাহেব চিঠির উত্তর দিবার জন্য এক সপ্তাহ সময় লইলেন এবং মন্ত্রীদের সহিত পরামর্শ করিতে লাগিলেন। এই অবসরে ওয়াশিংটন ফরাসী-দুর্গের অবস্থান, নির্ম্মাণ-কৌশল, সেনাবল প্রভৃতি যাবতীয় প্রয়োজনীয় বিষয় পর্য্যবেক্ষণ করিয়া লিপিবদ্ধ করিলেন। ওয়াশিংটন ভাবিয়াছিলেন, একদিন হয়ত এসব বিষয় তাঁহার কার্য্যে লাগিবে।

যথা সময়ে গভর্ণরের উত্তর পাইয়া তিনি ফিরিয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। এ সময়ে ভয়ানক শীত পড়িতে আরম্ভ হইয়াছে, পথ-ঘাট অত্যন্ত দুর্গম্। পথে ঘাটে সর্ব্বত্র বরফ পড়িয়াছে। ঝড়ও বহিতে আরম্ভ করিয়াছে। আসিবার সময় পথে যেরূপ ক্লেশ হইয়াছিল, এইবার তাহা অপেক্ষা বেশী পরিমাণে ক্লেশ ভুগিতে হইবে। এদিকে আবার ফরাসীরা, যে সকল আদিম অধিবাসীগণ ওয়াশিংটনের পথ-প্রদর্শকরূপে আসিয়াছিল তাহাদিগকে উৎকোচ দিয়া বশীভূত করিয়া নিজ-পক্ষভুক্ত করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছিলেন। এ সময় আদিম অধিবাসীরা অত্যন্ত মদ্যপ্রিয় ছিল, ফরাসীরা তাহা-দিগকে মদ খাওয়াইয়া বশীভূত করিবার জন্যই বিশেষ ভাবে চেষ্টা করিতেছিলেন, ওয়াশিংটন ফরাসীদের এইরূপ নীচ ব্যবহারে যার-পর-নাই ক্রুদ্ধ হইয়া ফরাসীদিগকে যৎপরোনাস্তি

ভৎসনা করিলেন। ফল এই হইল যে, ফরাসীরা আর কোনরূপ দুর্ব্যবহার করিতে অগ্রসর হইল না।

স্থল-পথে অগ্রসর হওয়া একরূপ অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছিল, কাজেই ওয়াশিংটন এইবার জলপথে অগ্রসর হওয়া স্থির করিলেন। কিন্তু নৌকাতেও তাঁহার কষ্টের কোন লাঘব হইল না। সে যাহা হউক, কখনও জল-পথে, কখনও স্থল-পথে এইরূপ নানাভাবে চলিয়া, নানারূপ জীবন-সংশয় বিপদের মধ্য দিয়া জানুয়ারী মাসে ভার্জিনিয়ার প্রধান নগর উইলিয়ামস্‌বর্গে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গভর্ণর ওয়াশিংটনকে নিরাপদে ফিরিয়া আসিতে দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। তিনি সর্ব্বাপেক্ষা সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন ওয়াশিংটনের লিখিত দৈনন্দিন লিপি পাঠ করিয়া। ব্যবস্থাপক সভায় শীতের সময় অধিবেশন বন্ধ হইত, কাজেই দৌত্যকার্য্যের বিবরণ সভ্যগণের জ্ঞাতার্থ গভর্ণর সাহেব জর্জ্জ ওয়াশিংটনের লিখিত দৈনন্দিন বৃত্তান্তখানা মুদ্রিত করিয়া সভ্যগণের মধ্যে বিতরণ করিলেন। এই মুদ্রণ-ব্যাপারটা এত তাড়াতাড়ি সম্পন্ন হইয়াছিল যে ওয়াশিংটন তাহার পাণ্ডুলিপি সংশোধনের অবকাশ পর্য্যন্ত পান নাই। তাঁহার এই দৈনন্দিন লিপি এতদূর চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল যে, যিনি পাঠ করিয়াছেন, তিনিই মুগ্ধ হইয়াছেন। সেকালের সংবাদ-পত্র-সমূহেও এই দৈনিক লিপি আংশিক ভাবে মুদ্রিত হইয়াছিল।

এদিকে গভর্ণর চেষ্টা-যত্ন করিলেন বটে, কিন্তু সন্ধি সম্ভবপর হইল না। যুদ্ধ অনিবার্য্য হইয়া উঠিল। এ সময়ে ইংলণ্ডের

সিংহাসনে দ্বিতীয় জর্জ্জ অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি ফরাসীদের সহিত যুদ্ধ করিতে অনুমতি দিলেন। উপনিবেশ-সমূহে যুদ্ধের আয়োজন চলিতে লাগিল। ভার্জিনিয়া-প্রদেশে সেনা-গঠনের ভার পড়িল ওয়াশিংটনের প্রতি। এ সময়ে সৈনিকদের বেতন অতি সামান্য ছিল, এজন্য তেমন সুস্থ্য ও সবলকায় ব্যক্তি সৈনিক শ্রেণীতে ভর্ত্তি হইত না। যাহারা দরিদ্র, যাঁহাদের উপার্জ্জনের অন্য কোনরূপ পথ নাই, কেবল তাহারাই সৈন্যদলে ভর্ত্তি হইতে অগ্রসর হইল। জর্জ্জ দেখিলেন যে এই ভাবের পরিবর্ত্তন করিতে না পারিলে যুদ্ধ-জয় কখনই সম্ভবপর হইবে না। জর্জ্জ ওয়াশিংটন গভর্ণরের নিকট একথা বলিলে গভর্ণর ইহার প্রতিকারের উপায় অবলম্বন করিলেন,—তিনি ঘোষণা করিলেন যে, এই যুদ্ধে যাহারা যোগদান করিবে, ওহিয়ো নদীর তীরবর্ত্তী ভূমি হইতে ছয়লক্ষ বিঘা জমি তাহাদিগকে পুরস্কার স্বরূপ বিতরিত হইবে।

গভর্ণরের এই ঘোষণাপত্র প্রকাশিত হইবার পর অনেকেই সৈন্যদলভুক্ত হইতে চাহিলেন। বহু শক্তিশালী ব্যক্তি আসিয়া সৈন্যদলে ভর্ত্তি হইলেন। ওয়াশিংটনের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইল। গভর্ণর দেখিলেন যে, জনসাধারণ ওয়াশিংটনকে অত্যন্ত প্রীতির চক্ষে দেখিতেছেন, তখন তিনি ওয়াশিংটনকেই সেনাপতির পদে বরণ করিতে চাহিলেন। জর্জ্জ ওয়াশিংটন দেখিলেন যে, তাঁহাকে সেনাপতির পদে বরণ করিলে ফ্রাই নামক একজন প্রবীণ ব্যক্তিকে উপেক্ষা করা হয়, এজন্য তিনি গভর্ণরকে বলি-

লেন যে 'আমার বয়স অল্প, আমার যুদ্ধ-কার্য্যে তেমন অভিজ্ঞতাও নাই, এমত অবস্থায় আমাকে ক্রাই সাহেবের অধস্তন পদে নিযুক্ত করিলেই ভাল হয়।' ওয়াশিংটনের এইরূপ নিঃস্বার্থ ব্যবহারে জনসাধারণ অত্যন্ত আনন্দলাভ করিলেন। গভর্ণর সাহেবও ওয়াশিংটনকে ধন্যবাদ জানাইয়া তাঁহার প্রার্থনানুযায়ী কার্য্য করিলেন।

ওয়াশিংটনের হৃদয় যে কত বড় উদার ও মহৎ ছিল এখন তাহার আর একটী দৃষ্টান্ত দিতেছি। এঘটনাটিও এসময়েই ঘটিয়াছিল। একদিন ঘটনা ক্রমে পেইন নামক একব্যক্তির সহিত ওয়াশিংটনের কলহ হয়, কথায় কথায় তর্ক বাধিয়া উভয়ের মধ্যে মতান্তর উপস্থিত হয়। পেইন্ যুক্তি ও তর্ক দ্বারা ওয়াশিংটনকে পরাজিত করিতে না পারিয়া এইরূপ উত্তেজিত হইয়া পড়েন যে তিনি হঠাৎ অতর্কিত ভাবে ওয়াশিংটনকে এরূপ আঘাত করিলেন যে ওয়াশিংটন একেবারে মাটিতে পড়িয়া গেলেন। পেইনের এইরূপ দুর্ব্যবহারে তাঁহার বন্ধুগণ উত্তেজিত হইয়া পেইনকে প্রহার করিতে উদ্যত হইলে, ওয়াশিংটন বলিলেন, 'আমার অন্যায় কথাতেই ইনি ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন, ইঁহার কোন অপরাধ নাই।' ওয়াশিংটনের এইরূপ ব্যবহারে সকলেই বিস্মিত হইলেন। বাড়ী আসিয়া পেইন্ ওয়াশিংটনের নিকট হইতে এক পত্র পাইলেন, ওয়াশিংটন তাঁহার সহিত পেইনকে সাক্ষাৎ করিতে লিখিয়াছিলেন। সেকালে দুই জনের মধ্যে কোনরূপ কলহ হইলে তাহা দ্বন্দ্বযুদ্ধ

দ্বারা মীমাংসিত হইত। পেইন্‌ও ঐরূপই বুঝিয়াছিলেন, এইজন্য তিনি একটা পিস্তল পকেটে লইয়া ওয়াশিংটনের সহিত দেখা করিতে গমন করিলেন। কিন্তু ওয়াশিংটন পেইন্‌কে দেখিতে পাইয়া সাগ্রহে অভিনন্দিত করিয়া বলিলেন—"মহাশয়! কাল আমি আপনার প্রতি যে দুর্ব্যবহার করিয়াছি, সেজন্য বিশেষ দুঃখিত ও লজ্জিত হইয়াছি, আমাকে ক্ষমা করিবেন।" পেইন্‌—ওয়াশিংটনের এইরূপ ক্ষমাশীলতায় আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। মানুষ, বিশেষতঃ শক্তিশালী কোন ব্যক্তি, যে এমন করিয়া অন্যায়কে প্রতিহত করিতে পারে, সে যে কত বড় মানুষ তাহা উপলব্ধি করিতে পারিয়া পেইন্‌ লজ্জায় মাথা নত করিলেন। ওয়াশিংটন যদি তাঁহার সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতেন, তাহা হইলেও বুঝি তাঁহার প্রাণে এইরূপ লজ্জা হইত না। এই ঘটনার পর হইতেই পেইন্‌ আজীবন ওয়াশিংটনের হিতৈষী বন্ধু হইলেন।

এদিকে ফরাসীদের সহিত যুদ্ধ একরূপ স্থির হইয়া গেল। কর্ণেল ফ্রাই ও ওয়াশিংটন সীমান্ত-প্রদেশের দিকে যাত্রা করিলেন। তাঁহাদের উপর সীমান্ত-প্রদেশ রক্ষার ভার অর্পিত হইয়াছিল। কর্ণেল ফ্রাই সীমান্ত প্রদেশে পৌঁছিবার অব্যবহিত পরেই প্রাণত্যাগ করিলেন। তাঁহার স্থলে ওয়াশিংটন সেনাপতির পদে নিযুক্ত হইলেন। ফরাসীরাও যুদ্ধের জন্য পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত ছিলেন। কাজেই দুই পক্ষে বেশ যুদ্ধ হইল। এইযুদ্ধে ওয়াশিংটন জয় লাভ করিলেন।

এই যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া ওয়াশিংটন বুঝিলেন যে এই যুদ্ধ, যুদ্ধই নহে। ফরাসীরা একটা সামান্য যুদ্ধে পরাজিত হইয়া সীমান্ত-প্রদেশের অধিকার ছাড়িয়া দিবেন, ইহা কোনরূপেই সম্ভবপর নহে। নিশ্চয়ই তাহারা প্রচুর সৈন্য লইয়া আসিয়া আক্রমণ করিয়া এই অপমানের প্রতিশোধ লইবে। প্রকৃত পক্ষেও তাহাই হইল। ফরাসীরা অতি অল্প সময়ের মধ্যেই প্রচুর পরিমাণে সৈন্য সংগ্রহ করিয়া ওয়াশিংটনের দুর্গ আক্রমণ করিলেন। এইবার তাঁহাকে পরাজিত হইতে হইল, অতি অল্প-সংখ্যক সৈন্য লইয়া অগণিত ফরাসী-সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিতে যাইয়া যখন দেখিলেন যে দুর্গ রক্ষা করা অসম্ভব, তখন ধীরে ধীরে শত্রুহস্তে দুর্গটি অর্পণ করিয়া বেশ সুশৃঙ্খলভাবে সমস্ত অনুচর ও যুদ্ধোপকরণ সহ ভার্জিনিয়ায় প্রত্যাগমন করিলেন।

এইবার গভর্ণর সাহেবের সহিত তাঁহার মতানৈক্য উপস্থিত হইল। গভর্ণর সাহেব বলিলেন—"আপনার ফরাসী দুর্গ আক্রমণ করা উচিত ছিল।" ওয়াশিংটন বলিলেন—"আমাদের বর্ত্তমান সেনাবল লইয়া এইরূপ কার্য্য করিতে যাওয়া শুধু মৃত্যুকে আলিঙ্গন করা ব্যতীত আর কিছুই নহে।" গভর্ণর বলিলেন—"তাহা হইলে আমি ইংলণ্ড হইতে সৈন্য আনয়ন করিব, সেই সকল সৈন্যদের পদমর্য্যাদা আমেরিকান্ সৈন্যদের চেয়ে বেশী হইবে।" গভর্ণরের এই কথায় ওয়াশিংটন অসন্তুষ্ট হইয়া পদত্যাগ পূর্ব্বক ভার্ণন-শৈলে চলিয়া গেলেন।

এ সময়ে ইংরেজ ও ফরাসীতে ইয়োরোপেও যুদ্ধ চলিতেছিল।

গভর্ণর সাহেব ইংলণ্ড হইতে সৈন্য-প্রেরণ করিবার প্রস্তাব করিয়া পত্র লেখায় ব্রাডক নামে একজন প্রধান সেনানী দুই দল পদাতিক সৈন্য লইয়া আমেরিকায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ব্রাডক সাহেব ইংলণ্ড হইতেই ওয়াশিংটনের প্রতিভার কথা শুনিয়াছিলেন, তিনি গভর্ণরকে বলিলেন, 'আপনি ওয়াশিংটনকে অসন্তুষ্ট করিয়া ভাল করেন নাই। এরূপ ব্যবহারে যে-কোন ব্যক্তিই অপমানিত মনে করিতে পারেন।' গভর্ণরও ইতিমধ্যে অনুতপ্ত ও লাঞ্ছিত হইয়াছিলেন, তিনিও ব্রাডকের কথায় আর কোনও প্রতিবাদ করিলেন না। ব্রাডক্ সাহেব ওয়াশিংটনকে পূর্ব্বের ন্যায় দায়িত্বপূর্ণ পদ গ্রহণ করিবার জন্য অনুরোধ করিয়া পত্র লিখিলেন। ওয়াশিংটন ব্রাডকের অনুরোধ উপেক্ষা করা অন্যায় হইবে মনে করিয়া লিখিলেন যে, "আমি আপনার অনুরোধ অনুযায়ী পুনর্ব্বার সৈন্য-দলে যোগদান করিব।" ওয়াশিংটনের প্রাণে বরাবরই ইচ্ছা ছিল যে তিনি যুদ্ধ সম্বন্ধে উপযুক্তরূপ শিক্ষা ও জ্ঞানলাভ করেন। ব্রাডকের ন্যায় সাহসী, বিচক্ষণ ও উদার-চেতা সৈন্যাধ্যক্ষের অধীনে থাকিলে যে-সব বিষয়ে তাঁহার জ্ঞান নাই, সে সকল বিষয়ে বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারিবেন। জননী মেরীর ইচ্ছা ছিল যে জর্জ্জ যুদ্ধ সংক্রান্ত ব্যাপারে আর যোগদান না করিয়া বাড়ীতে বসিয়া বিষয়-কর্ম্মাদি পর্য্যবেক্ষণ করেন। কিন্তু জর্জ্জের মনে দেশ-জননীর সেবার আহ্বান এমনি ভাবে হৃদয়-তন্ত্রীতে আঘাত করিয়াছিল যে এইবার জননীর করুণ মিনতিতে বিচলিত হইলেন না। জর্জ্জ মাকে

বলিলেন—"মা, দেশ কি তোমারও মা নয়? দেশের এই বিপদ সময়ে দেশের প্রকৃত মঙ্গলকামী কাহারও পক্ষে কি তাহার সেবা উপেক্ষা করা কর্ত্তব্য?" এইবার জননী আর কোন কথা বলিলেন না, সন্তুষ্ট চিত্তে পুত্রকে যুদ্ধে যোগদান করিবার জন্য অনুমতি প্রদান করিলেন।

ঐ সময়ে দেশ-মধ্যে একটা বিপ্লবের সূচনা হইয়াছিল। আদিম অধিবাসীরা ইংরেজদের প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া অনেকেই ফরাসী পক্ষে যোগদান করিয়াছিল। তাহারা বনের মধ্যে পাহাড়ের নিভৃত আড়ালে লুকাইয়া থাকিয়া অব্যর্থ সন্ধানে ইংরেজদিগকে বধ করিত। ওয়াশিংটন যথা সময়ে ব্রাডকের সহিত যোগদান করিয়া ফরাসী-দুর্গ আক্রমণ করিবার জন্য রওনা হইলেন। পথে কেহই কোন বাধা দিল না। নিরাপদে মনাঙ্গা হেলা নামক একটী নদী পার হইলেন। তখনও শত্রু-পক্ষের কোনও নিশানা পাওয়া গেল না। ওয়াশিংটনের মনে কিন্তু ইহাতে শান্তি বোধ হইতেছিল না, তাঁহার মনে হইয়াহিল যে নিশ্চয়ই আদিম অধিবাসী শত্রু-পক্ষীয়েরা গোপনে কোথাও লুকাইয়া আছে। এইরূপ মনে করিয়া তিনি ব্রাডকের নিটক তাঁহার সন্দেহের কথা প্রকাশ করিলেন। ব্রাডক্ বলিলেন—"আপনিও যেমন! আমাদের এই সুশিক্ষিত সৈন্যদলের সহিত বর্ব্বরেরা কোনরূপেই অাঁটিয়া উঠিতে পারিবে না। কাজেই আপনি তাহাদের খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য বিন্দুমাত্রও বিচলিত হইবেন না।" কাজেই ওয়াশিংটন আর কোন কথা বলিলেন

না, কিন্তু মনে মনে রেড্‌ ইণ্ডিয়ান্‌দের দ্বারা অতর্কিত ভাবে একটা আক্রমণের আশঙ্কা করিতে লাগিলেন।

ওয়াশিংটন যে আশঙ্কা করিতেছিলেন, এইবার তাহা সত্য সত্যই—প্রমাণিত হইয়া গেল। তাঁহারা বন-পথে আরও কিছু দূর অগ্রসর হইয়াছেন, এমন সময় হঠাৎ একদল রেড্‌ ইণ্ডিয়ান্‌ ইংরেজ-সৈন্যদিগকে আক্রমণ করিল। এইরূপ হঠাৎ আক্রমণে এবং অসভ্য আদিম অধিবাসীগণের বিকট রণ-হুঙ্কারে ইংরেজ সৈন্যগণ যুদ্ধ করিবার পরিবর্ত্তে আতঙ্কিত হইয়া রণে পৃষ্ঠভঙ্গ দিল। সেনাপতি ব্রাডক্‌ আহত হইলেন। ওয়াশিংটন তাঁহার স্থলে সেনাপতি হইয়া যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। শত্রু-পক্ষীয়েরা ওয়াশিংটনকে বধ করিবার জন্য বিশেষ ভাবে চেষ্টা করিতে লাগিল। তাঁহার ঘোড়াটির গুলির আঘাতে মৃত্যু হইল, তিনি তৎক্ষণাৎ অপর একটী ঘোড়ায় চড়িয়া যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এই ঘোড়াটিও শত্রু-পক্ষীয়ের গুলির আঘাতে নিহত হইল। তাঁহার পরিহিত পোষাকেও ৪।.টি গুলি লাগিল। ওয়াশিংটনের বুকে একটা ঘড়ীর চাবী ঝুলিতেছিল, তাহাও গুলি লাগিয়া উড়িয়া গেল। কোন্‌ অদৃশ্য হস্ত যেন আজ তাঁহাকে আসন্ন মৃত্যুর হাত হইতে টানিয়া আনিয়া রক্ষা করিতেছিল! জীবনকে বিপন্ন করিয়াও তিনি রণক্ষেত্র পরিত্যাগ করিলেন না, অদম্য উৎসাহের সহিত সৈন্য-পরিচালনা করিতে লাগিলেন। সেদিন ওয়াশিংটন ইংরেজ-সৈন্যদলে না থাকিলে, ইংরেজ-সৈন্যের রক্ষা পাইবার কোন উপায়ই থাকিত না। তিনি

এইরূপ ভাবে শত্রু-সৈন্যের গতি প্রতিহত করিয়া বেশ শৃঙ্খলার সহিত প্রত্যাবর্ত্তন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ব্রাডক্ পথিমধ্যে মৃত্যুর কবলে নিপতিত হইলেন। তিনি মৃত্যু-সময়ে দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন, "যদি আমি আপনার কথা শুনিতাম, তাহা হইলে আমরা এইরূপ ভাবে দুর্দ্দশাপন্ন হইতাম না।" মৃত্যুর সময় তিনি তাঁহার বিশ্বস্ত ভৃত্য বিশপ ও তাঁহার ঘোড়াটি ওয়াশিংটনকে দান করিলেন।

ওয়াশিংটনের এই বীরত্বের কথা ভার্জ্জিনিয়ায় যাইয়া পৌঁছিয়াছিল। তিনি সেখানে গেলে, সকলেই তাঁহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিলেন।

এই ঘটনার কয়েক বৎসর পর একজন আদিম অধিবাসীর সহিত ওয়াশিংটনের সাক্ষাৎ হইয়াছিল। সেই আদিম অধিবাসী ওয়াশিংটনকে বলিয়াছিল,—"আমি একজন আদিম অধিবাসীদের নেতা, আমি বয়সে প্রাচীন, জীবনে অনেক যুদ্ধ দেখিয়াছি। কিন্তু মনাঙ্গা হেলার যুদ্ধে আপনি যে বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন, সে কথা আমি এ জীবনে কখনও ভুলিব না। আপনাকে নিহত করাই সেদিন আমাদের লক্ষ্য ছিল। কিন্তু আশ্চর্য্য এই, সেদিন আমাদের অব্যর্থ লক্ষ্য প্রতি পদে পদেই ব্যর্থ হইতেছিল। দৈবশক্তি রক্ষা না করিলে কোন রূপেই ঐরূপ ভাবে মানুষের রক্ষা পাওয়া অসম্ভব। আমি আর বেশী দিন বাঁচিব না, কিন্তু আমি ভবিষ্যৎবাণী করিয়া যাইতেছি, আপনি এক বিশাল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা হইবেন।"

আদিম অধিবাসীদের সহিত যুদ্ধ

মানঙ্গা হেলার যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া আদিম অধিবাসীরা অতিশয় দুর্দ্দান্ত হইয়া উঠিল। তাহারা পল্লীর পর পল্লী লুঠতরাজ করিতে আরম্ভ করিল; নিরীহ পল্লীবাসীদের ঘরে ঘরে আগুন জ্বালাইতে আরম্ভ করিল; শিশু, যুবক, বৃদ্ধ, পুরুষ ও নারী যাহাকে পাইত, তাহাকেই নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা করিতে আরম্ভ করিয়া দিল। ফরাসীরা পশ্চাৎ থাকিয়া ইহাদিগকে উৎসাহিত করিতেন। কাজেই আদিম অধিবাসীরা আরও অধিক প্রশ্রয় পাইয়া নানাভাবে উৎপীড়ন করিতে আরম্ভ করিল।

ইংলণ্ডে এ সময়ে প্রধান মন্ত্রী ছিলেন পীট্। পীট্ বিচক্ষণ রাজনীতি বিশারদ ছিলেন। তিনি এমনি বিচক্ষণতার সহিত ফরাসীদের সঙ্গে যুদ্ধ চালাইতে আরম্ভ করিলেন যে দেখিতে দেখিতে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই ইংরেজদের হাতে ফরাসীরা পরাজিত হইতে লাগিলেন। ইংরেজ-সেনাপতি উল্‌ফ্ কানাডা অধিকার করিয়া সেখান হইতে ফরাসীদিগকে তাড়াইয়া দিলেন। আবার এদিকে গভর্ণর ডিন্-উইডিকে পদচ্যুত করিয়া তাঁহার স্থানে যোগ্যতর ব্যক্তি গভর্ণর নিযুক্ত হইয়া আসিলেন। আর যুদ্ধ-পরিচালনার জন্য সেনাপতি হইয়া আসিলেন ক্রেম্বি।

এবার ক্রেম্বি সাহেব ওয়াশিংটনের সহিত পরামর্শ করিয়া মিলিতভাবে ফরাসী দুর্গ আক্রমণ করিবার সঙ্কল্প করিলেন। তাঁহারা মনে করিলেন যে এই দুর্গ যদি তাঁহারা অধিকার

করিতে পারেন, তাহা হইলে আদিম অধিবাসীদের ফরাসী জাতির উপর যে বিশ্বাসটুকু আছে তাহা অন্তর্হিত হইবে এবং তখন সহজেই আদিম অধিবাসীদিগকে ইংরেজ অধিকারে আনিতে পারিবেন।

এই সময়ে ওয়াশিংটনের জীবনে আর একটী চিরস্মরণীয় ঘটনা ঘটিয়াছিল। তিনি একজন পরিচিত বন্ধুর অনুরোধে তাঁহার বাড়ীতে আতিথ্য স্বীকার করেন। সেখানে আহার করিবার সময় মার্থানাম্নী একজন বিধবা যুবতীর সহিত তাঁহার পরিচয় হইয়াছিল। প্রথম পরিচয়েই উভয়েই উভয়কে ভালবাসিয়া ফেলিয়াছিলেন। সে সময়ে স্থির হইল যে ফরাসীদের হাত হইতে দুর্গ অধিকৃত হইলে উভয়ের বিবাহ-কার্য্য সম্পন্ন হইবে।

এবার ক্রন্বী ওয়াশিংটনের পরামর্শ অনুযায়ী চারিদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়া অগ্রসর হইলেন। এত সতর্কতা সত্ত্বেও আদিম অধিবাসীরা অতর্কিতভাবে আক্রমণ করিয়া অগ্রবর্ত্তী সৈন্যদলকে বিধ্বস্ত করিয়া ফেলিয়াছিল। কিন্তু পরিশেষে আদিম অধিবাসীরা পরাজিত হইয়া পলায়ন করিল।

ওয়াশিংটন ক্রন্বীকে বলিলেন, "আপনি নিশ্চিন্ত ভাবে এই দিকে অপেক্ষা করুন, আমি নিজেই অতি অল্পসংখ্যক সৈন্য লইয়া যাইয়া ফরাসীদিগকে পরাজিত করিব।" ক্রন্বী ওয়াশিংটনের এই প্রস্তাবে কোনরূপ আপত্তি করিলেন না। ওয়াশিংটন একাকীই দুর্গাভিমুখে যাত্রা করিলেন। ওয়াশিংটন দুর্গে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, দুর্গমধ্যে জনপ্রাণীও নাই। ফরাসীরা কানাডার পরাজয়ের

সংবাদ শুনিয়াই দুর্গ পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছিল। ওয়াশিংটন বিনাযুদ্ধে দুর্গ অধিকার করিয়া তাহার উপর ব্রিটিশ-পতাকা উড্ডীয়মান করিয়া দিলেন এবং দুর্গের নাম 'পীটদুর্গ' রাখিলেন। ইহার পরবর্ত্তী কালে ফরাসীরা আর কোন দিন ওহিও-নদীর তীরে রাজ্য-বিস্তারের চেষ্টা করেন নাই। যে আদিম অধিবাসীরা এতদিন ফরাসীদের ভক্ত ও অনুগত ছিল, এইবার তাহারা দলে দলে আসিয়া ইংরেজের আনুগত্য স্বীকার করিল।

এই দুর্গজয়ের পর ওয়াশিংটন ভার্ণন-শৈলে ফিরিয়া আসিয়া মার্থাকে বিবাহ করিলেন। এই জয়ের পর ওয়াশিংটনের খ্যাতি অত্যন্ত বাড়িয়া গিয়াছিল। বিবাহের পর তিনি ব্যবস্থাপক সভার সভ্য হইলেন। তিনি প্রথম দিন যখন সভায় উপস্থিত হইলেন, তখন চারিদিক্ হইতে তাঁহাকে সভ্যেরা প্রশংসা করিতে লাগিলেন। তাহা শুনিয়া ওয়াশিংটন লজ্জায় ম্রিয়মাণ হইলেন। সভায় বক্তৃতা করিবার জন্য দাঁড়াইয়া কেবল মাত্র "বন্ধুগণ! মহাশয়গণ!" এই কথা বলিয়াই চুপ করিয়াছিলেন। তাঁহার সর্ব্বশরীর ঘামিয়া উঠিল, মাথা ঘুরিতে লাগিল। সভাপতি মহাশয় তাঁহার এইরূপ অবস্থা দেখিয়া বলিলেন, "আপনি উপবেশন করুন। আমরা জানি যে আপনি যেরূপ সাহসী তেমনি বিনয়ী। আপনার কোন কথা বলিবার প্রয়োজন নাই।"

ব্যবস্থাপক-সভার সভ্য হইবার পর, তিনি সস্ত্রীক ভার্ণন-শৈলে অবস্থান করিয়া স্বীয় সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ ও কৃষিকার্য্যে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। এ সময়ে মৃগয়া, কৃষিকার্য্য-পরিদর্শন,

অশ্বগবাদি পশুর রক্ষণাবেক্ষণ, জমিদারীর উন্নতি সাধনের চেষ্টা, এ সকল নানা কাজে ব্যাপৃত ছিলেন। এ সময়ে তাঁহার দাস-দাসীর সংখ্যা এক হাজারের কম ছিল না।

এ সময়ে আমেরিকা হইতে দাস-ব্যবসায় উঠিয়া যায় নাই। আমেরিকার ধনী ব্যক্তি মাত্রেরই ক্রীতদাস থাকিত। এই ক্রীত-দাসদাসীগণের প্রতি সকলে পশুর ন্যায় ব্যবহার করিতেন, কিন্তু ওয়াশিংটন ও তাঁহার স্ত্রী মার্থা ইহাদের প্রতি অত্যন্ত সদয় ব্যবহার করিতেন। তাঁহারা ক্রীত দাসদাসীগণের রোগে চিকিৎসা ও সেবার বিধান এবং নিজেরা যেরূপ খাদ্য-ভোজন করিতেন, ইহাদিগকেও সেইরূপ খাইতে দিতেন। এইভাবে পনের বৎসর কাল পর্য্যন্ত ওয়াশিংটন বেশ শান্তিতে জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন, তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলিও বুঝি অমনি শান্তিতে কাটিয়া যাইবে। ঈশ্বর তাঁহার দ্বারা যে কার্য্য সম্পাদন করাইয়া পৃথিবীতে অমর করিয়া যাইবেন সেকাজ যে এখনও বাকী রহিয়াছে, তাহা তিনি কিরূপে বুঝিবেন? এইবার সেই মহৎ কার্য্য সম্পন্ন করিবার জন্য ঈশ্বরের আদেশবাণী প্রচারিত হইল। ওয়াশিংটন সেই মহৎ ব্রত উদযাপনে এইবার ব্রতী হইলেন।

তৃতীয় অধ্যায়

স্বাধীনতার সংগ্রাম

আমেরিকায় যাঁহারা উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন, তাঁহারা যে ইংলণ্ডের অধিবাসীদের ন্যায় ইংরেজ, একথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। ইংলণ্ডের লোকেরাই এদেশে আসিয়া ঘরবাড়ী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, কিন্তু ইংলণ্ড হইতে আসিয়া পৃথক্ ভাবে বাস করিবার জন্য এক ইংরেজ হইলেও দুই দেশে ব স করিবার জন্য তাহাদের স্বার্থও ভিন্ন হইয়া গিয়াছিল। এইবার দুইদলের মধ্যে স্বার্থ লইয়া ঘাত-প্রতিঘাত চলিতে আরম্ভ করিল।

এইবার সেই ঘাত-প্রতিঘাতের ইতিহাসই বলিতেছি। ঔপনিবেশিকদের হিতার্থ ফরাসীদের সহিত যে যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহাতে বহু ইংরেজ-সৈন্য ইংলণ্ড হইতে আসিয়াছিল, আবার ইয়োরোপে যে ফরাসীদের সহিত ইংরেজের যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহাতেও বহু অর্থ ব্যয় হইয়াছিল—এসব কারণে ইংলণ্ডের অনেক টাকা ঋণ হইয়াছিল। যুদ্ধ-শেষে কি ভাবে ঋণ পরিশোধ করা যায় তাহা লইয়া পার্লিয়ামেণ্টে তর্ক উঠিল। ইংলণ্ডের পার্লিয়ামেণ্ট বলিলেন যে, "আমেরিকায় যুদ্ধ হইয়াছে, তাহার সহিত ঔপনিবেশিকগণের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট রহিয়াছে, আর ঔপনিবেশিকেরা বিশেষ সঙ্গতিশালী, অতএব আমেরিকায় যুদ্ধ-

বিগ্রহের ব্যয়, তাহাদের নিকট হইতেই গ্রহণ করিবে। আর ইয়োরোপে ইংরেজ ও ফরাসীতে যে যুদ্ধ হইয়াছে, তাহার সহিত ইংলণ্ডের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট রহিয়াছে, এজন্য ইয়োরোপের সংগ্রামের ব্যয় ইংলণ্ডই বহন করিবেন।” পার্লিয়ামেণ্ট-সভায় এইরূপ স্থিরীকৃত হইলে পর—আমেরিকার উপর একটা কর বসিল।

ঔপনিবেশিকেরা পার্লিয়ামেণ্টের এরূপ ব্যবহারে অত্যন্ত চটিয়া গেলেন। তাঁহারা বলিলেন যে, “ইংলণ্ড যদি বলেন আমরা ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছি, আমাদিগকে টাকা দিয়া সাহায্য কর, আমরা সেইরূপ সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছি—কিন্তু যে পার্লিয়ামেণ্ট-সভায় আমাদের বক্তব্য বলিবার জন্য কোনও প্রতিনিধি নাই, সেই পার্লিয়ামেণ্ট-সভা আমাদের উপর কোন কর দাবী করিলে, সে কর আমরা দিব না। বিশেষতঃ ফরাসী-দের সহিত যে যুদ্ধ হইয়াছে, সেই যুদ্ধে ইংরেজ-জাতিরই গৌরব বৃদ্ধি পাইয়াছে। আমরাও কি যুদ্ধের জন্য অর্থ-ব্যয় করি নাই? প্রথমতঃ আমাদের দেশীয় সৈন্যগণের ব্যয়ভার বহন করিতে হইয়াছে, দ্বিতীয়তঃ ইংলণ্ড হইতে যে সৈন্য আসিয়াছিল তাহা-দের ব্যয়ও নির্ব্বাহ করিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছি। অতএব আমরা যেরূপ আমাদের যুদ্ধের ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়াছি, ইংলণ্ডও সেইরূপ করুক।”

এই ঘটনা লইয়া ইংলণ্ডেও দুইটি দল গড়িয়া উঠিল। পিট, বার্ক প্রভৃতি খ্যাতনামা ব্যক্তিগণ আমেরিকার পক্ষ সমর্থন করিতে লাগিলেন, কিন্তু ইংলণ্ডের রাজা তৃতীয় জর্জ্জ ও তাঁহার মন্ত্রী

গ্রাণ্‌ভিল্‌ কাহারও কথা শুনিলেন না। তাঁহারা ইহার উপর আবার ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে মার্চ্চ মাসে ষ্ট্যাম্প আইন নামে একটী আইন জারি করিলেন। এই ষ্ট্যাম্প-আইন মতে এইরূপ নির্দ্ধারিত হইল যে আমেরিকার খত, কোবালা প্রভৃতি সমস্ত দলিল-পত্র নির্দ্দিষ্ট মূল্যের ষ্ট্যাম্পে লিখিতে হইবে। এই সব ষ্ট্যাম্প-কাগজ ইংলণ্ড হইতে প্রেরিত হইবে এবং উহা বিক্রয় করিয়া যে টাকা পাওয়া যাইবে, সে টাকা ইংলণ্ডের গবর্ণমেণ্টের লাভ হইবে।

তৃতীয় জর্জ্জ যে শুধু এই আইন করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন তাহা নহে, তিনি একে একে আরও কতকগুলি বিধান আমেরিকাবাসীদের উপর প্রচলন করিলেন,—আমেরিকান্‌রা স্বাধীন ভাবে বাণিজ্য করিতে পারিবে না, ইংরেজ ভিন্ন অন্য কোন জাতির জাহাজে মাল আমদানি করিতে পারিবে না, এমন কোন ব্যবসায় করিতে পারিবে না যাহার সহিত ইংলণ্ডের শিল্পজাত দ্রব্যের কোনও প্রতিযোগিতা ঘটিতে পারে, আমেরিকার গুরুতর অপরাধীদিগকে বিচারের জন্য ইংলণ্ডে প্রেরণ করিতে হইবে।

এ সকল কঠিন ও অপমানজনক বিধানে আমেরিকায় আগুন জ্বলিয়া উঠিল। আমেরিকান্‌রা ভীষণ ভাবে উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন। নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে প্রতিবাদ সভা বসিল, সকলের মুখেই ইংলণ্ডের এইরূপ অন্যায় বিধানের প্রতিকারের জন্য উত্তেজনার ভাব। বোষ্টন নগরের অধিবাসীরা ষ্ট্যাম্প-বিক্রেতার

কুশপুত্তলিকা দগ্ধ করিল। তাহারা অফিসের দরজা জানালা ভাঙ্গিয়া ফেলিল।

কি উপায়ে ইংলণ্ডেশ্বরের খেয়াল ও পার্লিয়ামেণ্টের এই বিধান তুলিয়া লওয়া যাইতে পারে, একথা লইয়া পরামর্শ-সভা বসিল। অবশেষে স্থির হইল যে একজন প্রতিনিধি প্রেরণ করাই সঙ্গত হইবে। এ সময়ে স্বাধীনতা-লাভের জন্য কোনও আকাঙ্ক্ষা কোনও আমেরিকার অধিবাসীর প্রাণেই জাগরিত হয় নাই। সকলেই স্থির করিলেন যে আমেরিকা হইতে যদি কোনও যোগ্য ব্যক্তিকে প্রতিনিধি স্বরূপ ইংলণ্ডে প্রেরণ করা যায়, তাহা হইলে—পার্লিয়ামেণ্টের সভ্যগণ বিষয়টির অযৌক্তিকতা উপলব্ধি করিয়া নিশ্চয়ই উহা প্রত্যাহার করিবেন। এইরূপ স্থির করিয়া মহাত্মা বেঞ্জামিন্ ফ্রাঙ্কলিন্‌কে ইংলণ্ডের রাজদরবারে প্রেরণ করা হইল।

বেঞ্জামিন্ ফ্রাঙ্কলিনের জীবন-কাহিনী অতি বিচিত্র। এখানে সংক্ষেপে তাঁহার বিষয়ে দুই একটি কথা বলিতেছি। বেঞ্জামিন্ ফ্রাঙ্কলিন্ অতি দরিদ্রের সন্তান। শৈশব কালে অর্থাভাবে তাঁহার শিক্ষালাভ ঘটে নাই, সেজন্য বাল্যাবস্থায় অতি সামান্য বেতনে একটী মুদ্রাযন্ত্রের কারখানায় কার্য্য গ্রহণ করেন। তিনি এই কার্য্য করিবার সময় যাহা পাইতেন তাহার দ্বারা অতি কষ্টে যৎকিঞ্চিৎ সঞ্চয় করিয়া পুস্তকাদি কিনিতেন এবং একটু অবসর পাইলেই বেশ মনোযোগ দিয়া লেখাপড়া করিতেন। এইরূপ আত্মশক্তি ও চেষ্টা দ্বারা স্বকীয় অধ্যবসায়

বলে ফ্রাঙ্কলিন্ অল্পদিনের মধ্যেই রাজনীতি, বিজ্ঞান ইত্যাদি নানা বিষয়ে পাণ্ডিত্য লাভ করেন। বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন্ই সর্ব্বপ্রথমে তাড়িতের প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করিয়া পরিচালন-দণ্ডের আবিষ্কার করেন। তাঁহার সেই প্রতিভার ফল আজ সমস্ত পৃথিবী ব্যাপিয়া বিরাজমান রহিয়াছে।

বেঞ্জামিন্ ফ্রাঙ্কলিন্ ইংলণ্ডে যাইয়া আন্দোলন করিবার ফলে ইংরেজেরা উপনিবেশ-বাসীদের মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া ষ্ট্যাম্প-আইন উঠাইয়া দিলেন। ষ্ট্যাম্প-আইন রদ হইল বটে কিন্তু তদানীন্তন প্রধান মন্ত্রী লর্ড নর্থ কিছুদিন পরেই আবার চা প্রভৃতি কতকগুলি জিনিষের উপর শুল্ক বসাইলেন। কাজেই ইংলণ্ড আপনার ক্ষমতা যে অপ্রতিহত তাহা দেখাইবার জন্যই যেন, আমেরিকার উপর এই করটি অচিরাৎ ধার্য্য করিলেন। কাজেই কলহের কারণটা রহিয়াই গেল।

আমেরিকার সমগ্র অধিবাসীরা ইংলণ্ডের লোকের এইরূপ ব্যবহারে অত্যন্ত ম্রিয়মাণ হইলেন। তাঁহারা এই অত্যাচার ও অবিচারের প্রতিশোধ লইবার জন্য দৃঢ়সঙ্কল্প হইলেন। আমেরিকার অন্যান্য অধিবাসীদের ন্যায় জর্জ্জ ওয়াশিংটনও ইংলণ্ডের এইরূপ অন্যায় ব্যবহারে অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। তিনি উদ্যোগী হইয়া দেশের বিখ্যাত লোকদের দ্বারা স্বাক্ষর করাইয়া এক প্রতিজ্ঞা-পত্র প্রচার করিলেন যে, যত দিন পর্য্যন্ত ইংলণ্ড শুল্ক আদায়ের আদেশ প্রত্যাহার না করিবেন, তত দিন উপনিবেশবাসীরা শুল্কভারগ্রস্ত কোন বস্তুই ব্যবহার করিবেন

না। এইরূপ প্রতিজ্ঞার ফল ফলিল, ইংলণ্ডের ব্যবসায়ীদের বিশেষ ক্ষতি হইতে লাগিল। তাঁহারা পার্লিয়ামেণ্টের এইরূপ ব্যবস্থায় বিরক্তি প্রকাশ করিতে লাগিলেন। এরূপ অবস্থায় মন্ত্রি-সভা কর্তৃক এক চা ব্যতীত অন্যান্য সকল জিনিষের উপর হইতেই শুল্ক-গ্রহণের ব্যবস্থা প্রত্যাহৃত হইল। পার্লিয়ামেণ্ট দেখিলেন যে একেবারে যদি সমস্ত শুল্কভার প্রত্যাহার করা যায় তাহা হইলে তাঁহাদের অনেকখানি খাটো হইতে হয়, এজন্যই চায়ের উপর শুল্কভারটা আর প্রত্যাহার করিলেন না।

আমেরিকাবাসীরা এইবার চা-পান পরিত্যাগ করিলেন। আমেরিকার ন্যায় শীতপ্রধান দেশে চা পান করা যে কত বড় প্রয়োজনীয় তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। তবু দেশের হিতার্থে সমুদয় আমেরিকাবাসী চা-পান পরিত্যাগ করিলেন। ইংলণ্ড হইতে যে সকল জাহাজ চা লইয়া আসিয়াছিল তাহারা চা বিক্রয় করিতে না পারিয়া ফিরিয়া গেল। বোষ্টন-নগরের কয়েকজন অধিবাসী—একদিন রেড্ ইণ্ডিয়ানদের সাজ-পোষাকে সজ্জিত হইয়া একখানা চা-বোঝাই জাহাজে উঠিয়া সমস্ত চা সমুদ্র-জলে ফেলিয়া দিলেন। ইহাদিগকে ধরিবার জন্য রাজপুরুষগণ বহু চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য না হইয়া সমুদয় নগরবাসীদের উপর দণ্ড-বিধানের চেষ্টা করিলেন। তাঁহারা আদেশ দিলেন যে বোষ্টন-নগরের বন্দরের সহিত অপর সমুদয় নগরের বাণিজ্য স্থগিত থাকিবে। এই হুকুম যাহাতে প্রতিপালিত হয় সেজন্য ইংলণ্ড হইতে রণতরী আসিয়া উপস্থিত হইল।

ইংলণ্ডের এইরূপ রুদ্রমূর্ত্তি দেখিয়া উপনিবেশবাসীরা বুঝিতে পারিলেন যে যুদ্ধ অনিবার্য্য। তাঁহারা কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণের জন্য ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে সমগ্র দেশের প্রতিনিধি লইয়া কংগ্রেস নামক এক জাতীয় মহাসমিতি গঠন করিলেন এবং বর্ত্তমান অবস্থায় কি করা কর্ত্তব্য সেই বিষয়ে পরামর্শ করিতে লাগিলেন। এদিকে বোষ্টন-নগরবাসীদিগকে দণ্ড দিবার জন্য ইংরেজ-রণতরী হইতে অনবরত গোলাবৃষ্টি হইতে লাগিল এবং আরও সাত হাজার ইংরেজ-সৈন্য বোষ্টন-নগরে আসিয়া উপস্থিত হইল। আমেরিকান্‌রা দেখিলেন যে ইংরেজদের সহিত যুদ্ধ না করিলে কোন রূপেই এই অত্যাচারের গতি প্রতিহত করা যাইবে না, কাজেই তাঁহারাও যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দের ১৯শে এপ্রিল আমেরিকায় কামান গর্জ্জিয়া উঠিল। এ সময় হইতে ইংরেজ ও আমেরিকান্ দুই পক্ষে প্রকৃত যুদ্ধ আরম্ভ হইল।

ইংরেজদের সহিত আমেরিকান্‌দের সর্ব্বপ্রথম কঙ্কর্ড নামক স্থানে যুদ্ধ হইয়াছিল। এই যুদ্ধে আমেরিকান্‌রা জয়লাভ করিয়াছিলেন। এই স্বাধীনতার যুদ্ধে আমেরিকান্‌রা যে কিরূপ রণরঙ্গে মাতিয়াছিলেন, দেশের স্বাধীনতা লাভের জন্য যে তাঁহাদের প্রাণে কিরূপ উত্তেজনার সৃষ্টি হইয়াছিল, উদাহরণস্বরূপ এখানে তাহার একটী গল্প বলিতেছি। ইস্রেল পুট্‌নাম নামক এক ব্যক্তি ক্ষেত্রে কাজ করিতেছিলেন, এইরূপ সময়ে কঙ্কর্ডের যুদ্ধের সংবাদ পাইয়া তিনি একটী হলবাহী অশ্বের পৃষ্ঠে আরোহণ

করিয়া পুত্রকে বলিলেন, "বৎস! তোমার মাকে বলিও, আমি যুদ্ধে চলিলাম, এখন বাড়ী যাইয়া তাহার নিকট হইতে বিদায় লইয়া আসিতে গেলে বৃথা সময় অতিবাহিত হইবে।" এইরূপ বলিয়া তিনি পলকমধ্যে অশ্বারোহণে রণক্ষেত্রাভিমুখে ধাবিত হইলেন।

আমেরিকান্‌রা সর্ব্বসম্মতিক্রমে জর্জ্জ ওয়াশিংটনকে সেনাপতির পদে বরণ করিলেন। তাঁহার মাসিক বেতন হইল পাঁচ শত ডলার অর্থাৎ প্রায় বর্ত্তমান সময়ে ১৪৬২৷৷৵ টাকা। ওয়াশিংটন বলিলেন যে, "আপনারা আমাকে যে কাজের ভার অর্পণ করিলেন, ইহা অতি গুরুতর কাজ। আমি কোন রূপ লাভের প্রত্যাশায় একাজ করিতে আসি নাই। এ কাজ দেশের কাজ। এজন্যই নিজের গার্হস্থ্য জীবনের শান্তি-সুখ উপেক্ষা করিয়াও এ কার্য্যে ব্রতী হইয়াছি। আমি বেতন লইব না, তবে সাধারণের কাজে যে টাকা ব্যয় হইবে আমি তাহার রীতিমত হিসাব রাখিব, আমাকে শুধু সে টাকা দিলেই চলিবে।" ওয়াশিংটনের এইরূপ উক্তিতে পুনরায় দেশবাসীগণ তাঁহার মহত্ত্বের নিকট আপনাদিগকে অবনত করিল।

এসময়ে ওয়াশিংটন ফিলাডেলফিয়া নগরের কংগ্রেস-সভায় কাজ করিতেছিলেন। যুদ্ধ-কার্য্যে ব্যাপৃত হইবার পূর্ব্বে মাতা ও পত্নীর নিকট বিদায় গ্রহণ করিবার জন্য যাইতে হইলে সময় নষ্ট হইবে বলিয়া তিনি পত্র লিখিয়া মাতা ও পত্নীর নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন এবং বোষ্টন-নগরী রক্ষার জন্য সেদিকে ধাবিত হইলেন।

ওয়াশিংটন বোষ্টন-নগরে রওয়ানা হইবার পূর্ব্বে সংবাদ পাইলেন যে বাঙ্কার্স শৈল নামক স্থানে ইংরেজ ও আমেরিকান্‌-দের মধ্যে একটা যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। সে যুদ্ধে আমেরিকানরা পরাজিত হইলেও তাহারা বেশ সাহসিকতার পরিচয় দিয়াছে। ইংরেজরা আমেরিকান্‌দের এইরূপ সাহসিকতায় বিস্মিত হইলেন। ওয়াশিংটন বুঝিলেন যে আমেরিকান্‌ সৈন্যরা নিয়মিত ভাবে শিক্ষা পাইলে অনায়াসেই ইংরেজদিগকে পরাজিত করিতে পারিবে।

ওয়াশিংটন দেখিলেন যে তাঁহার পক্ষীয় সৈন্যেরা অধিকাংশই অশিক্ষিত—তার উপর আবার অস্ত্র-শস্ত্রের অভাব। ইংরেজ সৈন্যেরা শিক্ষিত এবং সর্ব্বপ্রকার যুদ্ধোপকরণে সুসজ্জিত। বিশেষতঃ তাঁহার অধিকাংশ সৈন্যগণই লাঙ্গল ছাড়িয়া অস্ত্র ধরিয়াছে। ওয়াশিংটন যুদ্ধের সঙ্গে সঙ্গেই সৈন্যদিগকে সুশিক্ষিত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, মদ্যপান ইত্যাদি সর্ব্বপ্রকার অনাচার সৈন্যদল-মধ্য হইতে দূর করিয়া দিলেন। ওয়াশিংটনের অমানুষিক প্রতিভাবলে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই সৈন্যগণ সুশিক্ষিত হইয়া উঠিল।

ওয়াশিংটন নিজেও সাধারণ সৈনিকগণের ন্যায় অসাধারণ পরিশ্রম করিতেন। একদিন তিনি সৈন্যদের কার্য্যাবলি পরিদর্শন করিতেছেন—এমন সময় একস্থানে দেখিতে পাইলেন যে একজন সুবাদার অধীনস্থ যোদ্ধাদিগকে একটা বড় কাঠ তুলিবার জন্য আদেশ দিতেছেন। সৈন্যগণ প্রাণপণে চেষ্টা

করিয়াও কাঠ খানা তুলিতে পারিতেছে না। সুবাদার দেখিতেছে যে সৈন্যগণ কাঠখানা তুলিতে পারিতেছে না, তখনি কিন্তু নিজে কাঠখানা তুলিবার জন্য অগ্রসর না হইয়া কেবল দূর হইতে 'জোরে, আরও জোরে—তোমরা কোনও কাজের নও' ইত্যাদি নানা কথা বলিতেছেন। ওয়াশিংটন সুবাদারের এইরূপ কার্য্য করিতে দেখিয়া বলিলেন—"আপনি কেন সৈন্যদের সহিত কাঠখানা ধরিতেছেন না ?" সুবাদার করিলেন, "সে কি মহাশয়, আপনি কি বলিতেছেন ? জানেন না বোধ হয় আমি কে ?"

ওয়াশিংটন কৌতুক করিয়া বলিলেন—"না ।"

"ওঃ, তাই ও কথা বলিতেছিলেন, আমি যে সুবাদার ! আমি যে ভদ্রলোক, আমি ত ছোট লোক নই যে ঐরূপ হেয় কার্য্যে প্রবৃত্ত হইব। আপনার আমার সহিত সতর্কভাবে কথা বলা উচিত ছিল।"

এই সুবাদার-প্রভু জর্জ্জ ওয়াশিংটনকে চিনিতেন না বলিয়াই ঐরূপ ভাবে কথা-বার্ত্তা বলিতে সাহসী হইয়াছিলেন। ওয়াশিংটন সুবাদারকে আর কোনরূপ কথা না বলিয়া নিজ হস্তে সৈন্যদের সহিত মিলিত হইয়া কাঠখানা তুলিলেন এবং অল্প সময়ের মধ্যেই যথাস্থানে কাঠখানা সন্নিবেশিত করিয়া বলিলেন—"সুবাদার মহাশয় ! আপনি নিজে যখন কোনও কাজ করিতে অপারগ হইবেন, তখন সেনাপতি মহাশয়কে সংবাদ দিবেন। তিনি কোন কাজ করিতেই অপমান বোধ করেন না। আমার নাম জর্জ্জ ওয়াশিংটন।" সুবাদার লজ্জায় মস্তক অবনত

করিলেন। তাঁহার মুখ দিয়া আর একটী কথাও বাহির হইল না।

ওয়াশিংটন এইবার আপনার শক্তি ও বল বুঝিতে পারিয়া বোষ্টন-নগর অবরোধ করিলেন। বহুদিন অবরোধ করিলেও যখন নগরের পতন হইল না, তখন তিনি বোষ্টন-নগরের বহির্ভাগে যে দুইটী পাহাড় আছে, এক রাত্রির মধ্যে ঐ পাহাড়ের উপর দুইটী বুরুজ নির্ম্মাণ করিয়া তাহার উপর হইতে তিনি গোলাবর্ষণ করিতে লাগিলেন। প্রভাতের আলোক বিকশিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই বুরুজ দুইটী হইতে ইংরেজ সৈন্য-গণের উপর গোলা বর্ষিত হইতে লাগিল। ইংরেজ-সৈন্যেরা এইরূপ অসম্ভব ব্যাপার সম্ভব হইতে দেখিয়া বিস্মিত হইল।

ইংরেজ-সেনাপতি বুরুজ অধিকার করিবার জন্য যত্নবান্ হইলেন। যদি বুরুজ অধিকার করিতে না পারেন, তাহা হইলে আর রক্ষা নাই। এজন্য তিনি বুরুজ অধিকার করিবার জন্য প্রাণপণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু পারিলেন না, কাজেই নগর ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। ওয়াশিংটন এইবার বোষ্টন অধিকার করিলেন। বোষ্টন অধিকার করিবার পর হইতে সর্ব্বত্র ওয়াশিংটনের বিজয়-বাণী ঘোষিত হইল। কংগ্রেস-সভা হইতে তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করা হইল এবং একটি সুবর্ণ-পদক প্রদত্ত হইল।

বোষ্টন অধিকারের পর ওয়াশিংটন নিউইয়র্কের দিকে চলিলেন, কারণ ইংরেজরা নূতন সেনাদল লইয়া নিউইয়র্কের

দিকে ধাবিত হইয়াছিল। ওয়াশিংটন নিউইয়র্ক নগরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এই সময়ে ঔপনিবেশিকেরা আপনাদিগকে স্বাধীন বলিয়া ঘোষণা করিলেন। উপনিবেশিগুলি যুক্তরাজ্য নামে অভিহিত হইল। নিউ ইয়র্কে ইংরেজদের সহিত আমেরিকান্‌দের ক্রমাগত সাতদিন যুদ্ধ চলিল। যুদ্ধে জর্জ্জ ওয়াশিংটন পরাজিত হইলেন। ইংরেজেরা তাঁহার পশ্চাদানুসরণ করিতে লাগিল। এসময় হইতে প্রায়ই ইংরেজরা জয়লাভ করিতে লাগিলেন, ইহাতে আমেরিকার পক্ষাবলম্বী অনেকেই নিরাশ হইয়া পড়িতে লাগিলেন। কিন্তু ওয়াশিংটন একদিন একমুহূর্ত্তের জন্যও নিরাশ হন নাই, তিনি এমনি কৌশলের সহিত পশ্চাতে ফিরিতে লাগিলেন যে তাঁহার সৈন্যদলেরও যেমন শৃঙ্খলা ভঙ্গ হয় নাই, তেমনি একটী কামানও শত্রুর করতলগত হয় নাই। ১৭৭৭ খৃঃ অব্দে ব্রাণ্ডিওয়াইন নামক নদীর তীরে ইংরেজদের সহিত আমেরিকানদের এক যুদ্ধ হইয়াছিল, সে যুদ্ধেও আমেরিকান্‌রা পরাজিত হইয়াছিলেন।

দুর্ভাগ্যের বিষয় যে একদল আমেরিকান্ ইংলণ্ডের পক্ষ অবলম্বন করিয়া নিজ-দেশের সর্ব্বপ্রকার অনিষ্ট করিবার জন্য ব্রতী হইয়াছিলেন। এমন কি কেহ কেহ ওয়াশিংটনকে হত্যা করিবার জন্যও ষড়যন্ত্র ইতস্ততঃ করেন নাই।

১৭৭৬ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা জুলাই আমেরিকাবাসিগণ আপনাদিগকে স্বাধীন বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন এবং সমগ্র উপনিবেশকে যুক্তরাজ্য বা United States নাম দিয়াছিলেন।

একথা পূর্ব্বেও একবার বলিয়াছি, এইবারও পুনরাবৃত্তি করিলাম। ইংরেজগণ এসময়ে ফিলাডেলফিয়া অধিকার করিয়াছিলেন।

এদিকে ওয়াশিংটনের বীরত্বের খ্যাতি ইয়োরোপের সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়া গিয়াছিল। ফ্রান্স, পোল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশ হইতে অনেক বিখ্যাত ব্যক্তি নিজব্যয়ে আমেরিকায় গিয়া ওয়াশিংটনের সেনাদলে ভর্ত্তি হইলেন। এসকল বীরপুরুষগণের মধ্যে ফরাসী বীর লা-ফায়েতের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য। এসময়ে ফরাসীদেশ আমেরিকাকে স্বাধীন দেশ বলিয়া মানিয়া লন নাই, কাজেই লা-ফায়েৎ যখন আমেরিকান্‌দের হইয়া যুদ্ধ করিতে আসিতে চাহিলেন, তখন তাঁহাকে ফরাসীর রাজা নিষেধ করিয়াছিলেন। কিন্তু বীরশ্রেষ্ঠ লা-ফায়েৎ কাহারও নিষেধ না মানিয়া গোপনভাবে আমেরিকায় যাইয়া উপনীত হইলেন। এখানে লা-ফায়েতের সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলিতেছি।

লা-ফায়েৎ সম্ভ্রান্ত-বংশীয় ব্যক্তি। তিনি ত্রয়োদশ বর্ষকালে পিতৃহীন হইয়া সৈন্যদলে প্রবেশ করিয়া অতি অল্প সময়ের মধ্যেই খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। আমেরিকায় আসিয়া তিনি বিনা বেতনে কার্য্যভার মাথায় পাতিয়া লইলেন। ওয়াশিংটন লা-ফায়েৎকে পাইয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন এবং প্রীত হইয়া বলিলেন, "আমার সৌভাগ্য যে আমি আপনার ন্যায় একজন ফরাসী বীরের সাহায্য পাইতেছি, আমি আপনার নিকট অনেক বিষয়েই শিক্ষা পাইব।" লা-ফায়েৎ কহিলেন—

"আমি শিখিতে আসিয়াছি—শিখাইতে আসি নাই।" জর্জ্জ ওয়াশিংটন ও লা-ফায়েতের মধ্যে এই যে সৌহার্দ্দ্যের সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহা আজীবন পর্য্যন্ত ছিল।

ইংরেজেরা ফিলাডেলফিয়া অধিকার করিলেন বটে, কিন্তু ইহার পর হইতেই যেন তাঁহাদের প্রতি অদৃষ্ট-লক্ষ্মী বিরূপা হইলেন। ইংরেজদের এইবার পরাজয় আরম্ভ হইল। ইংলণ্ডের রাজা এসময়ে বার্গয়েন্ নামক একজন সেনাপতির অধীনে কতকগুলি জার্ম্মাণ-সৈন্য ইংরেজদের পক্ষে যুদ্ধ করিবার জন্য পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। আমেরিকান্দের নিকট তাঁহারা পরাজিত ও বন্দী হইলে সেনাপতি বার্গয়েন্ প্রতিজ্ঞা করিলেন যে তিনি তাঁহার সৈন্যদলসহ আর কখন আমেরিকানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবেন না। তাঁহারা এইরূপ প্রতিশ্রুতি দিলে পর বার্গয়েন সৈন্যদল-বলসহ ইয়োরোপে ফিরিয়া গিয়াছিলেন।

১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে লা-ফায়েতের অনুরোধে ফরাসী আমেরিকার পক্ষাবলম্বন করিয়া তাহাদিগকে সাহায্য করিবার জন্য কয়েকখানা রণতরী ও সৈন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন। ফিলেডেল্ফিয়ায় ইংরেজেরা মহা বিপদে পড়িয়া ঐ স্থান পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিউ ইয়র্কের দিকে যাত্রা করিলেন। আমেরিকানরাও তাহাদের পিছু পিছু ছুটিতে লাগিলেন। এই সময়ে ইংলণ্ডের অনেকেই আমেরিকানদের সহিত সন্ধির পক্ষপাতী হইয়া উঠিলেন। যে পীট পূর্ব্বে আমেরিকানদের সহিত কোনও রূপ যুদ্ধবিগ্রহ না ঘটে তাহার একান্ত পক্ষপাতী

ছিলেন, দুঃখের বিষয় এইবার সেই পীট্ই আমেরিকানদের সহিত কোনরূপ সন্ধিবন্ধনের বিরোধী হইলেন।

তিনি বলিলেন, বর্ত্তমান সময়ে কোন রূপেই আমেরিকানদের সহিত ইংলণ্ডের সন্ধির প্রস্তাব হইতে পারে না, ঐরূপ প্রস্তাব করিলে ইংলণ্ডের একান্ত অগৌরবের কারণ হইবে। ইয়োরোপের যে সকল জাতি আমেরিকার সহিত যোগদান করিয়া যুদ্ধ পরিচালনা করিতেছে, তাহারা মনে করিবে যে সে সকল জাতির ভয়েই ইংলণ্ড সন্ধি করিতে অগ্রসর হইয়াছে, অতএব ইংলণ্ডের যে বিষয় গৌরব-হানি হয় সেরূপ কোন কার্য্যে তিনি অগ্রসর হইতে পারেন না। তিনি পার্লিয়ামেণ্ট সভায় সন্ধির বিরুদ্ধে এইরূপ ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা দিয়াছিলেন যে বক্তৃতা করিতে করিতে তিনি সভাস্থলেই মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। এই মূর্চ্ছাই তাঁহার জীবনের অন্তিম মুহূর্ত্ত আনিয়া উপস্থিত করিল। কিছু দিনের মধ্যেই তিনি প্রাণত্যাগ করিলেন তবে সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, তিনি আমেরিকা ইংলণ্ডের হস্তচ্যুত হইয়াছে এ দুঃসংবাদটা শুনিয়া যান নাই।

আরও দুই বৎসর কাল ইংরেজ ও আমেরিকানদের যুদ্ধ চলিয়াছিল। সম্মুখ যুদ্ধ বড় একটা হয় নাই। ১৭৮১ খৃঃ অঃ ওয়াশিংটন নিউইয়র্ক নগর অবরোধ করিলেন। লর্ড কর্ণওয়ালিস্ নামক একজন বিখ্যাত ব্যক্তি ইংরেজ-পক্ষের সেনাপতি হইয়া আসিলেন। এই লর্ড কর্ণওয়ালিসই পরে ভারতবর্ষের গভর্ণর জেনারেল হইয়া আসিয়াছিলেন। জর্জ্জ-

ওয়াশিংটন যখন নিউইয়র্ক নগর অবরোধ করেন, তখন তিনি সাত হাজার সৈন্য লইয়া সেই নগরে অবস্থান করিতেছিলেন।

ওয়াশিংটন অত্যন্ত কৌশলের সহিত অতি সঙ্গোপনে নিউইয়র্ক নগর অবরোধ করিলেন। কর্ণওয়ালিস্‌কে বন্দী করিতে পারিলে, ইংরেজ-সৈন্যের ক্ষতি ও উৎসাহভঙ্গ এ দুই-ই হইবে মনে করিয়া ওয়াশিংটন এইরূপ সঙ্কল্প করিয়াছিলেন।

রাত্রিকালে অত্যন্ত নীরবে ও সতর্কতার সহিত নিউইয়র্ক নগরের বাহিরে কয়েকটি বুরুজ নির্ম্মাণ করিয়া রাত্রি শেষ হইবার পূর্ব্বেই সুরক্ষিত করিয়াছিলেন। আর ওদিকে ইংরেজেরা যাহাতে সমুদ্রের দিক্ দিয়া পলায়ন করিতে না পারেন, সেজন্য ফরাসীদের যুদ্ধের জাহাজগুলি নগরের সম্মুখভাগে আসিয়া নঙ্গর করিয়াছিল। ভোরের আলো ফটিতে না ফুটিতেই বুরুজগুলি হইতে অনবরত গোলা বর্ষিত হইতে লাগিল। কর্ণওয়ালিস প্রায় পনের দিন পর্য্যন্ত বিশেষ সতর্কতার সহিত ও বীরত্বের সহিত নগর রক্ষা করিলেন বটে, কিন্তু অবশেষে বাধ্য হইয়া আত্মসমর্পণ করিলেন। দুই দিকে ফরাসী ও আমেরিকান সৈন্য শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইল আর তাহার মধ্য দিয়া ইংরেজ-সেনা অস্ত্র সমর্পণ করিয়া নগর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল।

ইংরেজেরা এই ভাবে পরাজিত হইয়াও হাল ছাড়িলেন না। আমেরিকার ন্যায় একটা বিশাল উপনিবেশের প্রভুত্ব কি সহজে পরিত্যাগ করা যায়? কাজেই কার্লটন নামক আর একজন

দক্ষ সেনাপতিকে তাহারা আবার আমেরিকায় প্রেরণ করিলেন। কার্লটন বেশ বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ ব্যক্তি ছিলেন, তিনি আমেরিকায় আসিয়া দেখিলেন যে আমেরিকার যুদ্ধে ক্ষতি হইয়াছে সত্য, কিন্তু যদি আমেরিকা ও ইংলণ্ডের শক্তির তুলনা করা যায় তাহা হইলে আমেরিকা তখনও বিলক্ষণ বিক্রমশালী রহিয়াছে। আর এই যুদ্ধ উভয় পক্ষেরই জ্ঞাতি-বিরোধ এবং এঙ্গ্লোস্যাক্সন জাতির বলক্ষয় ব্যতীত আর কিছুই নহে, কাজেই একটা জাতির ধনক্ষয় ও লোকক্ষয় করিয়া কোন লাভ নাই। কার্লটন এইরূপ কথা ইংলণ্ডে লিখিয়া পাঠাইলে পার্লিয়ামেণ্টে সেকথা লইয়া বিশেষ আন্দোলন উপস্থিত হইল এবং পার্লিয়ামেণ্ট সভায় নানারূপ তর্ক-বিতর্কের পর সকলেই কার্লটনের মতের অনুমোদন করিলেন এবং ১৭৮২ খৃষ্টাব্দের ৩শে নভেম্বর তারিখে—অর্থাৎ আমেরিকায় স্বাধীনতা সংগ্রাম আরম্ভ হইবার আট বৎসর পরে ইংলণ্ডের সহিত আমেরিকার সন্ধি হইয়া গেল। ইংলণ্ড আমেরিকাকে স্বাধীন বলিয়া মানিয়া লইলেন।

আমেরিকার জয়ধ্বনি আকাশে-বাতাশে ধ্বনিত হইয়া উঠিল। জর্জ্জ ওয়াশিংটনের সঙ্কল্প পূর্ণ হইল। আমেরিকা—আমেরিকান্ ঔপনিবেশিকদেরই হইল। এইবার বিজয়লক্ষ্মীর বিজয়-মাল্যে ভূষিত হইয়া—সৈন্যদিগকে গৃহে ফিরিবার জন্য বিদায়-প্রদান করিলেন। ইংলণ্ডেশ্বরও যুক্তরাজ্য হইতে অনাবশ্যক বোধে সেনাদল তুলিয়া লইয়াছিলেন। এতদিন যাহাদের সঙ্গে একত্র রণক্ষেত্রে সময় কাটাইয়াছেন, সুখ-দুঃখ ও মৃত্যুকে বরণ

করিয়া লইয়া—দেশের স্বাধীনতা ও জন্মভূমির রক্ষার জন্য ব্রতী হইয়াছিলেন এইবার অশ্রুভরা নয়নে তাহাদের নিকট হইতে বিদায়-গ্রহণ করিয়া গৃহাভিমুখে অগ্রসর হইলেন।

সৈন্যদের নিকট হইতে বিদায় লইয়া ওয়াশিংটন নিউইয়র্ক হইতে এন্নাপানিস নগরাভিমুখে প্রথমে রওনা হইলেন। এ সময়ে সে নগরে মহাসভার অধিবেশন হইতেছিল। যে পথ দিয়া তিনি অগ্রসর হইতেছিলেন, সেপথে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য—দেশের মুক্তিদাতা বীরকে দেখিবার জন্য দলে দলে লোক সমবেত হইতে লাগিল। গ্রাম ও নগর পত্র-পুষ্প-পতাকায় সুসজ্জিত হইল, গীত ও বাদ্য ধ্বনিতে চারিদিক্ মুখরিত হইয়া উঠিয়াছিল। মহাসভায় উপস্থিত হইলে, সে সকল সভ্যগণও তাঁহাকে বিরাট অভিনন্দনে অভিনন্দিত করিলেন। ওয়াশিংটন এইবার সেনাপতির যে সমুদয় গুরুভার তাঁহার উপর ন্যস্ত ছিল তাহা প্রত্যর্পণ করিলেন। তার পর ধীরে ধীরে ভার্ণন-শৈলে আসিয়া তাঁহার বিস্তীর্ণ ভূসম্পত্তি ও কৃষিকার্য্যের তত্ত্বাবধানে মনোনিবেশ করিলেন।

———

চতুর্থ অধ্যায়

ওয়াশিংটনের শেষ জীবন

জর্জ্জ ওয়াশিংটন দেশে ফিরিয়া আসিয়া পুনরায় বিশেষ ভাবে গার্হস্থ্য-ধর্ম্মে মনোনিবেশ করিলেন। যাহাতে সম্পত্তির আয় বৃদ্ধি পায়, ব্যবসায়-সমিতি প্রভৃতির দ্বারা দেশের ধনাগমের পথ প্রশস্ত হয় সেজন্য তিনি বিশেষ ভাবে মনোযোগী হইলেন। লোকে নানা বিষয়ে ওয়াশিংটনের নিকট সদুপদেশ গ্রহণ করিতে আসিতেন। একবার একটী সমিতি তাহার পরামর্শ গ্রহণ করিয়া প্রচুর অর্থ লাভ করিয়াছিলেন। সেই ওয়াশিংটনকে লক্ষাধিক টাকার অংশ দিতে চাহিয়াছিলেন। ওয়াশিংটন সে টাকাটা গ্রহণ না করিয়া একটী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের জন্য দান করিয়াছিলেন।

একদিকে যেমন প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিলেন, তেমনি দানশীলতায়ও তিনি মুক্ত হস্ত ছিলেন। যাহাতে দীন-দরিদ্র ব্যক্তিও অর্থ উপার্জ্জন করিয়া সুখী হইতে পারে, সে বিষয়ে তিনি সতত যত্নবান্ ছিলেন। যাহাতে অন্নাভাবে দীন প্রজাগণ ক্লেশ না পায় সেজন্য জমিদারীর মধ্যে ধর্ম্মগোলা স্থাপন করিয়াছিলেন। শস্য দ্বারা উহা পূর্ণ করিয়া রাখিতেন এবং যখন লোকের অন্ন ক্লেশ উপস্থিত হইত, তখন তিনি দরিদ্রদিগের মধ্যে শস্য বিতরণ করিতেন। একবার ভীষণ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত

হইয়াছিল, তখন ওয়াশিংটন তাঁহার গোলাজাত সমুদয় ফসল বিতরণ করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, বরং আরও শস্য ক্রয় করিয়া বিতরণ করিয়াছিলেন।

এখানে ওয়াশিংটনের দরিদ্র-জনের প্রতি প্রীতির একটী গল্প করিতেছি। একদা জন্‌সন্ নামক জনৈক ভদ্রলোক স্বাস্থ্যো-ন্নতির নিমিত্ত ভার্জ্জিনিয়া প্রদেশের উষ্ণ-প্রস্রবণে স্নান করিতে গিয়াছিলেন। তৎকালে তথায় এত লোকের সমাগম হইয়াছিল যে, জন্‌সন্ কোন ভাল বাসস্থান না পাইয়া এক রুটিওয়ালার দোকানে আশ্রয় লইয়াছিলেন। তিনি দেখিতেন যে প্রতিদিন শত শত নিগ্রো সেখান হইতে রুটি লইয়া যাইত; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে কেহই মূল্য দিত না। ইহা দেখিয়া একদিন তিনি রুটিওয়ালাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"ভাই, তোমার এ ব্যবসায়ে কি কিছু লাভ হয়?" প্রশ্ন শুনিয়া রুটিওয়ালা কিছু বিস্মিত হইয়া কহিল,—"কেন মহাশয়, আপনার এইরূপ সন্দেহ হইবার কারণ কি? আমি ত প্রতিদিন অনেক টাকার রুটি বিক্রয় করি।"

"তা সত্য বটে, কিন্তু তুমি কিছু ধারে দেও।"

"ধার! কই, আমি ত একখানা রুটিও ধারে বেচি না।"

"সেকি? আমি যে রোজই দেখিতে পাই, শত শত দুঃখী লোকে তোমার দোকান হইতে রুটি লইয়া যায়; কিন্তু অনে-কেই ত মূল্য দেয় না।"

"তাহাতে ক্ষতি কি? উহারা আমাকে একদিনে সব টাকা বুঝাইয়া দিবে।"

"বটে, একদিনে দিবে? সেদিন বুঝি এ জীবনে নয়! তুমি কি মনে কর যে, ধর্ম্মরাজ উঁহাদের জামিন হইতেছেন; আর পরকালে এক কথায় তোমার পাওনা শোধ করিয়া দিবেন?"

"না, না, তা নয়। তবে ব্যাপারখানা এই যে ওয়াশিংটন তাঁহার নিজ হিসাবে খরচ লিখিয়া এই সকল দুঃখী লোককে রুটি দিতে আদেশ করিয়াছেন। তাঁহার ইচ্ছা নহে যে ইহারা তাঁহার নাম জানিতে পারে; নচেৎ তিনি লোক দিয়াই রুটি-বিতরণের ব্যবস্থা করিতেন।"

একবার রুবেন্ রুজি নামক একব্যক্তি ওয়াশিংটনের নিকট হইতে বিশহাজার টাকা ধার লইয়াছিলেন। নির্দ্ধারিত সময়ে রুজি ঋণ পরিশোধ করিতে না পারায় ওয়াশিংটনের কর্ম্মচারী রুজির নামে নালিশ করিয়া তাহাকে কারাগারে প্রেরণ করিয়াছিলেন। রুজি কারাগার হইতে তাহাকে মুক্ত করিয়া দিবার জন্য ওয়াশিংটনের নিকট আবেদন করিয়াছিলেন। ওয়াশিংটন কিন্তু এ বিষয় কিছুই জানিতেন না, তিনি রুজির দরখাস্ত পাইয়া তৎক্ষণাৎ তাহার কারামুক্তির ব্যবস্থা করিয়া দিয়া কর্ম্মচারী তাঁহাকে না জানাইয়া এইরূপ কার্য্য করিয়াছে দেখিয়া কর্ম্মচারীকে যথেষ্ট ভৎর্সনা করিলেন।

কয়েক বৎসর পরে রুজির অবস্থা ফিরিল। রুজি ব্যবসার দ্বারা প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিলেন, তিনি ঋণ পরিশোধ করিবার জন্য ওয়াশিংটনের নিকট তাঁহার সমুদয় প্রাপ্য টাকা

লইয়া উপস্থিত হইলেন। ওয়াশিংটন তাঁহার নিকট সমুদয় অবস্থা জ্ঞাত হইয়া হাসিয়া বলিলেন—“কেন ভাই, তুমি ত বহুদিন হইল ঋণমুক্ত হইয়াছ।” রুজি অতি করুণ ভাবে বলিলেন—“আমি ও আমার পরিজনবর্গ আপনার নিকট যে ঋণে আবদ্ধ সে ঋণ পরিশোধ হইবার সম্ভাবনা নাই। তবে এ টাকাটা গ্রহণ করিয়া আমাকে ঋণের দায় হইতে অব্যাহতি দিন্।” ওয়াশিংটন সেই টাকা গ্রহণ করিয়া সে সমস্ত টাকা রুজির সন্তানদিগকে দান করিলেন।

এইরূপ শান্তিপূর্ণ জীবন তিনি বেশীদিন অতিবাহিত করিতে পারিলেন না। ১৭৮৯ খৃঃ অঃ কংগ্রেস মহাসভায় স্থির হইল যে দেশের শাসন সংক্রান্ত কার্য্যাদি নির্ব্বাহের জন্য একজন প্রেসিডেন্ট নির্ব্বাচিত হইবেন। সকলে এই গুরুতর কার্য্যের ভার ওয়াশিংটনের উপরই অর্পণ করিলেন। ওয়াশিংটন এইরূপ গুরুতর দায়িত্ব-পূর্ণ কার্য্য গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক ছিলেন না, কিন্তু দেশের ও দশের কাজের এই আহ্বান-বাণী তিনি উপেক্ষা করিতে পারিলেন না, নিজের ব্যক্তিগত সুখ ও স্বার্থ বিসর্জ্জন দিয়া মাতৃভূমির সেবার জন্য এই ব্রত গ্রহণ করিলেন।

এ সময়ে নিউইয়র্ক নগরে কংগ্রেসের অধিবেশন হইতেছিল। ভার্ণন-শৈল হইতে তিনি নিউইয়র্ক যাত্রা করিলেন। পথের মধ্যে দেশের লোক তাঁহাকে যেরূপ সম্বর্দ্ধনা করিয়াছিল, পৃথিবীর কোন দিগ্বীজয়ী সম্রাট্ ইহার অপেক্ষা বেশী সম্বর্দ্ধনা পাইয়া থাকেন কিনা সন্দেহ। পথের দুই পার্শ্বেই জনতা

হইয়াছিল। পুরুষ ও নারী বালক-বালিকা সকলেই তাঁহাকে দেখিবার জন্য সমবেত হইয়াছিলেন। একটী বালক তাহার পিতার স্কন্ধে চাপিয়া ওয়াশিংটনকে দেখিতে আসিয়াছিল— "বাবা! এই কি ওয়াশিংটন? ইনি যে আমাদেরই মত মানুষ।"

ট্রেনস্ন নগরীর মধ্য দিয়া যখন যাইতেছিলেন, তখন তাঁহাকে যেরূপ অভ্যর্থনা করা হইয়াছিল, এইরূপ আর কোথাও হয় নাই। সেখানে রাস্তার ধারে একটী সিংহদ্বার প্রস্তুত হইয়াছিল, সেই সিংহদ্বারের একপার্শ্বে ছোট ছোট বালিকারা সাদা পোষাকে সজ্জিত হইয়া হাতে এক একটী করিয়া ফুলের তোড়া লইয়া দাঁড়াইয়াছিল। আর এক পার্শ্বে মহিলাগণ পুষ্পভার মস্তকে লইয়া দণ্ডায়মান হইয়া অভ্যর্থনা-সঙ্গীত গাহিতেছিলেন। ওয়াশিংটনের গাড়ী যেমন আসিল, তখন সকলে সেই গাড়ীর উপর পুষ্প-বৃষ্টি করিয়া দেশের কর্ণধারকে অভিনন্দিত করিয়াছিলেন। নিউইয়র্ক নগরেও সভাপতিকে উপযুক্তরূপ সম্বর্দ্ধনা করা হইয়াছিল।

চারিবৎসর কাল দেশের বিবিধ হিতকর কার্য্য করিয়া তিনি বিদায় গ্রহণ করিতে চাহিলেন, কারণ প্রতি চারিবৎসর অন্তর আমেরিকায় এক একজন নূতন সভাপতি নির্ব্বাচিত হয়। কিন্তু পুনরায় ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে সকলে তাঁহাকেই সভাপতি নির্ব্বাচিত করিলেন। তিনি বহু আপত্তি উপস্থিত করিয়াছিলেন, কিন্তু কে আপত্তি শুনিবে? কাজেই তাঁহাকে

পুনরায় সভাপতির গুরুতর দায়িত্বপূর্ণ পদ গ্রহণ করিতে হইয়াছিল।

তাঁহার সময়-নিষ্ঠা ও কর্ত্তব্যপরায়ণতা সম্বন্ধে এখানে দুই একটী গল্প বলিব। এ সকল গল্প হইতে বোঝা যায় যে মানুষ কিসে বড় এবং কেন বড় হইয়া থাকে। ওয়াশিংটন একবার বেলা আট ঘটিকার সময় কোনও স্থানে গমন করিবেন বলিয়া সময় নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। আটটা বাজিবা মাত্রই তিনি বাহির হইয়া গেলেন, শরীর-রক্ষী অশ্বারোহী সেনাদের জন্য আর অপেক্ষা করিলেন না। তিনি বাহির হইয়া যাইবার অব্যবহিত পরেই অশ্বারোহী সেনারা ছুটিতে ছুটিতে যাইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল। এই অশ্বারোহী সেনাদলের নেতা পূর্ব্বে ওয়াশিংটনের অধীনে একজন কর্ম্মচারী ছিলেন। ওয়াশিংটন তাঁহাকে কহিলেন—"সুবাদার সাহেব! আপনি আমার সহিত এত কাল কাজ করিয়াও কি সময়ের মূল্য বুঝিতে পারিলেন না?"

কর্ত্তব্য-নিষ্ঠা সম্বন্ধে তিনি কিরূপ ন্যায়নিষ্ঠ ছিলেন এইবার সে সম্বন্ধে একটী গল্প বলিব। একটী পদের জন্য তাঁহার নিকট দুইজন প্রার্থী উপস্থিত হইলেন, একজন তাঁহার অতি প্রিয়তম বন্ধু, দ্বিতীয় ব্যক্তি তাঁহার সহিত পরিচিত ছিলেন না। ওয়াশিংটনের যিনি বন্ধু ছিলেন, তিনি বিষয়-কর্ম্মে তাদৃশ পারদর্শী ছিলেন না, অপর ব্যক্তি বেশ যোগ্য ব্যক্তি ছিলেন। সকলেই মনে করিয়াছিল যে পদটি তাঁহার বন্ধুই পাইবেন। কিন্তু কার্য্যকালে দেখা

গেল যে ওয়াশিংটন বন্ধুকে উপেক্ষা করিয়া সেই যোগ্য ব্যক্তি-কেই নিযুক্ত করিয়াছেন।

১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে ফরাসী-দেশে রাষ্ট্রবিপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল। সে সময়ে ওয়াশিংটনের প্রিয়তম বন্ধু লা-কায়েৎ স্বদেশ হইতে বিতারিত হইয়াছিলেন—তিনি জার্ম্মেনী চলিয়া গিয়াছিলেন এবং সেখানে বন্দী হইয়াছিলেন। ওয়াশিংটন তাঁহাকে মুক্ত করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং তাহার পরিবারবর্গকে কুড়িহাজার টাকা দান করিয়াছিলেন।

দ্বিতীয় বারের নিৰ্দ্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হইলে পর তিনি পুনরায় তৃতীয়বার সভাপতির পদে বরিত হইয়াছিলেন, কিন্তু এইবার তিনি আর উক্ত পদ গ্রহণ না করিয়া বিশ্রাম সুখভোগের জন্য ভার্ণন-শৈলে চলিয়া গেলেন। কিন্তু বিধাতা যে তাঁহাকে তাঁহার চিরশান্তিময় ক্রোড়ে আহ্বান করিয়া লইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন, সে কথা কেহই বুঝিতে পারে নাই।

১৭৯৯ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাস। আর কয়েকটি দিন অতিবাহিত হইলেই একটা শতাব্দী কাটিয়া যায়, কিন্তু বিধাতার ইচ্ছা ত তাহা নয়।

একদিন বৃষ্টি হইতেছে, বাহিরে ভীষণ দুর্য্যোগ, এরূপ সময়ে ওয়াশিংটন বাহিরে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। মাতা তাহাকে নিষেধ করিলেন, কিন্তু ওয়াশিংটন তাঁহার নিষেধ-বাণী শুনিলেন না, বলিলেন, "আজ বাগানে একটা নূতন

কাজ হইতেছে, আমার যাওয়ার বিশেষ আবশ্যক। আর ভিজিলেই কি অসুখ হইবে বলিয়া মনে কর ?”

মধ্যাহ্ন ভোজনের পূর্ব্বে ফিরিয়া আসিয়া সেই ভিজা কাপড় চোপড়েই আহার করিতে বসিলেন। ইহার ফলে সর্দ্দি হইল। সেই সর্দ্দি হইতেই ক্রমে গুরুতর পীড়া দেখা দিল। বড় বড় চিকিৎসক আসিলেন, সে কালের চিকিৎসা-পদ্ধতি অনুযায়ী রক্ত-শোষণ করা হইল, কিন্তু কোন ফলই হইল না। পীড়া উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ওয়াশিংটন বুঝিলেন যে তাঁহার আর রক্ষা নাই, কাজেই চিকিৎসকেরা যখন ঔষধ-সেবনের জন্য পুনঃ পুনঃ পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল তখন তিনি বলিলেন—“I feel I am going. I thank you for your attentions, but I pray you to take no more trouble about me.”—“আমি যাচ্ছি—আপনারা আমার জন্য যথেষ্ট কষ্ট কচ্ছেন, কিন্তু আমি ভাল হব না—আমার জন্য আপনারা আর ক্লেশ স্বীকার করবেন না, আমাকে শান্তিতে যেতে দিন।” মৃত্যুর পূর্ব্বক্ষণে অতি কষ্টে রোগ শয্যাপার্শ্বস্থিত একজন বন্ধুকে বলিলেন—“দেখিবেন, যেন তিনদিনের মধ্যে আমার দেহ সমাহিত না হয়।” তারপর বিনা-যন্ত্রণায় মহাপুরুষের অমর আত্মা অমরলোকে প্রস্থান করিল। সে যুগে রেলগাড়ী ছিল না—টেলিগ্রাফ ছিল না, তথাপি দেখিতে দেখিতে মহাপুরুষ ওয়াশিংটনের মৃত্যু-সংবাদ দেশের সর্ব্বত্র নক্ষত্রবেগে প্রচারিত হইল।

স্কুল, কলেজ, গীর্জ্জা, দোকান সকল কৃষ্ণবর্ণ আচ্ছাদনে আবৃত হইল। আমেরিকার ছোট-বড় সকলেই মনে করিলেন—যে আজ তাঁহারা পিতৃহীন হইলেন। ওয়াশিংটনের নির্দেশ মত তিন দিন পরে ১৮ই ডিসেম্বর তারিখে শব সমাহিত হইল।

এ সংবাদ ফরাসীদেশে পৌঁছিলে পর মহাবীর নেপোলিয়ান বোনাপার্ট স্বীয় কর্ম্মচারীদিগকে কৃষ্ণবর্ণ পরিচ্ছদে ভূষিত হইবার জন্য আদেশ দিলেন। ইংলণ্ডের রণতরীসমূহের পতাকা নত করিয়া এই স্বাধীনতার উপাসক শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষের প্রতি সম্মান প্রদর্শিত হইল।

যত দিন চন্দ্র সূর্য্য থাকিবে, যত দিন আমেরিকা আপনার স্বাধীনতার গৌরবে—গর্ব্বোন্নত মস্তকে দণ্ডায়মান থাকিবে, তত দিন—জর্জ্জ ওয়াশিংটনের নাম চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। ওয়াশিংটন আমেরিকার স্বাধীনতা-লাভের প্রধান পুরোহিত—একাধারে জ্ঞানী, নিষ্ঠাবান মহাপুরুষ ও শ্রেষ্ঠ বীর।

পঞ্চম অধ্যায়

আমেরিকার খ্যাতনামা সভাপতিগণের কথা

জর্জ্জ ওয়াশিংটনের পর যে সকল ব্যক্তি আমেরিকা যুক্ত-রাজ্যের প্রেসিডেণ্টরূপে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে টমাস্ জেফারসন্, এণ্ড্রু জেক্সন, আব্রাহাম্ লিনকলন্, গারফিল্ড প্রভৃতির নাম চিরস্মরণীয়। একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে জর্জ্জ ওয়াশিংটন যেমন সর্ব্বসাধারণের প্রীতি ও শ্রদ্ধা লাভ করিয়াছিলেন, সেরূপ শ্রদ্ধা ও প্রীতি অন্য কাহারও পক্ষে লাভ করা অসম্ভব। জর্জ্জ ওয়াশিংটনের পর তৃতীয় প্রেসিডেণ্ট টমাস্ জেফারসন্ও সর্ব্বসাধারণের প্রীতি ও শ্রদ্ধা বহুল পরিমাণে লাভ করিয়াছিলেন।

আমেরিকা ইংরেজের অধীনতা হইতে মুক্তিলাভ করিয়া কিরূপ ভাবে অতি অল্প সময়ের মধ্যে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়া সর্ব্ব বিষয়ে উন্নতি লাভ করিল। এ সকল মহাপুরুষগণের জীবনী আলোচনা করিলে তাহা সুস্পষ্ট অনুভূত হইয়া থাকে।

টমাস জেফারসন

১৭৪৩ খৃঃ অঃ ভার্জ্জিনিয়ার অন্তঃর্গত কর্লোটিস্‌ভিলে নামক স্থানে টমাস্ জেফারসন্ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ওয়াশিংটনের ন্যায় শৈশবে তাঁহারও বিদ্যালয়ে তেমন কিছুই শিক্ষা হয় নাই। জীবনের প্রথম ভাগে ক্লেশ সাধ্য আমিনের

কার্য্যে তাহার অনেকটা সময় অতিবাহিত হইয়াছে। কিন্তু জেফারসনের বিদ্যাশিক্ষার দিকে অত্যন্ত বেশী আগ্রহ ছিল। দিবারাত্রির মধ্যে যে সময়ে একটু সামান্য অবসর পাইতেন, তখনই কলেজের পাঠোপযোগী পুস্তক সকল অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে পাঠ করিতেন। ঐই ভাবে তিনি আত্মশক্তি দ্বারা উইলিয়ামসবার্গ নামক স্থানের কলেজে প্রবেশ করিয়াছিলেন। এই স্থানে তাঁহার সহিত অনেকের পরিচয় ও বন্ধুত্ব হইয়াছিল। সে যুগে এই কলেজ বর্ত্তমানের হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সমতুল্য বিবেচিত হইত।

এই বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি আইন অধ্যয়ন করিয়া অতি অল্প সময়ের মধ্যেই উহাতে বিশেষ প্রশংসার সহিত উত্তীর্ণ হইয়া আইন-ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি আইন অপেক্ষা চাষ-বাসের প্রতিই অধিকতর অনুরাগী ছিলেন। তাঁহার পিতাও প্রচুর ভূসম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছিলেন। নিজেও তিনি অনেকটা জমি কিনিয়াছিলেন।

১৭৭২ খৃঃ অঃ জেফারসন্ একটী সুন্দরী বিধবা যুবতীকে বিবাহ করেন। এই বিধবার বহু ভূসম্পত্তি ছিল। বিবাহের পর তিনি আইন-ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া কৃষির উন্নতির জন্য বিশেষভাবে মনোযোগী হইয়াছিলেন। কেমন করিয়া বেশ ভাল ভাবে জমির চাষ চলিতে পারে, ভাল বীজ পাওয়া যায় এ সকলের তথ্যানুসন্ধান লইয়াই তিনি বিশেষভাবে ব্রতী থাকিতেন। জেফারসন্ অভিনব প্রণালীর লাঙ্গল এবং নানা-

জাতীয় তরুশ্রেণী ও বিভিন্ন ফসলের আবিষ্কার করিয়াছিলেন। যুক্তরাজ্যের মাটিতে বিদেশী লাভজনক কৃষিজাত দ্রব্যাদি উৎপন্ন হয় কি না সেদিকেই তাঁহার নিয়মিত দৃষ্টি ছিল। জর্জ্জ ওয়াশিংটনের ন্যায় তাঁহারও ইচ্ছা ছিল যে সারাজীবন শান্তিতে কৃষি-কার্য্যে জীবন অতিবাহিত করেন, কিন্তু কার্য্যতঃ তাহা আর হইল না। দেশের কাজে তাঁহার আহ্বান আসিল। প্রথমতঃ তিনি ভার্জ্জিনিয়ার ব্যবস্থাপক সভায় একজন সভ্য হইলেন। অবশেষে প্রেসিডেণ্ট ওয়াশিংটন কর্ত্তৃক তিনি সেক্রেটারী অব্-ষ্টেটের পদে নিযুক্ত হইলেন। তৃতীয় বার ওয়াশিংটন যখন প্রেসিডেণ্টের পদ গ্রহণ করিতে অস্বীকার করেন, তখন জেফারসন্ প্রেসিডেণ্টের পদ গ্রহণেচ্ছু ছিলেন, কিন্তু সেবার ম্যাসাচুসেটস্ নিবাসী জন্ এডাসন্ মনোনীত হইলেন।

সে সময়েও ভোট দ্বারাই প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচিত হইতেন। যিনি সর্ব্বাপেক্ষা বেশী ভোট পাইতেন, তিনি সভাপতি নির্ব্বাচিত হইতেন, তাঁহার পরে যিনি ভোট পাইতেন, তিনি ডেপুটি প্রেসিডেণ্ট হইতেন। জন্ এডাসন্ সর্ব্বাপেক্ষা বেশী ভোট পাইয়া সভাপতি হইলেন, আর তাঁহার পরবর্ত্তী ভোট-সংখ্যা জেফারসন্ পাওয়ায় ডেপুটী প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন এবং চারি বৎসর কাল ঐ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

১৮০১ খৃঃ অঃ জেফারসন্ আমেরিকায় প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচিত হইলেন। জেফারসন্ ওয়াশিংটনের ন্যায় তাঁহার নির্দ্দিষ্ট চারি বৎসর কাল উত্তীর্ণ হইলে পর পুনরায় নির্ব্বাচিত

হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি দ্বিতীয়-বার আর ঐ পদ গ্রহণ করেন নাই।

জেফারসন লোকটী ছিলেন, অতি বেশী রকমের সাদা সিধা, কোন প্রকারের জাঁকজমক একেবারেই পছন্দ করিতেন না। যখন তাঁহার অভিষেকের সময় উপস্থিত হইয়াছিল, তখন তিনি অতি ধীর পাদক্ষেপে ক্যাপিটলে গমন করিয়াছিলেন।

জেফারসন যে কয় বৎসর সভাপতির পদে অধিরূঢ় ছিলেন, সে কয় বৎসর অতি সরল সহজ জীবন-যাত্রার পন্থা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। সাজ-পোষাক, চলা-ফেরা এবং খাওয়া-দাওয়ার কোন রূপ আড়ম্বর ছিল না। তিনি সুবিচারক, সূক্ষ্মদর্শী এবং ন্যায়পরায়ণ ছিল। তাঁহার সম্বন্ধে অনেক সুন্দর সুন্দর গল্প প্রচলিত আছে।

একবার জেফারসন অশ্বারোহণে ভ্রমণে বাহির হইয়াছেন, এমন সময় একজন লোকের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। এই লোকটি জেফারসনের অত্যন্ত বিরুদ্ধবাদী ছিলেন। কথায় কথায় সেই লোকটি জেফারসনের নিন্দা করিতে আরম্ভ করিলেন।

জেফারসন্ হাসিয়া বলিলেন,—"আপনার সহিত কি জেফারসনের সাক্ষাৎ পরিচয় আছে?"

"না মশাই, আমার তাঁর সঙ্গে পরিচিত হইতেও বড় একটা ইচ্ছা নাই!"

"কিন্তু মশাই, যাঁর সঙ্গে আপনার প্রত্যক্ষভাবে আলাপ পরিচয় নাই, তাঁহার বিরুদ্ধে এইরূপ ভাবে কোনও কথা বলা

কি আপনার পক্ষে উচিত ? আর আপনি তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছুক নহেন, অথচ তাঁহার বিরুদ্ধে এই ভাবে কথা বলা কি সঙ্গত ?"

"মশাই—তাহা বলিয়া আমার সঙ্গে যদি তাঁহার সাক্ষাতের সুযোগ ঘটে তাহা হইলে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিব না, আমি ত এইরূপ কথা বলিতেছি না।"

"বেশ কথা, আপনি কাল তাঁর বাড়ীতে যাবেন, আমি তাঁর সঙ্গে আপনাকে পরিচয় করিয়া দিব।"

"আচ্ছা, বেশ, আমি যাব।"

পরদিন ভদ্রলোকটি প্রেসিডেণ্টের বাড়ীতে যাইয়া বিস্মিত ও অভিভূত হইলেন, কারণ তিনি কাল যাহার সহিত সাধারণ ভাবে কথাবার্ত্তা বলিতেছিলেন, তিনি আর কেহই নহেন, স্বয়ং প্রেসিডেণ্ট জেফারসন্। ভদ্রলোকটি প্রেসিডেণ্ট জেফারসনের সৌজন্যে ও তাঁহার এইরূপ অমানুষিক ব্যক্তিত্বে মুগ্ধ হইয়া গেলেন। ইহার পর হইতে তিনি প্রেসিডেণ্ট জেফারসনের একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু রূপে পরিচিত হইয়াছিলেন।

এখানে তাঁহার বিনয় সম্বন্ধে একটী গল্প বলিতেছি। একদিন জেফারসন্ ও তাঁহার পৌত্র অশ্বারোহণে ভ্রমণে বাহির হইয়াছেন, এরূপ সময়ে পথে একজন বৃদ্ধ নিগ্রো উভয়কে অভিবাদন করিল। জেফারসন অতি বিনীত ভাবে বৃদ্ধ নিগ্রোর নমস্কার ফিরাইয়া দিলেন কিন্তু যুবক পৌত্র সেদিকে কোন লক্ষ্যই করিলেন না। জেফারসনের নিকট পৌত্রের এইরূপ

অবিনীত ভাবটা একেবারেই ভাল লাগিল না। তিনি পৌত্রকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"তোমার অপেক্ষা একজন নিগ্রো অধিক ভদ্র বলিয়া পরিচিত হন, ইহাই কি তোমার অভিপ্রায়?"

পৌত্র মস্তক অবনত করিয়া আপনার ত্রুটি স্বীকার করিলেন।

প্রেসিডেন্টের পদ হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া তিনি তাঁহার পল্লীতে যাইয়া বাস করিয়াছিলেন। সে সময়ে দেশের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ প্রায়শঃ সেখানে যাইয়া তাঁহার সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিয়া ঐ স্থানটিকে পবিত্র তীর্থে পরিণত করিয়াছিলেন। এইরূপ অতিথি সমাগমে অত্যধিক ব্যয় বাহুল্যে জেফারসন ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। পঞ্চাশ বৎসর কাল ধরিয়া তিনি যে বিরাট পুস্তকালয় করিয়াছিলেন, ঋণের দায় হইতে মুক্তিলাভের জন্য তিনি তাঁহার সাধের পাঠাগারটি বিক্রয় করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এই অর্থ সাময়িক ঋণ-মুক্তির সহায়ক হইয়াছিল মাত্র। তাঁহার কয়েক জন অনুরাগী বন্ধু জেফারসনের এইরূপ অবস্থার বিষয় অবগত হইয়া ঋণমুক্তির পরিমাণ অর্থ সংগ্রহ করিয়া দিয়াছিলেন। জেফারসন্ দেশবাসীর ও বন্ধুগণের এইরূপ অকৃত্রিম সহানুভূতিতে অত্যন্ত মুগ্ধ হইয়াছিলেন। কিন্তু হায়! এ আনন্দ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য তিনি দীর্ঘকাল জীবিত ছিলেন না। জেফারসন এই আনন্দ-সংবাদে মনের দুঃখে বলিয়াছিলেন —"আমি একটি পুরাতন ঘড়ীর ন্যায়, এখানকার একটা কল বিগড়াইয়া গিয়াছে, ওখানের চাকাটা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে—আর এ ঘড়ী চলিবে না।"

তাঁহার ন্যায় সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা সেকালে অতি অল্প লোকেরই ছিল। অঙ্কশাস্ত্র, সঙ্গীত, উদ্ভিদ্‌শাস্ত্র এসব বিষয়ে তাঁর অসাধারণ অধিকার ছিল। এতদ্ব্যতীত নানা বিভিন্ন ভাষায়ও তাঁহার বেশ দখল ছিল। স্থপতি-বিদ্যায় তিনি অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। অশ্বারোহণে তিনি অত্যন্ত সুনিপুণ ছিলেন। সকলের চেয়ে উল্লেখযোগ্য ছিল তাঁর শিষ্টাচার, তিনি সকলের সহিতই বিনীত ব্যবহার করিতেন।

১৮২৬ খৃঃ অঃ ৮ঠা জুলাই তারিখে সামান্য রোগভোগের পর তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল। ভার্জ্জিনিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়-প্রতিষ্ঠা তাঁহার একটা মস্ত গৌরবের বিষয়। এজন্যও চিরদিন তাঁহার নাম স্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

সাহিত্য-জগতেও তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। "Declaration of Independence" নামক তদ্‌রচিত গ্রন্থখানা আমেরিকার স্বাধীনতার সংগ্রামের ইতিহাস অতি সুস্পষ্টভাবে তাঁহার সাহিত্য-প্রতিভা প্রচার করিতেছে।

এণ্ড্রু জ্যাক্‌সন্

জেফারসনের পর এণ্ড্রু জ্যাক্‌সনের নাম উল্লেখযোগ্য। এণ্ড্রু জ্যাক্‌সন জাতিতে আইরিস। তাঁহার পিতা-মাতা আয়র্লণ্ড হইতে আমেরিকায় আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। ১৭১৭ খৃঃ অঃ ১৫ই মার্চ্চ তারিখে এণ্ড্রু জ্যাক্‌সন্ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এখানে একটী গল্প হইতে

তাঁহার ভবিষ্যৎ জীবন যে উজ্জ্বল হইবে,—সে প্রতিভা বিকশিত হইয়াছিল। এণ্ড্রু জ্যাক্‌সন্ আমেরিকার সপ্তম প্রেসিডেণ্ট।

একটী অল্প বয়স্ক বালকের চারিদিক ঘিরিয়া কয়েক জন অধিক-বয়স্ক বলিষ্ঠ বালক দাঁড়াইয়া আছে। অল্প বয়স্ক বালকটির হস্ত মুষ্টিবদ্ধ, চোখ দুইটী জ্বলিতেছে। সে ক্রোধ-পূর্ণ কণ্ঠে বলিল "খবরদার! আমার জিনিষ কেহ ছুঁইয়ো না।" বালকের ক্রোধপূর্ণ উচ্চ কণ্ঠস্বরে বয়ঃপ্রাপ্ত বালকেরা পিছু হটিয়া গেল। বালক বলিতে লাগিল—"দেখ, তোমরা যদি আমার জিনিষগুলো চাও, আমি দিতে রাজি আছি, কিন্তু আমার আদেশ ছাড়া, কেউ বিনানুমতিতে কিছুই স্পর্শ করিতে পারিবে না।" বালকের এইরূপ তেজঃপূর্ণ বাক্যে বয়ঃবৃদ্ধ বালকের কেহই আর অগ্রসর হইল না। তাহার খেলার জিনিষ কি না, তাহার অনুমতি ব্যতিরেকে গ্রহণ করিবে—সে যে অসম্ভব!

দরিদ্রের সন্তান। কোন আশ্রয় বা অবলম্বন নাই। নিরুপায় বালক এণ্ড্রু ও তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রবার্ট গার্ড রূপে সৈন্যদলে প্রবেশ করিলেন। কিছু দিন পর তাঁহারা দুই ভাই ইংরেজ হস্তে বন্দী হইলেন। বন্দী অবস্থায়ও এণ্ড্রু তাঁহার তেজস্বিতা পরিত্যাগ করেন নাই। একদিন একজন ইংরেজ সৈন্যাধ্যক্ষ এণ্ড্রু ও রবার্টকে তাহার বুটজুতা পরিষ্কার করিতে বলিলেন। এণ্ড্রু ভ্রাতার ও নিজের পক্ষ সমর্থন করিয়া বলিলেন—"মহাশয়! আমরা যুদ্ধের বন্দী, বন্দীর ন্যায়

ব্যবহার পাইতে চাই—আশা করি, আপনি সেকথা স্মরণ রাখিবেন।"

ইংরেজ-কর্ম্মচারী বালকের এইরূপ হঠকারিতায় ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন—"উদ্ধত বালক! চুপ কর, জুতা-জোড়ায় কালি মাখাইয়া ত্রাস করিয়া দাও।"

"আমি কোন ইংরেজের চাকর নই।"

ব্রিটিশ কর্ম্মচারীর ধৈর্য্যচ্যুতি হইল। তিনি তাড়াতাড়ি ঘুসি বাগাইয়া ছুটিয়া আসিলেন। বালক হস্ত দ্বারা আত্মরক্ষা করিতে যাইয়া গুরুতর আঘাতে হাত ভাঙ্গিয়া ফেলিল। জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত সে আঘাতের চিহ্ন বিদ্যমান ছিল।

এই ঘটনার অল্পদিন পরেই জননীর চেষ্টা ও যত্নে দুই ভাই মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন। রবার্ট মুক্তিলাভের দুই তিন দিন পরেই বসন্ত-রোগে প্রাণ হারাইলেন। ব্রিটিশ শিবিরে সে সময় বসন্তরোগ সংক্রামিত হইয়া উঠিয়াছিল, সেখান হইতে রোগের বীজাণু রবার্টের শরীরের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল। এণ্ড্রুও বসন্ত রোগাক্রান্ত হইয়াছিলেন কিন্তু দীর্ঘকাল রোগ-ভোগের পর মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন। এই রোগে তাঁহার মাতারও শেষটায় মৃত্যু হইয়াছিল।

এ সময়ে বালক এণ্ড্রুর বয়স ষোল বৎসর। সংসারে সে নিরাশ্রয় একাকী। আপনার বলিতে ত্রিসংসারে কেহই নাই। কিন্তু সংসারে যাহারা কর্ম্মী হইয়া জন্মগ্রহণ করে, কোনরূপ বিপদই তাহাদিগকে নিরাশ ও উৎসাহহীন করিতে পারে

না। এণ্ড্রুও সেই শ্রেণীর লোক। কিছুতেই বালক হাল ছাড়িল না। এক দূর আত্মীয়ের বাড়ীতে আশ্রয় লইল। এখানে নানা সময়ে নানা কাজে তাঁহার জীবন অতিবাহিত হইয়াছিল। অবশেষে এণ্ড্রু আইন-অধ্যয়নে মনোনিবেশ করিলেন।

পঁচিশ বৎসর বয়সে তিনি নর্থ কার্লোনিয়া নামক স্থানের পাব্‌লিক্ প্রসিকিউটার নিযুক্ত হইলেন। এই পদে নিযুক্ত হইবার পর ক্রমশঃ তাঁহার যশঃ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতে আরম্ভ করিল। তাঁহার বয়স যখন উনত্রিশ বৎসর, তখন তিনি টেনিসি প্রদেশের প্রতিনিধিরূপে জাতীয় মহাসভায় প্রেরিত হইলেন।

এ সময়ে নাস্‌ডিল নাম্নী একজন মহিলার সহিত পরিচিত হইয়াছিলেন, উত্তরকালে এই মহিলাকেই তিনি পত্নীরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন।

১৭৯৭ খৃঃ অঃ হইতে একে একে তিনি বিবিধ উচ্চতর পদে নিযুক্ত হইতে আরম্ভ করিলেন। জ্যাক্‌সনের কর্ম্ম-নিপুণতা এবং সাধুতার বিষয় এ সময়ে সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়াছিল। কিছুদিন পরে তিনি মেজর জেনারেলের পদ গ্রহণ করিয়া এক সেনাদলের নেতা হইলেন। অল্পকাল এই কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া উহা পরিত্যাগ করিলেন, কারণ কোথাও কোনরূপ যুদ্ধের সম্ভাবনা ঘটে নাই। এ সময়ে তাঁহার সাধুতার পরিচয় সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়াছিল। এখানে সে বিষয়ে একটী গল্প বলিতেছি।

একবার একজন টেনিসির অধিবাসীর অর্থের প্রয়োজন হইয়াছিল। সে ব্যক্তি বোষ্টন নগরের একটা ব্যাঙ্ক হইতে টাকা ধার লইবার ব্যবস্থা করিয়াছিল। আবেদন-পত্রে টেনিসি নগরের দুইজন বিখ্যাত ব্যক্তির স্বাক্ষর ছিল। ব্যাঙ্কের কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা সেই ভদ্রলোকটিকে বলিলেন—"আপনি কি জেনারেল জ্যাকসনকে জানেন? যদি আপনার সহিত তাঁহার পরিচয় থাকে তাহা হইলে তাঁহাকে দিয়া স্বাক্ষর করাইয়া আনিতে পারেন কি?"

ভদ্র-লোকটি বলিলেন—"কেন? আমি এখানে যে দুই ভদ্রলোকের নাম স্বাক্ষর করাইয়া আনিয়াছি, তাঁহারা আর্থিক হিসাবে জ্যাকসনকে কিনিতে পারেন, কাজেই তাঁহাদের নামের চেয়ে জ্যাকসনের নামের এমন কি একটা মূল্য বেশী হইবে?"

ব্যাঙ্কের কর্ত্তৃপক্ষ বলিলেন—"বড় লোক হইলেই যে তাঁহার কথার মূল্য ঠিক্ থাকে তাহা নহে। আমরা জানি, জ্যাকসনের স্বাক্ষরের মূল্য যত বেশী এমন আর কাহারও নহে, কাজেই আপনি যদি জেনারেল জ্যাক্সনের নাম সহি করাইয়া আনিতে পারেন, তাহা হইলে আপনাকে টাকা প্রদান করিতে আমরা কোন আপত্তিই করিব না।"

এতগুলি গুণ থাকিলে কি হইবে, জ্যাক্সনের মেজাজটা একেবারেই ভাল ছিল না। অতি সহজেই রাগিয়া যাইতেন। সামান্য কারণেই আপনাকে অপমানিত মনে করিয়া সময় সময় এক একটা অনর্থ ঘটাইতেন। একবার চার্লস ডিকিনসন

নামক এক সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকের সহিত দ্বন্দ্ব বাধাইয়া তাঁহাকে ডুয়েল বা দ্বৈত যুদ্ধে আহ্বান করিয়া সেই ভদ্রলোককে গুলি দ্বারা হত্যা করিয়াছিলেন। এই দ্বৈত যুদ্ধে তিনি নিজেও এমন গুরুতর ভাবে আহত হইয়াছিলেন যে মৃত্যু-সময় পর্য্যন্ত সে যন্ত্রণা ও বেদনায় বিশেষ ভাবে ক্লেশ পাইয়াছিলেন। তাঁহার এইরূপ দুর্দ্ধর্ষ প্রকৃতির জন্য তাঁহার শত্রু-সংখ্যা খুব বেশী ছিল। এদিকে আবার হৃদয়টি ছিল তাহার কুসুম-কোমল। টমাস্ বেন্‌টন নামে একজন ভদ্রলোক জ্যাক্‌সন্ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—"একদিন সন্ধ্যার সময় তাঁহার বাড়ীতে যাইয়া উপস্থিত হইলাম। বর্ষার দিন, টিপ্ টিপ্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে, আর অতিরিক্ত ঠাণ্ডা পড়িয়াছিল। সন্ধ্যার একটু আগে আমি জ্যাক্‌সনের বাড়ী যাইয়া পৌঁছিলাম। দেখিলাম জ্যাক্‌সন্ আগুনের পাশে একা বসিয়া আছেন, তাঁহার দুই হাঁটুর পাশে একটী শিশু-ছেলে ও ভেড়া। আমাকে দেখিয়া তিনি চমকাইয়া উঠিলেন এবং তাড়াতাড়ি একজন চাকরকে ডাকিয়া শিশুটি ও ভেড়াটীকে লইয়া যাইতে বলিলেন। জেক্‌সন্ আমাকে দেখিয়া হাসিয়া বলিলেন—'ছেলেটা কাঁদছিল, কেন না ভেড়াটা এই শীত ও ঠাণ্ডার ভিতর বাইরে চরছিল।' আমি হাসিলাম। জ্যাক্‌সন ক্রোধী ছিলেন বটে, কিন্তু স্ত্রীলোক ও শিশুদের প্রতি কখনও কেহ তাঁহাকে ক্রুদ্ধ হইতে দেখে নাই। তাহাদের বিপদের সময় এই মহাপুরুষ সর্ব্বদা সাহায্যের জন্য উন্মুখ থাকিতেন।"

বাস্তাবিকই জ্যাক্‌সনের চরিত্র একটু বিচিত্র রকমেরই ছিল। যাহা ভাল বুঝিতেন এবং কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিতেন সে কার্য্য হইতে কেহই তাঁহাকে নিরস্ত করিতে পারিত না।

১৮২৪ খৃঃ অঃ এণ্ড্রু জ্যাক্‌সনের নির্দ্ধারিত সময় অতিবাহিত হইলে পুনরায় তিনি প্রেসিডেন্টের পদ প্রার্থনা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার নিজের দোষেই মনোনীত হইতে পারেন নাই।

১৮২৯ খৃঃ অঃ তিনি পুনরায় প্রেসিডেন্টের পদ লাভ করিয়াছিলেন। ইহার পূর্ব্বেই তাঁহার স্ত্রীর মৃত্যু হইয়াছিল। স্ত্রীকে জ্যাক্‌সন্ প্রাণ-প্রিয়তম জ্ঞান করিতেন। স্ত্রীর মৃত্যুর পর তাঁহার একখানি চিত্র সর্ব্বদা আপনার গলায় ঝুলাইয়া রাখিতেন। পৃথিবীর অন্য কোন নারীই এই একনিষ্ঠ প্রেমিকের চিত্ত জয় করিতে পারে নাই। প্রেসিডেন্ট হইয়া যখন তিনি হোয়াইট্ হাউসে (White House) বাস করিতে আসিলেন, তখন সেই গৃহে কোন নারী গৃহস্থালীর কার্য্য-নির্ব্বাহের জন্যও নিযুক্ত হইতেন না।

দুইবার জ্যাক্‌সন্ প্রেসিডেন্ট নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। এ সময়টা অতিবাহিত হইলে পর, তিনি তাঁহার জীবনের শেষ দিন-গুলি শান্তিতে অতিবাহিত করিবার জন্য "হার্মিটেজ" নামক তাঁহার পল্লীভবনে থাকিতে গেলেন। নেস্‌ভিল-বাসী ব্যক্তিরা তাঁহাকে সাদরে বরণ করিয়া লইল। এ সময়ে জ্যাক্‌সনের বয়স সত্তর বৎসর হইয়াছিল। জীবনের শেষ কয়টা দিন পল্লী-

বাস করিয়া সেখানেই মৃত্যুর কোলে শয়ন করিবার জন্য তাঁহার বরাবরই একটা আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা ছিল।

ইহার পর তিনি আটবৎসর কাল বাঁচিয়াছিলেন। ১৮৪৫ খৃঃ অঃ ৮ই জুন তারিখ এই মহাপুরুষ দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। সংসারে আপনার বলিতে ভৃত্যগণ ব্যতীত আর কেহই ছিল না, কাজেই তাঁহার মৃত্যুতে ভৃত্যেরা অত্যন্ত করুণ স্বরে ক্রন্দন করিয়াছিল। বজ্রের ন্যায় কঠোর ও কুসুমের ন্যায় কোমল এই মহাপুরুষ এত দিনে চির-বিশ্রামের জন্য গমন করিলেন।

এব্রাহিম্ লিঙ্কন্

১৮০৯ খৃষ্টাব্দের ১২ই ফেব্রুয়ারী তারিখে কেণ্টাকি প্রদেশের এক দীন দরিদ্রের কুটীরে লিঙ্কন্ জন্ম-গ্রহণ করেন। লিঙ্কনের পিতা টমাস্ ছিলেন অত্যন্ত অলস প্রকৃতির লোক। কোন কাজেই তাঁহার মন বসিত না। এখানে-ওখানে, এবাড়ী-সেবাড়ী ঘুরিয়াই সময় অতিবাহিত করিতেন। অধ্যবসায় ও পরিশ্রম কাহাকে বলে তাহা তিনি আদৌ জানিতেন না। এই ভাবে ছাব্বিশ বৎসর কাল অলস ভাবে কাটিয়া গিয়াছিল। ষড়বিংশবর্ষ বয়সে তাঁহার জ্ঞানচক্ষু উন্মিলিত হইল, টমাস্ বুঝিলেন যে জীবনটা কেবল কল্পনার ভিতর দিয়া কাটে না। পৃথিবীতে কর্ম্মী ভিন্ন অপরের স্থান নাই। কাজেই অন্নাভাবে প্রপীড়িত হইয়া টমাস্ দু'টি অন্নের সন্ধানে কেণ্টাকী প্রদেশের একটী সহরে যাইয়া জোসেফ্ হাঙ্কস্ নামক একজন

সূত্রধরের নিকট কারখানার কাজ শিখিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু শিক্ষার বয়স টমাসের উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছিল, কাজেই মোটামুটি সূত্রধরের কাজ শিখিলেন বটে, কিন্তু কোনরূপ সূক্ষ্ম কার্য্যে মন দিতে পারিলেন না। এখানে টমাসের কিন্তু একটী পরম লাভ হইল। জোসেফের নান্‌সী নামে একটী ভ্রাতুষ্পুত্রী ছিল, টমাস্ তাহার অনুরাগী হইয়া পড়িলেন—নান্‌সীও টমাস্‌কে ভাল বাসিয়াছিলেন, কাজেই টমাস্ ও নান্‌সীর যথাসময়ে বিবাহ হইয়া গেল।

টমাসের ন্যায় অপরিপক্ক, বিষয়-কর্ম্মে অপটু অথচ সদাশয় ব্যক্তির ভাগ্যে গুণবতী, বুদ্ধিমতী, কার্য্যদক্ষা এবং বিষয়কর্ম্মনিপুণা স্ত্রীলাভ বাস্তবিকই সৌভাগ্যের বিষয়। বিবাহের পর টমাস্ স্ত্রীকে লইয়া স্বীয় পৈত্রিক ভিটায় আসিয়া তথায় একটী কুঁড়েঘর নির্ম্মাণ করিয়া কষ্টে সৃষ্টে দিনপাত করিতে লাগিলেন। এ সময়ে যে গৃহে তাঁহারা বাস করিতেন, সে ঘরের দরজা, জানালা প্রভৃতি কিছুই ছিল না।

নান্‌সী এইবার একে একে সংসারের উন্নতির জন্য ও স্বামীর উন্নতির জন্য বিশেষ ভাবে ব্রতী হইলেন।

একদিন তিনি স্বামীকে বলিলেন, "তুমি এখন লেখাপড়া শিক্ষায় মন দাও না কেন ? বয়সের সহিত লেখা পড়ার ত কোন সম্বন্ধ নাই।"

এখানে একটা কথা বলিতেছি। নান্‌সী নিজেও কিন্তু তেমন শিক্ষিতা মহিলা ছিলেন না। তিনি কোন রূপে ছাপার

লেখা পড়িয়া উঠিতে পারিতেন মাত্র, চিঠি লিখিবার মত বিদ্যাও তাঁহার ছিল না। তবে নান্সি নিজের নামটা সই করিতে পারিতেন। টমাস্ কিন্তু তাহাও পারিতেন না।

স্ত্রীর কথায় টমাস্ মাথা নাড়িয়া বলিলেন—"তা কথাটা কি জান ?"

নান্সী ছাড়িবার পাত্রী ছিলেন না, তিনি বলিলেন,—"কথা ত কিছুই নয়, তুমি নামটা সই করিতে পার, সে পর্য্যন্ত আমি তোমাকে শিখাইতে পারিব।" টমাস্ এইবার আর কোন কথা বলিলেন না। টমাস্ শিক্ষালাভের দিকে মনোযোগী হইলেন।

নান্সী অতি উন্নত-হৃদয়া নারী ছিলেন। ধর্ম্মে তাঁহার বিশ্বাস ছিল। সেই সময়ে সে প্রদেশে যাহারা বাস করিতেন, তাঁহারা অধিকাংশই ছিলেন ধর্ম্মভীরু। স্ত্রীর চরিত্র-প্রভাবে টমাসের যৌবনের উচ্ছৃঙ্খলতা দূর হইল, তিনি মনুষ্যত্বের পর্য্যায়ে উন্নীত হইলেন।

এইরূপ পিতামাতার গৃহে এব্রাহিম লিঙ্কনের জন্ম লইয়াছিল। এব্রাহিমের বয়স যখন চারি বৎসর, তখন টমাস ও তাঁহার স্ত্রীর পরিশ্রম ও চেষ্টা-যত্ন-গুণে অবস্থার অনেক উন্নতি হইয়াছিল। তাঁহারা এই অনুর্ব্বর প্রদেশ পরিত্যাগ করিয়া নদীর তীরে একটী বেশ ভাল কুটির নির্ম্মাণ করিয়া সেখানে বাস করিতে লাগিলেন। এ সময়ে টমাস্ প্রায় ১৫০ শত বিঘা জমি ক্রয় করিয়াছিলেন। এই জমির কিয়দংশ চাষ করিয়া তিনি স্বীয় পরিবারের ভরণ-পোষণ নির্ব্বাহ করিতেন।

এব্রাহিম লিঙ্কনকে তাঁহার পিতামাতা আত্মীয়-স্বজন সকলেই এব্ বলিয়া ডাকিত। এবের বয়স যখন চারি বৎসর, সে সময় হইতেই পুরুষোচিত ক্রীড়া ইত্যাদিতে তাহার আসক্তি ছিল। সেদেশে খরগোসের বড়ই আধিক্য ছিল, এব্ খরগোসের পিছু পিছু ছুটিতে বড়ই ভাল বাসিতেন। ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়ান, গাছে চড়া, গাছ হইতে জলে লাফাইয়া পড়া এ সকল পুরুষোচিত কার্য্য করায় অতি অল্প বয়সেই তাহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বেশ বলিষ্ঠ হইয়াছিল।

এখানে আবার একটু ইতিহাসের কথা বলিতেছি। আমেরিকা যুক্তরাজ্য যে কতকগুলি পৃথক্ পৃথক্ প্রদেশ লইয়া সংগঠিত সে কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এ সকল প্রদেশের মধ্যে কতকগুলিতে দাসত্ব প্রথা প্রচলিত ছিল। সেখানে শ্বেতকায় ঔপনিবেশিকগণ সাগর-পার হইতে কৃষ্ণকায় ব্যক্তিদিগকে ছলে বলে ভুলাইয়া আনিয়া আপনাদিগের দাসত্বে নিযুক্ত করিতে পারিত। অপর কতকগুলি প্রদেশে কৃষ্ণকায় দাস রাখা নিষিদ্ধ ছিল। যেসব অঞ্চলে দাস রাখা হইত সে প্রদেশগুলি দাসরাজ্য নামে অভিহিত হইয়াছিল। কেণ্টকী দাস-রাজ্য বলিয়া টমাসের ন্যায় শ্রমজীবী লোকের পক্ষে তেমন সুবিধা হইতেছিল না। তাঁহার ন্যায় লোকের পক্ষে দাসবর্জ্জিত দেশই সুবিধাজনক। কেণ্টকী-প্রদেশের লোকেরাও আশা করিতেছিলেন যে নিকটবর্ত্তী ইণ্ডিয়ান প্রদেশটি দাস-বর্জ্জিত প্রদেশরূপে যুক্তরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয় কি না।

প্রেসিডেণ্ট লিঙ্কন্ ঘোষণা করিতেছেন যে, যে সকল রাজ্য এখনও বিদ্রোহী রহিবে তাহাদের দাসেরা স্বাধীন হইবে।

এব্রাহিম লিঙ্কন্

১৮১৬ সালে ইণ্ডিয়ান দাস-বর্জ্জিত প্রদেশরূপে যুক্তরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইল। টমাস্ এইবার বাড়ী বিক্রয় করিয়া ইণ্ডিয়ানায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ইণ্ডিয়ানা এসময়ে অরণ্যানী পূর্ণ স্থান। শিশু-পুত্র এব্রাহিমও জঙ্গল পরিষ্কার ও বাড়ী নির্ম্মাণে পিতাকে প্রভূত সাহায্য করিয়াছিল।

পুত্র যাহাতে চরিত্রবান্ হয়, সেদিকে এবের জননীর বিশেষ দৃষ্টি ছিল। তিনি সর্ব্বদা পুত্রকে সতর্ক করিয়া দিতেন। একদিন কথা-প্রসঙ্গে মাতালদিগের শোচনীয় দুর্দ্দশার কথা পুত্রের কাছে বিবৃত করিয়া বলিলেন—"দেখ, লোকে আগে মদ খাইতে আরম্ভ করে সৌখিন ভাবে, পরে ধীরে ধীরে মদে আসক্ত হইয়া মাতাল হইয়া পড়ে। তুমি যদি আদবেই মদ স্পর্শ না কর তাহা হইলে কখনই মাতাল হইবে না। অতএব জীবনে কোন দিন মদ্য স্পর্শ করিও না।"

পিতার ক্ষেত্রে সারা দিন পরিশ্রম করিতে করিতে যে অল্প সময়টুকু পাইত এবং রাত্রি প্রায় আড়াই প্রহর পর্য্যন্ত এব পুস্তক-পাঠে মনোনিবেশ করিতেন। গ্রন্থ-পাঠের প্রতি তাহার অনুরাগ এইরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছিল যে যদি কেহ বলিত যে অমুক স্থানে অমুক বই পাওয়া যাইবে, তাহা হইলে এব যেরূপেই হউক সেই ১০।১৫ ক্রোশ পথ অতিক্রম করিয়া সে পুস্তক সংগ্রহ করিয়া আনিয়া পাঠ করিয়া আবার তাহা যথা সময়ে ফিরাইয়া দিয়া আসিতেন।

একদিন একজন বন্ধুর সহিত আলাপ করিতে করিতে জানিতে পারিলেন যে ওয়াশিংটনের জীবন-চরিত একখানা অতি

উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। এব্ অতি কষ্টে একজন প্রতিবেশীর নিকট হইতে সে বইখানা সংগ্রহ করিয়া আনিয়া পাঠ করিলেন। এ বইখানা ঘটনা ক্রমে বৃষ্টির জলে ভিজিয়া নষ্ট হইয়া গিয়াছিল, এব্ সেজন্য দিন-মজুরী করিয়া সে বইখানার মূল্য প্রতিশোধ করিয়াছিলেন।

১৮৩১ সালে এব্ একটী কাজ পাইলেন। অফট নামক নিউ-সালেম নগরের একজন বণিক্ নৌকাযোগে নিউ-অর্লিয়েন্সে লইয়া গিয়া বিক্রয় করিবার জন্য কতকগুলি দ্রব্য-সামগ্রী সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন, এই অফট তাঁহাকে নৌকা-চালকের কার্য্যে নিযুক্ত করিতে চাহিলেন। এব্ চল্লিশ টাকা বেতনে নৌকা-চালকের কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন।

নৌকা নিউ-অর্লিয়েন্স অভিমুখে ধাবিত হইল। পথে অনেক বিপদ ঘটিয়াছে, কিন্তু উপস্থিত বুদ্ধিপ্রভাবে এব্ অনেক-বারই বিপদের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছেন। অবশেষে নিউ-অর্লিয়েন্সে পৌঁছিয়া তথায় প্রচুর লাভে দ্রব্য-সামগ্রী বিক্রয় করিতে সমর্থ হইলেন।

১৮৩১ সাল হইতে এব্রাহিম লিঙ্কন্ অফটের দোকানের তত্ত্বাবধারক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। এ সময়ে তিনি সাধুতার দ্বারা সকলের চিত্তই জয় করিয়াছিলেন। এখানে তাঁহার সাধুতার দুই একটী গল্প বলিতেছি। একদিন এব্ একটী রমণীর নিকট কয়েকটি জিনিষ বিক্রয় করেন। স্ত্রীলোকটি মূল্য দেওয়ার সময় ভ্রমক্রমে ১৷৷০ দেড় টাকা বেশী দিয়া

ফেলিল। সন্ধ্যাবেলা এব্ হিসাব মিলাইবার সময় এই ভুলটি ধরিয়া ফেলিলেন। তৎক্ষণাৎ এব্ দোকান বন্ধ করিয়া সেই রাত্রিতেই সেই স্ত্রীলোকটির বাড়ী যাইয়া তাহার অনুসন্ধান করিয়া অতিরিক্ত ।৷৹ দেড়টি টাকা ফিরাইয়া দিয়া আসিলেন।

এইরূপ ভাবে তাহার সাধুতার নিদর্শন নগরের অধিবাসী-দের মধ্যে বিস্তৃত হইয়া পড়ায় এব্ সকলেরই বিশ্বাসভাজন হইয়া পড়িলেন। দিনের বেলা কঠোর পরিশ্রম করিয়া যেমন দোকানের কাজ করিতেন, তেমনি আবার রাত্রিতে পড়াশুনা করিতেন।

এই সময়ে কৃষ্ণশ্যেন নামক একজন আমেরিকান দলপতির উৎপাতে উত্যক্ত হইয়া যুক্তরাজ্যের সভাপতি তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছিলেন। এই লোকটা ভয়ানক অত্যাচারী ছিল। ইহার অত্যাচার কাহিনী শুনিয়া এবের শোণিত উষ্ণ হইয়া উঠিল। যখন ইলিনয় প্রদেশের শাসনকর্ত্তা ইলিনয়-বাসীদিগকে ভলেন্টিয়ার-সৈন্যরূপে আহ্বান করিলেন, তখন এব অপরাপর নগরবাসীদিগকে উত্তেজিত করিয়া একটী দল প্রস্তুত করিয়া, তাহাদিগের অধিনায়কত্বে অভিষিক্ত হইয়া, কৃষ্ণশ্যেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করিলেন। এই যুদ্ধে এব্ বেশ বীরত্ব দেখাইয়া খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। তিনি—নিউসালেমের সৈন্যদলের নেতা হইয়াছিলেন। এই যুদ্ধ ইতিহাসে 'Black Hunter' নামে পরিচিত। এই যুদ্ধের পর হইতেই তাঁহার কর্ম্মজীবন অন্য পথে পরিবর্ত্তিত হইল।

এ সময়ে তাঁহার অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছিল। নানা স্থানে কাজের জন্য চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হইয়া অবশেষে স্প্রিং ফিল্ড নগরের জন্ কালুন নামক জনৈক ভদ্রলোকের অধীনে জরিপের কার্য্য শিখিতে আরম্ভ করিলেন। জরিপের কার্য্যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া অবশেষে ১৮৩৩ সালে লিঙ্কন, নিউ সালেমের পোষ্ট মাষ্টারের কাজে নিযুক্ত হইলেন।

লিঙ্কন অতঃপর ব্যবস্থাপক সভায় সভ্যপদপ্রার্থী হইলেন। তিনি সহজেই ব্যবস্থাপক-সভার সভ্য মনোনীত হইলেন। এ সময়ে তাঁহার এমন অবস্থা ছিল যে ব্যবস্থাপক সভায় পরিধানোপযোগী কাপড়-চোপড়ও ছিল না। একজন বন্ধুর নিকট হইতে টাকা ধার লইয়া তিনি সাজপোষাকের কাজ সারিয়া ফেলিলেন।

এই সভায় সভ্য হইবার পর তিনি দেখিলেন যে এসকল কাজ করিতে হইলে আইন-জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা খুব বেশী। তিনি আইন অধ্যয়ন করিলেন এবং আইন ব্যবসায় গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক হইলেন। ১৮৩৪।৩৫ সালে লিঙ্কন ব্যবস্থাপক-সভায় এতদূর পরিশ্রম ও সততার সহিত কার্য্য করিয়াছিলেন যে ১৮৩৬ সালে আবার সভ্য-মনোনয়নের সময় উপস্থিত হইলে তাঁহার বন্ধুগণ একবাক্যে তাঁহাকে পুনরায় সভ্য পদে মনোনীত করিলেন। লিঙ্কন এবার ব্যবস্থাপক সভার সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়া দাসপ্রথার সমর্থনকারীদের বিরুদ্ধে ভীষণ সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। দাস-প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন করায় একদল

লোক ইহার বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়া উঠিলেন। বিরুদ্ধবাদীরাও ব্যবস্থাপক-সভায় তাহাদের পক্ষ সমর্থনের জন্য বহু প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন। লিঙ্কন নির্ভীকচিত্তে অসম সাহসে প্রস্তাব-গুলির দোষ ঘোষণা করিতে লাগিলেন। তাঁহার সাহস দেখিয়া তাঁহার দলের মাত্র কয়েক জন লোক আসিয়া তাঁহার পাশে দাঁড়াইল। কিন্তু আর কেহই সে প্রস্তাবের বিরুদ্ধে কথা বলিতে সাহসী হইল না।

১৮৩৬ সাল হইতে ১৮৩৮ সাল পর্য্যন্ত নির্ভীকচিত্তে ও অসম সাহসে স্বদল কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াও দাসদিগের পক্ষ সমর্থন করাতে তিনি দাসদিগের একজন পরম বন্ধু বলিয়া বিবেচিত হইলেন।

ওকালতিতে লিঙ্কন যেরূপ বুদ্ধিমত্তা এবং বিচক্ষণতা দেখা-ইয়াছেন তাহার সম্বন্ধে বিস্তারিত ভাবে বলিতে গেলে, অনেক গল্পই বলিতে হয়, সে সব বলিবার প্রয়োজন নাই।

১৮৪৭ সালে লিঙ্কন যুক্ত-রাজ্যের প্রতিনিধি-সভার সভ্য নির্ব্বাচিত হইলেন। এ সময় যুক্তরাজ্যে দাসত্ব-প্রথা লইয়া তুমুল আন্দোলন চলিতেছিল। দাসত্ব-প্রথার যাঁহারা পক্ষপাতী ছিলেন, তাঁহারা এত দূর পরাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন যে তাঁহাদের স্বার্থরক্ষার জন্য যুক্ত-রাজ্যের সভাপতিকে মেক্সিকো-দেশের সহিত যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল। লিঙ্কন এইরূপ সঙ্কট সময়ে যুক্ত-রাজ্যের প্রতিনিধি-সভার সভ্য মনোনীত হইয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত টেক্সাস্ নামক একটী প্রদেশ যাহাতে

দাসরাজ্যরূপে যুক্ত-প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত হয় সেজন্যও চেষ্টা চলিতেছিল। লিঙ্কন ইহার বিরুদ্ধে নির্ভীক ভাবে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন—"Slavery is founded on both injustice and bad policy."

লিঙ্কন ও তাঁহার বন্ধুগণ যেমন একদিকে দাসত্ব-প্রথার প্রতাপ খর্ব্ব করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিলেন, দাসত্ব প্রথার সমর্থনকারিগণও তেমনি আপনাদের স্বার্থ-সংরক্ষণের জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন। দাসত্ব-প্রথা দূর করার বিধান বহু স্থলে বিধিবদ্ধ হইলেও তাহারা মেষ-শাবকের ন্যায় শান্তভাবে সে বিধান পালন করিতে রাজি হয় নাই। দাস-বন্ধুদের দমন করিবার জন্য বহু গুণ্ডা নিযুক্ত হইল। এমন কি, যাহারা দাসদিগের হিতাকাঙ্ক্ষী ছিলেন, তাহাদিগকে নানা সুযোগে হত্যা করিতে লাগিল। এসকল নানা কারণে কেনসাসে ভীষণ অরাজকতা উপস্থিত হইল।

লিঙ্কন যাহা সৎ ও কর্ত্তব্য বলিয়া বুঝিতেন তাহা হইতে কোনরূপেই বিচলিত হইতেন না। দাসত্ব প্রথার উচ্ছেদ ব্যাপারে তাঁহার সেই চরিত্রের দৃঢ়তা এবং সত্যনিষ্ঠা সুস্পষ্ট প্রমাণিত হইয়াছিল। তাই দেশের জনসাধারণ ধীরে ধীরে এই মহাপুরুষের প্রতি অনুরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল।

১৮৬০ সালে পঁচিশ হাজার আমেরিকাবাসী ইংরেজ যুক্ত-রাজ্যের সভাপতি নির্ব্বাচনের জন্য চিকাগো নগরীতে সমবেত হইয়াছিলেন। সে সভায় লিঙ্কনের নাম উচ্চারিত হইবামাত্র

মহা আনন্দ-কোলাহল উপস্থিত হইল। সভাতে যে সকল দাস-বন্ধু উপস্থিত ছিলেন, তাহারা সকলে একবাক্যে তাঁহাকে সভাপতি পদে অভিষিক্ত করিবার জন্য আপনাদের মত প্রদান করিলেন। লিঙ্কন প্রেসিডেন্ট মনোনীত হইলেন। প্রকাণ্ড মণ্ডপের উপর হইতে একজন উচ্চৈঃস্বরে "সভাপতি লিঙ্কন" এই কথা উচ্চারণ করিবামাত্র বাহিরের লক্ষ লক্ষ লোকের আনন্দধ্বনিতে আকাশ প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। এ সময়ে লিঙ্কন স্প্রিংফিল্ডে অবস্থান করিতেছিলেন। তারযোগে সংবাদটা যখন তাঁহার নিকট পৌঁছিল, তখন আনন্দ উল্লাসের অন্ত ছিল না। এদিকে দাসত্ব-প্রথার সমর্থকগণ যখন-শুনিতে পাইল যে লিঙ্কন সভাপতির পদে নিযুক্ত হইয়াছেন, তখন তাহারা একেবারে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠিল। তাহারা চারিদিকে প্রচার করিয়া বেড়াইতে লাগিল যে লিঙ্কনকে হত্যা করিবে। চারিদিক হইতে নানা-প্রকারের ষড়যন্ত্রের, বিবিধ প্রকারের গুপ্তমন্ত্রণায় আকাশ-বাতাস পরিব্যাপ্ত হইল। তাই লিঙ্কন যখন মাতার নিকট বিদায় লইতে গেলেন, তখন তাঁহার মাতা তাঁহার গলা ধরিয়া কাঁদিয়া আকুল হইয়াছিলেন। তাঁহার দৃঢ়বিশ্বাস হইয়াছিল যে আর তিনি পুত্রকে ফিরিয়া পাইবেন না। শুধু মাতার মনেই যে এইরূপ আশঙ্কার উদয় হইয়াছিল তাহা নহে, সমুদয় বন্ধু-বান্ধবের প্রাণেই ঐরূপ আতঙ্কের সঞ্চার হইয়াছিল।

অভিষেককালে লিঙ্কন দাসত্বপ্রথার সমর্থনকারিগণকে বলিয়াছিলেন—"বন্ধুগণ, যুদ্ধ করা বা না করা সে তোমাদের ইচ্ছা।

আমরা তোমাদিগকে আক্রমণ করিব না। যদি তোমরা অস্ত্রক্ষেপ না কর তাহা হইলে আমরা কখনই অস্ত্র নিক্ষেপ করিব না। যুক্তরাজ্যের বিনাশ-সাধনের জন্য তোমরা কোনও শপথ কর নাই। আমি প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি তোমরা শত্রু নহ, মিত্র। আর কি বলিব। এ কলহ ভগবান দূর করিয়া দিন, আমি করুণকণ্ঠে একথাই তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিতেছি।”

কিন্তু যখন অশান্তির অনল জ্বলাই বিধাতার বিধান হয়, তখন তাহা কেহই দূর করিতে পারে না। দাসত্বপ্রথার সমর্থকগণ লিঙ্কনের কথায় কোন রূপ কর্ণপাত করিল না—১৮৬১ সালের ১২ই এপ্রিল তারিখে তাহারা বিদ্রোহের পতাকা উড়াইয়া সন্‌ম্যার নামক দুর্গ আক্রমণ করিল। বার হাজার বিদ্রোহীসেনা দুর্গের উপর গোলাগুলি নিক্ষেপ করিতে লাগিল, আর বিশ হাজার সেনা রণক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া যুদ্ধের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিল। দুইঘণ্টা পর্য্যন্ত দুর্গরক্ষক এণ্ডারসন দুর্গ হইতে কোনরূপ অস্ত্র নিক্ষেপ করেন নাই, কিন্তু তথাপি যখন শত্রুপক্ষ নিরস্ত হইল না, তখন উভয়পক্ষে তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। যুদ্ধে শত্রুপক্ষ জয়ী হইল, দুর্গ তাহাদের হস্তগত হইল। দুর্গ-পতনের সংবাদ যেমন চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল, অমনি যুক্তরাজ্যের হিতৈষী প্রজাগণ বিদ্রোহ-দমনের জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন। চব্বিশ বৎসরকাল পর্য্যন্ত মহাসমর চলিয়াছিল। এই চতুর্বিংশতি বৎসরের ইতিহাসের সহিত লিঙ্কনের জীবনচরিত ওত-প্রোতভাবে মিশিয়া গিয়াছিল।

লিঙ্কনের মহাপ্রাণতা এই যুদ্ধের সময় বিশেষভাবে জনসাধারণের নিকট প্রকাশিত হইয়াছিল। যখন যুক্তরাজ্যের সেনাগণ অবিশ্রান্ত ভাবে যুদ্ধ করিতে করিতে বিদ্রোহীদিগকে পরাজিত করিতেছিল, তখন পরাজিত ও বিদ্রোহীদল আর কোনও উপায় না পাইয়া বন্দী বিপক্ষ সেনাদিগকে কারাগারে নিক্ষেপ করিয়া যৎপরোনাস্তি যন্ত্রণা দিতে লাগিলেন। তাহাদের অত্যাচারে বহু লোক অনাহারে মরিতে লাগিল, কত লোকের ক্ষতস্থান ঔষধ ব্যতিরেকে পচিয়া যাইতে লাগিল, আর কত লোক দুর্গন্ধময় অন্ধকার-স্থানে আবদ্ধ থাকিয়া ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া গেল। যুক্তরাজ্যের সেনার প্রতি বিদ্রোহীগণ এইরূপ ব্যবহার করিতেছে এই সংবাদ প্রচারিত হইবামাত্র দেশের মধ্যে একটা মহা আন্দোলন পড়িয়া গেল।

বিদ্রোহীরা যুক্তরাজ্যের সেনাদিগের প্রতি যেরূপ দুর্ব্যবহার করিয়াছিলেন—সকলেই বলিতেছিলেন, বিদ্রোহী সেনাদিগের প্রতি তদ্রূপ ব্যবহার করিয়া তাহাদের অত্যাচারের প্রতিশোধ লওয়া হউক।

লিঙ্কনও প্রতিশোধ লইলেন, কিন্তু কত ভিন্ন প্রকারের। একদিন ফ্রেডরিক নগরের একটী গৃহে অনেক আহত বিদ্রোহী সেনা বন্দী ভাবে অবস্থান করিতেছিল। লিঙ্কন তাহাদিগকে দেখিতে গেলেন এবং কিঞ্চিৎকাল নীরবে তাহাদিগের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া বলিলেন, "আপনারা সকলে আমার সহিত করমর্দ্দন করিলে আমি বড়ই আনন্দিত হইব। আমার বিশ্বাস

আপনারা অনেকে বাধ্য হইয়া এই যুদ্ধকার্য্যে ব্যাপৃত হইয়াছেন। আপনাদের বিরুদ্ধে আমার কোনও রূপ দ্বেষ-ভাব নাই।"

বিদ্রোহীদলের সেনাগণ সভাপতির মুখে এইরূপ কথা শুনিয়া কিঞ্চিৎকাল স্তম্ভিত হইয়া রহিল, তারপর যাহাদের সামান্যও একটু শক্তি ছিল, তাহারা একে একে লিঙ্কনের করস্পর্শ করিল।

লিঙ্কনের এইরূপ মহত্বপূর্ণ ব্যবহারের শত শত দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে, কিন্তু এখানে সে স্থান এবং সুযোগ নাই। তাঁহার এইরূপ অকৃত্রিম দয়াতে যে কত লোকের প্রাণরক্ষা হইয়াছিল তাহা সংখ্যা করা যায় না। এমন মহৎ হৃদয়ের কাছে সকলকেই শির নত করিতে হয়। এইভাবে ভীষণ যুদ্ধের অবসান হইয়াছিল।

১৮৬৩ খৃঃ অঃ ১লা জানুয়ারী লিঙ্কন আমেরিকার যুক্তরাজ্যের সমুদয় দাসগণকে স্বাধীনতা প্রদান করিলেন। ১৮৬৪ খৃঃ অঃ লিঙ্কন পুনরায় সভাপতির পদে নির্ব্বাচিত হইলেন।

জাতীয় জীবনের দক্ষ কর্ণধার, অক্লান্ত পরিশ্রম ও সাধনার বলে, দেশে শান্তি আনয়ন করিলেন। বিদ্রোহীদলের সেনাপতি লি সাহেব আত্মসমর্পণ করিলেন। সভাপতির মনবাসনা পূর্ণ হইল। যুক্তরাজ্যে শান্তির পতাকা উড্ডীয়মান হইল। চারিদিকে কণ্ঠধ্বনি হইল, জনে জনে আনন্দে চীৎকার করিয়া এই শুভ-সমাচার সর্ব্বত্র প্রচার করিতে লাগিলেন। হাসি,

গান, আমোদ-প্রমোদের ধ্বনিতে রাজপথ মুখরিত হইয়া উঠিল। মন্দিরে মন্দিরে উপাসনা আরম্ভ হইল।

এই আনন্দের মধ্যে একটা গভীর শোকাবহ ঘটনা ঘটিয়া গেল। ১৮৬৫ খৃঃ অঃ এপ্রিল মাসের ১৪ই তারিখে এব্রাহিম লিঙ্কন অভিনয় দর্শন করিতে গিয়াছিলেন, সেখানে একজন শত্রুর হস্তে নিহত হইলেন। তাঁহার এইরূপ হত্যা-ব্যাপারে দেশের সর্ব্বত্র হাহাকার পড়িয়া গিয়াছিল। এব্রাহিম একদিনের জন্যও শক্তি বা ক্ষমতার অপব্যবহার করেন নাই। দয়া ও দাক্ষিণ্য ব্যতীত মানুষের প্রতি কঠোর ব্যবহার করিতে তিনি একেবারেই জানিতেন না।

এব্রাহিম লিঙ্কনের পরে যাহারা আমেরিকা যুক্তরাজ্যের প্রেসিডেন্টের পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে জেমস্ এব্রাহিম গারফিল্ডের নামও স্মরণীয়। গারফিল্ডও দারিদ্র্যের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া আপনার প্রতিভা বলে প্রেসিডেন্টের পদলাভ করিয়াছিলেন।

গারফিল্ড জীবনে ন্যায় ও সত্যকে অবলম্বন করিয়াই চির-দিন চলিয়াছেন। পক্ষপাতিত্ব বা অনুগ্রহ প্রদর্শন এ দুইটী কথা তাঁহার ইতিহাসে ছিল না।
সামান্য কৃষকের ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়া আপনার অধ্যবসায় বলে তিনি উচ্চতম প্রেসিডেন্টের পদে আরোহণ করিয়াছিলেন। শেষ জীবনে ইনিও গুপ্ত-শত্রুর হস্তে নিহত হন।

ষষ্ঠ অধ্যায়

মহাযুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র

আমেরিকা আজ পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ জাতি ও স্বাধীনতার লীলাভূমি। নাগরিক শোভায়,—জনসংখ্যায়, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারে—ধনে মানে ও সম্ভ্রমে আমেরিকা অদ্বিতীয়। ১৯১৪ খৃঃ অঃ যখন বিশ্বব্যাপী মহাসমর আরম্ভ হইয়াছিল তখন আমেরিকা ইংলণ্ড ও ফরাসীর সহযোগী রূপে দণ্ডায়মান্ না হইলে যুদ্ধের ফলাফল কিরূপ হইত কে বলিতে পারে। সেসময় মহামতি উড্র উইলিসন্ আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ছিলেন।

বিংশ শতাব্দীর মহাসমরে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র প্রথমে যোগদান করেন নাই। ইউরোপের শক্তিপুঞ্জের স্বার্থ-সংঘাতে মহাসমর বাধিয়াছিল সুতরাং তাহার সহিত আমেরিকার বিশেষ কোন সম্বন্ধ ছিল না। যুক্তরাষ্ট্র স্বাধীনতা লাভ করার পর হইতেই ইয়োরোপের প্রতি উদাসীন ছিল। ইংরাজ-জাতীয় হইলেও যুক্তরাষ্ট্রের অধিবাসীরা তখন ইংরাজের যুদ্ধসমূহে যোগ দিতেন না। তাঁহারা বলিতেন যে আমেরিকা স্বতন্ত্র মহাদেশ—তাহার স্বার্থ ইয়োরোপের স্বার্থ হইতে বিভিন্ন। আর ছয় হাজার মাইল দূরে থাকিয়া আমেরিকার পক্ষে ইয়োরোপে যুদ্ধ করাও সহজসাধ্য ছিল না। ১৮২১ খৃষ্টাব্দে মনরো নামে সুপ্রসিদ্ধ একজন রাজনৈতিক যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ হইতে

ঘোষণা করেন যে আমেরিকা ইয়োরোপের কোন প্রকার যুদ্ধ-বিগ্রহের সহিতই সংশ্রব রাখিবে না, তবে যদি ইয়োরোপের কোন শক্তি নিজে হইতে আসিয়া আমেরিকায় অধিকার বা প্রভাব বিস্তার করিতে চায়, তাহা হইলে অবশ্যই আমেরিকা যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবে। সেই সময় হইতেই যুক্তরাষ্ট্র আমেরিকার অন্যান্য রাষ্ট্রের নায়ক রূপে পরিগণিত হইত।

মহাসমরের সময় নানা কারণে আমেরিকাকে তাহার পূর্ব্বতন নীতি পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল। প্রথমতঃ যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে যুদ্ধে হস্তক্ষেপ করা সম্বন্ধে দুইটী দল ছিল। একদল ব্রিটিশ প্রভৃতি মিত্রশক্তিদের সহিত যোগ দিয়া জার্ম্মাণীকে পরাজিত করিবার পক্ষপাতী ছিল—কিন্তু অপর দল আমেরিকার চিরন্তন উদাসীনতা এক্ষেত্রেও রক্ষা করিতে ইচ্ছুক ছিলেন। এই শেষোক্ত দলে অনেক লোক ছিল—যাঁহারা জাতিতে জার্ম্মান্। আমেরিকায় প্রথমে ইংরাজগণ আসিয়া বসবাস আরম্ভ করিলেন, ক্রমে ক্রমে তাহার দ্বার সকলের নিকট উন্মুক্ত হইয়াছিল। আর সকল জাতির সাহসী লোকেরাই নূতন মহাদেশে সৌভাগ্য লাভের আশায় আগমন করিত। সেখানে যে পাঁচ বৎসর কাল বাস করিয়া অধিবাসী শ্রেণীভুক্ত হইতে ইচ্ছা করিত, সেই হইতে পারিত। এইরূপে সেখানে বহু জার্ম্মান্ ও আইরিশ জাতীয় লোক বাস করিত। যাহারা জাতিতে জার্ম্মান্ তাহারা যে জার্ম্মাণীর বিরুদ্ধে আমেরিকার অভিযান করা পছন্দ করিবে না, ইহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। আইরিশ

জাতীয় আমেরিকার অধিবাসিগণ কিন্তু অন্য কারণে যুদ্ধে যোগ দিতে ইচ্ছুক ছিলেন না। ইংলণ্ড যুগে যুগে আয়রল্যাণ্ডের উপর অকথ্য অত্যাচার করিয়া আসিয়াছে। বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে আয়রল্যাণ্ড স্বাধীনতার প্রয়াসী হইয়াছিল। মহাযুদ্ধে ইংরাজ যখন বিব্রত থাকিবে, তখন তাহারা স্বাধীনতা লাভ করিবে ইহাই ছিল আইরিশগণের আকাঙ্ক্ষা। আমেরিকা ইংরাজের পক্ষভুক্ত হইলে, ইংলণ্ড আর বিপন্ন রহিবে না, সুতরাং আয়রল্যাণ্ডের অভীষ্ট লাভের পক্ষে বাধা পড়িবে মনে করিয়া আইরিশগণ আমেরিকাকে যুদ্ধে যোগদান করিতে নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা পাইতেছিল। অপর দলে যুদ্ধে যোগ দিবার পক্ষে ছিল আমেরিকার রুশপোল, বোহেমীয় ও শ্লাভ জাতীয় লোকেরা। এইরূপ মতভেদের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধে অবতীর্ণ হইতে পারে নাই। যখন ইয়োরোপের প্রায় সমগ্র দেশ যুদ্ধের জন্য লক্ষ লক্ষ মুদ্রা ব্যয় করিতেছিল, আমেরিকার অধিবাসিগণ তখন শান্তিতে বাস করিয়া দ্রব্যাদি বিক্রয় পূর্ব্বক লাভবান হইতেছিলেন।

এইরূপ সময়ে তৎকালীন সভাপতি রুশভেল্ট বলিলেন, জার্ম্মাণীর এই যে যুদ্ধোদ্যম ইহা কেবল সাম্রাজ্য বৃদ্ধি করিবার জন্য। সমগ্র পৃথিবী জার্ম্মাণীর সাম্রাজ্যভুক্ত হউক ইহাই তাহার দুরাকাঙ্ক্ষা। আর সাম্রাজ্য বর্দ্ধিত হইলে গণতন্ত্রের সমূহ বিপদ। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র সর্ব্বপ্রধান গণতন্ত্র। সুতরাং জার্ম্মাণী জয়লাভ করিলে আমেরিকায় গণতন্ত্রের

লোপ হইবে। এই কথা শুনিয়া যুক্তরাষ্ট্রবাসিগণ যুদ্ধে যোগ দিবার পক্ষপাতী হইলেন। এই সময়ে জার্ম্মান্‌গণ যেরূপ বর্ব্বরতার সহিত বেলজিয়ম ধ্বংস করিতেছিলেন, তাহাতে আমেরিকা সত্যই বড় বিচলিত হইয়াছিল। তারপর যখন জার্ম্মাণী গর্ব্বান্ধ হইয়া যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্যের অবাধ গতিকেও সংরুদ্ধ করিল, তখন আমেরিকার আর ক্রোধের সীমা রহিল না। যখন জার্ম্মাণী লুসেটেনিয়া জাহাজ নিমগ্ন করিল, তখন আমেরিকা প্রকাশ্য ভাবে মহাসমরে অবতীর্ণ হইলেন। (১৯১৭ খৃষ্টাব্দ)

প্রথমে কিন্তু আমেরিকার পক্ষে যুদ্ধ চালান সহজ ব্যাপার হয় নাই। যুক্তরাষ্ট্রের নিজস্ব সৈনিক ছিল মাত্র একলক্ষ। কিন্তু অতি অল্পদিনের মধ্যেই তথাকার জনসাধারণ দলে দলে সৈনিক দলে ভর্ত্তি হইতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা যখন যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী হইয়া ইয়োরোপের সমরাঙ্গণে উপস্থিত হইলেন, তখন জার্ম্মাণী সমূহ বিপদ গণিতে লাগিল। যুক্ত-রাষ্ট্রের সহায়তায় মিত্রশক্তি জার্ম্মাণীকে আরও বেশী হটাইয়া দিতে লাগিলেন। যখন জার্ম্মাণী বুঝিতে পারিল যে তাহার পরাজয় নিশ্চিত, তখন যাহাতে ভাল সর্ত্তে সন্ধি করা যায় তাহার জন্য জার্ম্মাণী যুক্তরাষ্ট্রেরই দ্বারস্থ হইল। যুক্তরাষ্ট্রের তদানীন্তন সভাপতি উড্রো উইলসন অতি মহান-হৃদয় ব্যক্তি ছিলেন। তিনি দেখিলেন, এই মহাযুদ্ধের যজ্ঞাহুতিতে শত সহস্র লোকের জীবন প্রত্যহ বিসর্জ্জন দেওয়া

হইতেছে। সুতরাং ইহার অবসান যত শীঘ্র হয়, ততই মঙ্গল। তিনি সকল শক্তিকে আরও বলিলেন যে, এইবার হইতে এরূপ চেষ্টা করিতে হইবে যে, পৃথিবীতে আর কখনও যেন মহাযুদ্ধের আবির্ভাব না হয়। তিনি তখন পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ক্ষমতাশালী রাষ্ট্রের নায়ক—তারপর তিনি আবার নিজের দেশের জন্য কোন স্বার্থ খুঁজিতেছেন না। সুতরাং তাঁহার কথা কোন শক্তিই অগ্রাহ্য করিলেন না। সন্ধি ব্যাপারে তিনি একরূপ মধ্যস্থ হইয়াই যুদ্ধের অবসানে মিটমাট করিয়া দিলেন।

যে মহাত্মার প্রচেষ্টায় প্রধানতঃ যুদ্ধের অবসান হইল, সেই উড্রো উইলসনের জীবনী বড় আশ্চর্য্যজনক। তিনি প্রথমে অতি সামান্য অবস্থার লোক ছিলেন। নিজের চেষ্টায় লেখাপড়া শিখিয়া তিনি অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হয়েন। প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি এতাদৃশ প্রভাবশালী হইয়াছিলেন যে, তথাকার সভাপতিরূপে তিনি নির্ব্বাচিত হয়েন। তিনি প্রগাঢ় পণ্ডিত ছিলেন। এই সময়ে তিনি অনেকগুলি রাজনৈতিক ও ঐতিহাসিক গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁহার রচিত দুই একখানি বই আমাদের দেশে বি-এ ও এম-এ পরীক্ষার পাঠ্য শ্রেণীভুক্ত হইয়াছে। ১৯১১ খৃষ্টাব্দে তিনি নিউজার্সি ষ্টেটের শাসনকর্ত্তার পদ প্রাপ্ত হয়েন। যেমন শিক্ষা-বিভাগে তেমনি রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও তিনি অসামান্য প্রতিভার পরিচয় দিয়া সকলকে মুগ্ধ করেন। তাহার ফলে পর-বৎসর তিনি সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রের

নায়কের পদে নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে তিনি মিসেস্ এন্, গাল্ট নাম্নী মহিলার পাণিগ্রহণ করেন। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে তিনি পুনরায় সভাপতির পদে নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। ভার্সেলিসের সন্ধি ব্যাপারে তিনিই প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন সেকথা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। পৃথিবী হইতে যুদ্ধকে চিরতরে নির্ব্বাসিত করিবার জন্য তিনি 'লীগ্ অফ নেশন' স্থাপন করিবার প্রস্তাব করেন। তাঁহার প্রস্তাবে অন্যান্য দেশ রাজী হইল বটে, কিন্তু তাঁহার স্বদেশই ইহাতে অসম্মতি জ্ঞাপন করিল। তাহাতে উড্রো উইলসন বড়ই অপদস্থ হইলেন। তিনি বহু চেষ্টা করিয়াও এ বিষয়ে তাঁহার দেশের মত লইতে পারেন নাই। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে তিনি অত্যন্ত পীড়িত হইয়া পড়েন। তখন যুক্তরাষ্ট্রের সিনেট নামক মহাসভা সন্ধিপত্রে আমেরিকার অসম্মতি জানাইলেন। আজও আমেরিকা লীগ্ অফ নেশনে যোগ দেন নাই। অনেকে বলেন, পরবর্ত্তী কালে লীগ অফ নেশন্স যেভাবে গঠিত হইয়াছে তাহা উড্রো উইলসনের অভিপ্রেত ছিল না এবং এই জন্যই আমেরিকা লীগে যোগদান করেন নাই।

———

সপ্তম অধ্যায়

বিংশ শতাব্দীর যুক্তরাষ্ট্র

মহাযুদ্ধের পর আমেরিকার ধনবল ও সামরিক শক্তি অসম্ভব রকম বৃদ্ধি পাইয়াছে। আমেরিকার তুল্য ধনী দেশ এখন আর পৃথিবীতে নাই। যুদ্ধের পর আমেরিকায় কোটিপতির সংখ্যা বিশ সহস্র বৃদ্ধি পাইয়াছে। পৃথিবীর অর্দ্ধেক হীরক আমেরিকার কুক্ষিগত। জগতে যত সোণা আছে তাহার প্রায় চার ভাগের তিন ভাগের অধিকারী আমেরিকা। পেন-সেলভেনিয়া নামক রাষ্ট্রে প্রতি কুড়িজন লোক পিছু একখানি করিয়া মোটর গাড়ী আছে। আর নিউইয়র্ক মহানগরীতে ষাট লক্ষ লোকের জন্য এক লক্ষ মোটর গাড়ী আছে। ইহা হইতেই বুঝিতে পারা যায়, সে দেশ কতদূর সমৃদ্ধ হইয়াছে। ওয়াশিংটন-কনফারেন্সের পর আমেরিকা জাপান ও ইংলণ্ডের সহিত সমান নৌবল রাখিবার অধিকারী হইয়াছে। ফলতঃ বিগত যুদ্ধে আমেরিকা ও জাপান যেরূপ লাভবান হইয়াছে, এরূপ আর অন্য কোন জাতি হয় নাই।

বিংশ শতাব্দীতে অন্য একটি বিষয়েও আমেরিকার নীতি পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। পূর্ব্বে আমেরিকা কখনও সাম্রাজ্য-লাভের বা বিস্তারের চেষ্টা করে নাই। কিন্তু এখন ঘটনাচক্রে বাধ্য হইয়া তাহাকে উহা করিতে হইতেছে। ফিলিপাইন

দ্বীপপুঞ্জ প্রভৃতি কয়েকটি দেশ আমেরিকার করতলগত হইয়াছে। কিন্তু এই সকল দেশ যাহাতে সত্বর উন্নতি লাভ করিয়া স্বাধীনতা অর্জ্জনে সমর্থ হয়, তজ্জন্য আমেরিকানগণ চেষ্টা করিতেন। ফিলিপাইনে শিক্ষা-বিস্তার করিবার জন্য তাঁহারা অজস্র অর্থ ব্যয় করিতেছেন। সেখানকার শাসন-কার্য্য যতদূর সম্ভব সেই দেশের লোকের দ্বারাই নিষ্পন্ন করা হয়। কিন্তু রাজ্যভার গ্রহণ করিয়া আমেরিকার নানা রকম ঝঞ্ঝাট বাড়িয়াছে। ঐ সকল দেশ রক্ষা করিবার জন্য তাহাকে বহু সৈন্য ও রণতরী রাখিত হইতেছে। আর বাধ্য হইয়া ইংরাজের সহিতও ভাব করিয়া চলিতে হইতেছে।

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রকে কেন ঐ নামে অভিহিত করা হয় তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। কতকগুলি স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র প্রদেশকে একসঙ্গে যোগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে বলিয়া উহার নাম যুক্ত-রাষ্ট্র। প্রথমে মাত্র তেরটী রাষ্ট্র একীভূত হইয়া যুক্তরাষ্ট্র গঠন করিয়াছিল। কিন্তু দিন দিন যখন যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষমতা বাড়িতে লাগিল, যখন সে সমগ্র আমেরিকার নেতৃস্বরূপ হইল তখন অন্যান্য বিচ্ছিন্ন রাষ্ট্রও তাহার সহিত যোগ দিতে আরম্ভ করিল। এক্ষণে সর্ব্বসমেত ৪৮টী রাষ্ট্র লইয়া যুক্তরাষ্ট্র গঠিত। ঐ আটচল্লিশটী রাষ্ট্রের মধ্যে প্রত্যেকটিরই অনেক পরিমাণে স্বাধীনতা আছে। তাহারা অনেক বিষয়ে নিজেদের ইচ্ছামত আইন তৈয়ারী করিতে পারে —ইচ্ছামত কর নির্দ্ধারণ করিতে পারে। প্রত্যেক প্রদেশে স্বতন্ত্র

রাষ্ট্রীয় সভা ও শাসনকর্তা নির্ব্বাচিত হইয়া থাকে। যুক্তভাবে সকলে আমেরিকার বৈদেশিক সম্বন্ধ চালাইয়া থাকে। সুতরাং কোন প্রদেশ নিজের ইচ্ছামত যুদ্ধবিগ্রহ বা সন্ধি করিতে পারে না। সাধারণ স্বার্থরক্ষার জন্য নৌ ও সৈন্যবল একত্র করিয়া রক্ষা করা হয়। তজ্জন্য প্রত্যেক প্রদেশকে অর্থ দিতে হয়। কিরূপ মুদ্রার প্রচলন হইবে, কিরূপ ওজন দেশে চলিবে, এ সব বিষয়েও সকলে এক হইয়া কাজ করেন।

একত্রে কাজ করিবার জন্য ওয়াশিংটন নামক মহানগরীতে যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী স্থাপিত হইয়াছে। সেখানে যুক্তরাষ্ট্রের সভাপতি বাস করেন। তিনি প্রত্যেক প্রদেশের ভোট লইয়া নির্ব্বাচিত হয়েন। যে ব্যক্তি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক ভোট সংগ্রহ করিতে পারেন, তিনিই সভাপতি পদে বৃত হয়েন। প্রত্যেক সভাপতি চারি বৎসর কাল কার্য্য করেন। ঐ সময়ের মধ্যে তাঁহার মৃত্যু হইলে বা অন্য কোন কারণে তিনি রাজ্য হইতে অনুপস্থিত থাকিলে সহকারী সভাপতি তাঁহার কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। আমেরিকার সভাপতির ক্ষমতা অনেক স্বাধীন-রাজ্যের নৃপতির শক্তি অপেক্ষা অধিক। তিনি নিজের ইচ্ছামত সেক্রেটারী বা বিভাগীয় কার্য্যাধ্যক্ষকে নিয়োগ করিয়া রাষ্ট্র-পরিচালনা করিয়া থাকেন। ইংলণ্ডে যেমন মন্ত্রিসভা 'হাউস অফ কমন্স' নামক ব্যবস্থা পরিষদের অধীন, আমেরিকায় তাহা নহে। মন্ত্রিগণ সম্পূর্ণ রূপে সভাপতির অধীন। সভাপতি ইচ্ছা করিলে কোন প্রকার কারণ প্রদর্শন না করিয়া যে কোন

মন্ত্রীকে পদচ্যুত করিতে পারেন। সভাপতি মহাশয়কে তাঁহার কোন কার্য্যের জন্য ব্যবস্থা-পরিষদে কৈফিয়ৎ দিতে হয় না। যদি ব্যবস্থা-পরিষদ তাঁহার কোন কার্য্য পছন্দ না করেন তবে তাঁহারা সে কার্য্যের জন্য অর্থ মঞ্জুর না করিতে পারেন। সভাপতির জন্য নির্দ্দিষ্ট বেতনের ব্যবস্থা আছে। তাঁহার কার্য্য কেহ পছন্দ করুন বা না করুন তিনি সে বেতন পাইবেনই। সুতরাং তিনি অনেক বিষয়ে স্বাধীন। তিনি যদি কোন গর্হিত আচরণ করেন তবে যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান বিচারালয় তিনি অভিযুক্ত হয়েন। ইংলণ্ডে যেমন শাসন পরিষদ, ব্যবস্থা-পরিষদ্ ও কতক পরিমাণে বিচার-বিভাগ অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত আমেরিকায় সেরূপ নহে। তিনটী বিভাগই স্ব স্ব ভাবে স্বাধীন। সভাপতি যদি ব্যবস্থা-পরিষদে গৃহীত কোন আইন অপছন্দ করেন, তবে তাহাকে আইন বলিয়া পাশ করান বড় কঠিন হইয়া পড়ে। দুইটি মহাসভায় দু-তিন অংশ সভ্যের একমত হইলে ঐ আইন সভাপতির আপত্তি সত্ত্বেও মঞ্জুর হইয়া যায়। সভাপতি যদি স্বাধীনচেতা শক্তিশালী ব্যক্তি হয়েন, তবে তিনি রাষ্ট্র-পরিচালনে যথেষ্ট কর্ত্তৃত্ব করিতে পারেন। যুদ্ধের সময় রাষ্ট্রের অধিকাংশ ক্ষমতাই সভাপতির হস্তে ন্যস্ত থাকে। তিনি নৌবহর ও সেনাবলের অধ্যক্ষ। তাঁহার আদেশ মতই যুদ্ধের সমস্ত ব্যয় নির্ব্বাহিত হয় ও রণক্ষেত্রে সৈন্যগণের গতিবিধি পরিচালিত হয়। মহামতি ব্রাইস্ বলিয়াছেন যে, শান্তির সময়ে সভাপতি যেন একটি বড় সওদাগরী আফিসের প্রধান কেরাণী; কিন্তু যুদ্ধের সময় তিনিই রাষ্ট্রের সর্ব্বেসর্ব্বা প্রভু।

রাষ্ট্রের সভাপতি হওয়াই অনেকের জীবনের চরম আকাঙ্ক্ষা থাকে। এতটা ক্ষমতালাভ করিতে কাহার না ইচ্ছা হয়? সেই জন্য যখন সভাপতি নির্ব্বাচিত হয়েন, তখন চারিমাস কাল ধরিয়া সমগ্র যুক্তরাজ্যের মধ্যে এক মহা আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। চারিদিকে বক্তৃতা, শোভাযাত্রা প্রভৃতি হইতে থাকে। অসংখ্য পুস্তক-পুস্তিকা মুদ্রিত ও বিতরিত হয়। নির্ব্বাচন-প্রার্থীরা শত সহস্র মুদ্রা ব্যয় করেন। তখন চারিদিকে যেন উৎসবের ঘটা পড়িয়া যায়। নির্ব্বাচনের পূর্ব্বে এক প্রার্থী অন্য প্রার্থীর নানা রূপ দোষ দেখাইয়া দেন—বহু নিন্দা-গ্লানি প্রচার করেন। কিন্তু যেমন নির্ব্বাচনে একজন জয়ী হয়েন, অমনি সমগ্র জাতি তাঁহার অধিকার মাথা পাতিয়া লয়।

ওয়াশিংটনে দুইটী মহাসভা ব্যবস্থা নিষ্পন্ন করিবার জন্য বর্ত্তমান আছে। প্রথমটীর নাম House of Representative বা প্রতিনিধি সভা। ইহাতে লোক-সংখ্যার অনুপাতে প্রত্যেক প্রদেশ হইতে প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হয়েন। ইংলণ্ডে যেমন হাউস অব্ কমন্সের প্রতিনিধি সভাই সর্ব্বেসর্ব্বা আমেরিকায় তাহা নহে। সম্প্রতি তথাকার সিনেট নামক অপর মহাসভাই অধিকতর ক্ষমতাশালী হইয়া উঠিয়াছে। সিনেট মহাসভা প্রত্যেক রাষ্ট্র হইতে দুইজন করিয়া প্রতিনিধি লইয়া গঠিত। সিনেটে যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ নির্ব্বাচিত হইবার চেষ্টা করেন। সেখানে অল্পসংখ্যক সভ্য, কাজেই সকল বিষয় ধীরভাবে বিবেচনা করিবার সুবিধা আছে। অনেক বিষয়ে

সভাপতিকে সিনেটের পরামর্শ লইয়া কাজ চালাইতে হয়।

আমেরিকার বিচার-বিভাগ সম্পূর্ণ স্বাধীন। বিচারকগণ রাষ্ট্র-ব্যবস্থার অভিভাবক স্বরূপ। যে রাষ্ট্র-ব্যবস্থা লিখিত হইয়াছে, সভাপতি বা কোন মন্ত্রী তাহার বিরুদ্ধে যাইলে, তিনি বিচারালয়ে অভিযুক্ত হয়েন। যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিগণের জন্য নির্দ্দিষ্ট বেতন আছে এবং তাঁহাদিগকে কেহ কর্ম্ম হইতে অপসারিত করিতে পারেন না।

প্রত্যেক প্রদেশে আবার এইরকম দুইটী করিয়া ব্যবস্থা-পরিষদ আছে ও সভাপতি স্বরূপে শাসনকর্ত্তা নির্ব্বাচিত হয়েন। যাঁহারা কোন প্রদেশে শাসন-কর্ত্তার কার্য্য করিয়া অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছেন, তাঁহারাই যুক্তরাষ্ট্রের সভাপতি-পদে বৃত হইবার উপযুক্ত বলিয়া মনে করা হয়।

আমেরিকায় রাষ্ট্রীয় দলের ক্ষমতা অত্যন্ত প্রবল। বর্ত্তমানে দুইটী দল আছে—ডিমোক্রেটিক্ ও রিপাবলিকান্। এই দুই দলের মধ্যে রাজনৈতিক মতামতের এখন আর বিশেষ পার্থক্য নাই। একজন লেখক বলিয়াছেন যে আমেরিকার দুইটী দল যেন লেবেল আঁটা দুইটী শূন্য বোতল—তাহার মধ্যে যে কোন জিনিষই পুরিয়া দাও লেবেল সমানই থাকে। দুই দলই নিজেদের দলগত স্বার্থ খোঁজে। প্রত্যেক গ্রামে, নগরে ও প্রদেশে উভয় দলের শাখা ও কেন্দ্র আছে। প্রধান প্রধান নগরে এক একজন দলপতি বা বস্ থাকেন। তিনিই দলের

সমস্ত কার্য্য পরিচালনা করেন। তাঁহার ক্ষমতা অসীম। কোন্ চাকুরী কে পাইবে, দলের অর্থ কিরূপে ব্যায়ত হইবে তাহা তিনিই স্থির করিয়া দেন। তাঁহাকে অসন্তুষ্ট করিলে, কেহ আর রাজনৈতিক ক্ষেত্রে উন্নতি করিতে পারেন না। এই বস্ সকল প্রকার জালজুয়াচুরী, মিথ্যা প্রবঞ্চনা করিয়া নিজের দলের ক্ষমতা বজায় রাখিতে চেষ্টা করেন। যদি কোন নগরের মিউ-নিসিপ্যালিটীতে তাঁহার দলের লোক অধিকসংখ্যক সভ্য নির্ব্বাচিত হয়েন তবে মিউনিসিপ্যালিটীর সমস্ত কণ্ট্রাক্ট ও পদ তাঁহারই হাতে আসে। তাঁহার কাজে অনেক ঘুস লইতে ও দিতে হয়। যে লোকটি মিউনিসিপ্যালিটীর আলো জ্বালিয়া বা ড্রেণ পরিষ্কার করিয়া অর্থ উপার্জ্জন করিতে চায়, তাহাকেও বসকে খোসামোদ করিয়া চলিতে হয়। বসেরা যে উচ্চশ্রেণীর জীব নহে তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়।

এইরূপ লোককে খোসামোদ করিয়া কোন প্রতিভাশালী আত্মসম্মানজ্ঞান বিশিষ্ট ব্যক্তি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আসিতে চাহেন না। আমাদের দেশে বা ইংলণ্ডে রাজনৈতিকগণ যেমন সাধারণের শ্রদ্ধা ও সম্মানের অধিকারী আমেরিকায় তাহা নহে। সেখানে রাজনৈতিকগণ অতি সাধারণ শ্রেণীর লোক। সেজন্যও উচ্চতম ক্ষমতাবিশিষ্ট কোন ব্যক্তি রাজনীতিতে যোগ দেন না। তদ্ব্যতীত যুক্তরাষ্ট্রে ব্যবসা-বাণিজ্যের এতদূর প্রসার, অর্থ ও যশঃ উপার্জ্জন করিবার এত ক্ষেত্র পড়িয়া আছে যে রাজনীতিতে প্রবেশ করিয়া দারিদ্র্যকে বরণ করিয়া লইতে খুব কম লোকই

রাজী হয়েন। সেখানে ব্যবসা করিয়া শত শত লোক কোটিপতি হইয়াছেন।

আমেরিকার প্রদেশগুলিতে বিচার-প্রথা বড়ই শিথিল। অনেকে গুরুতর অপরাধে অভিযুক্ত হইয়াও বিনা বিচারে মুক্তি-লাভ করে। এটি আমেরিকার গণতন্ত্রের একটি বিশেষ কলঙ্ক।

আমেরিকাতে সাধারণের মত লইয়া যতটা কাজ করা হয় এরূপ আর অন্য কোন দেশে না। সেখানে সংবাদ-পত্রের অসাধারণ প্রতিষ্ঠা রাজনৈতিকগণ অপেক্ষা সাংবাদিকেরা অধিকতর শ্রদ্ধার পাত্র! গণতন্ত্রের পূর্ণবিকাশ হইয়াছে এই যুক্তরাষ্ট্রে। হয়তো এখনো তাহার অনেক দোষ ত্রুটী আছে, কিন্তু মানবের স্বাধীনতার যে মহান্ আদর্শ যুক্তরাষ্ট্র দেখাইয়াছে, তজ্জন্য আমরা কৃতজ্ঞ না হইয়া পারি না।

আমেরিকায় শিক্ষা-বিস্তারের জন্য যে অসাধারণ চেষ্টা হইতেছে, তাহার ফলে আমেরিকাবাসী যেরূপ শিক্ষিত হইয়াছে, এরূপ আর পৃথিবীর অন্য কোন দেশের লোক হয় নাই। আমাদের দেশে শতকরা মাত্র ৫জন লোক লেখাপড়া জানে আর ওদের দেশে ঠিক ইহার উল্টা—সেখানে শতকরা ৫ জনেরও কম লোক অশিক্ষিত। রাষ্ট্র হইতে বিশ্ববিদ্যালয়গুলির অধিকাংশ খরচ নির্ব্বাহ করা হইয়া থাকে। কিন্তু রাষ্ট্র হইতে টাকা দেওয়া হয় বলিয়া, রাজনৈতিকগণের খেয়ালমত যে বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত হয় তাহা নহে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত কর্তৃত্বভার অধ্যাপক ও অধ্যক্ষগণের উপর ন্যস্ত। আমেরিকার

যুক্তরাষ্ট্রের ৪৮টী প্রদেশে ১৪০টি বিশ্ববিদ্যালয় আছে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মধ্যে জন্‌হপকিন্স ও হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ।

যুক্তরাষ্ট্রের অধিবাসীদের ধর্ম্ম বিষয়ে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আছে। ইংলণ্ডে যেমন রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান হইতে একটি বিশেষ ধর্ম্ম সম্প্রদায়কে অর্থাদি দ্বারা সাহায্য করা হইয়া থাকে, আমেরিকায় সেরূপ নহে। সেখানে ধর্ম্ম-বিষয়ে রাষ্ট্র উদাসীন। কিন্তু তাই বলিয়া যুক্তরাষ্ট্রে ধর্ম্মভাবের প্রাবল্য যে কিছু কম তাহা নহে। তথাকার প্রথম অধিবাসীরা ছিলেন পিউরিটান্ অর্থাৎ তাঁহারা ভোগবাসনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক ঈশ্বরে একেবারে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন। ধর্ম্ম ব্যাপারে পুরোহিতের মধ্যস্থতার বা অনুষ্ঠানের বাহুল্যের প্রয়োজন আছে একথা তাঁহারা স্বীকার করিতেন না। কিন্তু এখন আর আমেরিকায় কেহই পিউরিটান মতাবলম্বী নহেন। ভোগৈশ্বর্য্যে আমেরিকা যেন আজ ইন্দ্রের অমরাবতী। সেই বিপুল ভোগায়তনের মধ্যে বাস করিয়াও কেহ কেহ ত্যাগধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করিতেছেন। সকলেই জানেন, আমাদের স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া আমেরিকার কত নরনারী সন্ন্যাস ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন। আমেরিকায় আজকাল বহুদেশের বহু জাতির লোক যাইয়া বাস করিতেছে—সুতরাং তথায় তাহাদের বহু ধর্ম্মমতও রহিয়াছে।

আমেরিকার নারীদের মধ্যে অপূর্ব্ব স্বাধীন চিত্তবৃত্তি দেখা

দিয়াছে। তাঁহারা অনেকেই পুরুষের কোন রূপ সাহায্য না লইয়া জীবিকা-নির্ব্বাহের চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহাদের বিশ্বাস নারী আর্থিক স্বাধীনতা লাভ করিতে পারিলেই, পুরুষের অধীনতা পাশ হইতে তাঁহারা মুক্ত হইতে পারিবেন। আমেরিকাতেই জগতের মধ্যে সর্ব্বপ্রথমে নারীকে রাষ্ট্রীয় অধিকার দেওয়া হইয়াছিল। শিক্ষা-স্বাস্থ্যে, জ্ঞানে ও বিজ্ঞানে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র দ্রুতগতিতে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছেন। নূতন মহাদেশ হইলেও সে আজ প্রাচীন মহাদেশকে শিক্ষা দিবার স্পর্দ্ধা করিতে পারে।

অষ্টম অধ্যায়

বর্ত্তমান যুদ্ধে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র

গত ইয়োরোপীয় যুদ্ধের পরেই বর্ত্তমানে ইয়োরোপের জাতিসমূহ আর এক বিশ্বধ্বংসী যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। প্রাচ্য দেশসমূহও এই যুদ্ধে জড়াইয়া পড়িবার আশু সম্ভাবনা দেখা যায়। প্রাচ্যে চীন ও জাপান দুই যুদ্ধমান জাতি ইয়োরোপীয় শক্তিবৃন্দের সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইয়া ইয়োরোপীয় যুদ্ধে লিপ্ত হইয়া পড়িতেছে। চীনকে ইংলণ্ড সমর-সম্ভার দিয়া সাহায্য করিতেছে। অন্য দিকে জাপান প্রকাশ্য ভাবেই জার্ম্মানীর সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছেন।

এই যুদ্ধে আমেরিকা এখন পর্য্যন্ত যোগদান না করিলেও প্রকাশ্যে তাঁহারা ইংলণ্ডকে সমরোপকরণ দ্বারা সাহায্য করিতে-ছেন। তাহারা আশঙ্কা করেন, যদি ইংলণ্ড এই যুদ্ধে পরাভূত হয় তবে জার্ম্মানী অতঃপর ইংলণ্ডের ডমিনিয়ান কানাডা এবং ক্রমশঃ আমেরিকাও আক্রমণ করিবে। গত ইয়োরোপীয় যুদ্ধের পর এত শীঘ্র যে আর এক প্রলয়ঙ্করী যুদ্ধ আরম্ভ হইবে তাহা আমেরিকানরা ইতিপূর্ব্বে ধারণা করিতে পারেন নাই, তাই তাহারা যুদ্ধের জন্য পূরা-মাত্রায় প্রস্তুতও হন নাই। যুদ্ধ বাঁধিতে তাহারা তাহাদের বিপদ পূরা-মাত্রায় উপলব্ধি করিলেন। তখন আমেরিকায় সর্ব্বত্র সাজ সাজ রব পড়িয়া গেল।

আমেরিকার অধিকাংশ অধিবাসীই ইংরাজ, সুতরাং ইংলণ্ডের বিপদে আমেরিকানদের সহানুভূতি ইংরাজ-জাতির প্রতি থাকিবে ইহা খুবই স্বাভাবিক। তাই আমেরিকা নগদ টাকায় ইংলণ্ডকে সমরোপকরণ বিক্রয় করিতে লাগিল।

এক বৎসর যাইতে না যাইতেই দেখা গেল, নগদ টাকায় মাল কিনিতে কিনিতে ইংলণ্ডের স্বর্ণসম্ভার ফুরাইয়া আসিয়াছে। কিন্তু ইংলণ্ডকে ধার দিলে তাহা সে পরিশোধ করিবে কি প্রকারে। গত ইয়োরোপীয় যুদ্ধে ইংলণ্ড আমেরিকার নিকট হইতে প্রচুর অর্থ ধার করেন। কিন্তু জার্ম্মানী যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ দেওয়া বন্ধ করিলে, ইংলণ্ডও আমেরিকাকে টাকা দেওয়া বন্ধ করিল। সেই টাকাই যখন পরিশোধ হইল না তখন নূতন ধার পরিশোধ হইবে কি প্রকারে?

আরও এক আপত্তি উঠিল যে, আমেরিকা নিজেই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে পারে নাই, সুতরাং ত্বরিত গতিতে যে সকল সমর-সম্ভার প্রস্তুত হইতেছে, তাহা আত্মরক্ষার্থেই প্রয়োজন হইবে,ইংলণ্ডকে উহার কতকাংশ দিলে নিজেদেরই ক্ষতি হইবে।

এই যুক্তির বিরুদ্ধে বর্ত্তমান প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট বলিলেন, ইংলণ্ডকে সমর-সম্ভার দিয়া সাহায্য না করিলে ইংলণ্ডের সাধ্য হইবে না সর্ব্বপ্রকারে প্রস্তুত জার্ম্মানীর প্রবল আক্রমণ প্রতিরোধ করা। ইংলণ্ড পরাজিত হইলে, আমেরিকা সম্পূর্ণ প্রস্তুত না হইতেই জার্ম্মানী কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। ইংলণ্ডকে সমোরোপকরণ দিয়া সাহায্য করিলে, যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইতে আমেরিকার যে সময় লাগিবে, সেই সময়টা ইংলণ্ড নিশ্চয়ই জার্ম্মানীকে সাফল্যের সহিত বাধা দিয়া রাখিতে পারিবে। আমেরিকাও ইতিমধ্যে প্রস্তুত হইয়া উঠিবে। অপর পক্ষে, আমেরিকা যদি এখনই যুদ্ধে লিপ্ত হয়, তবে অনুরূপ ভাবেই ইংলণ্ডকে সাহায্য তাহাকে করিতে হইবে, কিন্তু বিনিময়ে কোন প্রকার মূল্যই সে পাইবে না। অধিকাংশ আমেরিকানই প্রেসিডেণ্টের মতাবলম্বী হইয়া উঠিলেন।

কি সর্ত্তে ইংলণ্ডকে সমরোপকরণ বিক্রয় করা যায় তাহার প্রশ্ন উঠিল। নগদ স্বর্ণ-মুদ্রা দিয়া যত কাল পারিবে ইংলণ্ড যুদ্ধের জিনিষ কিনিয়াছে ও কিনিবে। আমেরিকার উপকূলে স্থিত কয়েকটি ছোটখাট টুকরা দেশ ইজারা দিয়াও ইংলণ্ড কয়েকটি যুদ্ধ-জাহাজ হস্তগত করিল। কিন্তু তাহাতেও

যখন কুলায় না, তখন প্রেসিডেণ্ট রুস্‌ভেল্ট প্রস্তাব করিলেন, ইংলণ্ডকে সমর-সম্ভার ইজারা দেওয়া হউক, অর্থাৎ যুদ্ধের জন্য এই সকল যুদ্ধোপকরণ ধার দেওয়া হইবে, যুদ্ধান্তে সেইগুলি কিংবা তৎপরিবর্ত্তে অনুরূপ নূতন যুদ্ধোপকরণ ইংলণ্ড ফেরৎ দিতে বাধ্য থাকিবে, অথবা উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে কাচা মালও ইংলণ্ড আমেরিকাকে দিতে পারে। সমরোপকরণ দেওয়া সম্বন্ধে বিধি-ব্যবস্থা করার অপ্রতিহত ক্ষমতাও প্রেসিডেণ্টকে দিবার প্রস্তাব এই বিলে আছে।

প্রাচ্যে চীনে ও অন্যান্য দেশসমূহে আমেরিকার আর্থিক স্বার্থ পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান। জাপান বরাবরই বলিয়া আসিতেছে, পূর্ব্ব-এশিয়ায় তাহার কথাই সকলকে মানিয়া লইতে হইবে এবং ইয়োরোপীয়ান্‌দের সেখান হইতে পাততাড়ি গুটাইতে হইবে। ইয়োরোপীয় যুদ্ধের সুযোগে জাপান তাহাদের এই দাবি পাকা-পোক্ত করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। এদিকেও আমেরিকার বিপদ কম নয়। প্রাচ্যে ও পাশ্চাত্যে নিজ স্বার্থ-সংরক্ষণের জন্য আমেরিকা দুইটি বিরাট নৌ-বহর প্রস্তুত করিতেছেন। বলা বাহুল্য, ইহাদের একটির উদ্দেশ্য হইবে জাপানের যুদ্ধপ্রচেষ্টা প্রতিহত করা।

সম্পূর্ণ

শ্রীশিশিরকুমার মিত্র বি, এ, কর্ত্তৃক ২২।১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটস্থ শিশির পাবলিশিং হাউস হইতে প্রকাশিত ও শিশির প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে মুদ্রিত।